হুমায়ুন আজাদ

কাব্যসংগ্রহ

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪০৪: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
স্বত্ব হুমায়ুন আজাদ
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০ ফোন ২৩১৩৩২ ২৩০০২১
প্রচ্ছদ সমর মজুমদার
লিপিবিন্যাস মঞ্জুর কবির মাতিন
ছবি মাসুদ হোসেন
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ২৭ বি কে দাস রোড ঢাকা

মূল্য
২০০.০০ টাকা

ISBN 984 401 470 0
Kabyashangraha :: Collected Poems of Humayun Azad
Published by Osman Gani, Agami Prakashani,
36 Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh.
First Published : February 1998;
Price : Tk 200.00
দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

সন্ত চন্দ্রাবতী

হয়তো আমি দ্রুত পৌঁছে যাবো, ফিরে
এসেছি চরম অন্ধকার থেকে; আদিম তিমিরে
লুপ্ত ছিলাম যেখানে শিশির নেই, মানুষের মুখ
অর্থহীন, শুধু অন্ধকার অতি,
যে-আঁধার থেকে উদ্ধার সন্ত চন্দ্রাবতী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

অজস্র অসংখ্য কবিতা লেখার মনোরম দেশে আমি কবিতা লিখেছি কমই। অনুরাগীদের দীর্ঘশ্বাসে আমি প্রায়ই কাতর হই যে দিনরাত কবিতা লেখা উচিত ছিলো আমার। অনেক ভুলই হয়তো সংশোধিত হ'তে পারে; তবে আমার এ-ভুল বা অপরাধ সংশোধন অসাধ্য। অবশ্য মধুর আলস্যে জীবন উপভোগ আমি করি নি; বন্ধুরা যখন ধ্বংসস্তূপের ওপর ব'সে উপভোগ করছেন তাঁদের অতীত কীর্তি, সিসিফাসের মতো আমি পাথর ঠেলে চলছি। কবিতার মতো প্রিয় কিছু নেই আমার ব'লেই বোধ করি, তবে আমি শুধু কবিতার বাহুপাশেই বাধা থাকি নি; কী করেছি হয়তো অনেকেরই অজানা নয়। কবিতা কেনো লিখলাম? খ্যাতি, সমাজবদল, এবং এমন আরো বহু মহৎ উদ্দেশ্যে কবিতা আমি লিখি নি ব'লেই মনে হয়; লিখেছি সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যে, আমার ভেতরের চোখ যে-শোভা দেখে, তা আঁকার জন্যে; আমার মন যেভাবে কেঁপে ওঠে, সে-কম্পন ধ'রে রাখার জন্যে। মানুষের অনন্ত সৃষ্টিশীলতা আমার ভেতর দিয়েও প্রকাশ পাক কিছুটা, এমন একটা ব্যাপারও হয়তো আছে। জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা আমি করি নি; যদিও আমার কবিতা অপ্রিয় নয়। কবিতা প্রলাপ নয়, তবে প্রলাপ ও কবিতা আজ অভিন্ন অনেকের কাছে; এটা এখনকার এক জনপ্রিয় রোগ। আমার কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বেশি নয়, ছ-টি, ষাটটি হ'লে গৌরব করা যেতো; ওগুলো থেকে বাছাই ক'রে একটি *শ্রেষ্ঠ কবিতা*ও বেরিয়েছিলো; এবার বেরোলো *কাব্যসংগ্রহ*, অনুরাগীদের ও প্রিয় ওসমান গনির আগ্রহে। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অলৌকিক ইস্টিমার*, যার জন্যে আমার বেশ মায়া; ওটিতে বেঁচে আছে আমার কাতর সুখী অসুখী প্রথম যৌবন। এ-সংগ্রহের মুদ্রণ সংশোধন করতে গিয়ে প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসকে স্নেহের চোখে দেখা সম্ভব হলো না; তাই নানা বদল ঘটলো এর। সংশোধিত হলো অন্যান্য কাব্যের কিছু কবিতাও। বদল করেছি কয়েকটি জিনিশ; কমিয়েছি উচ্ছ্বাস অতিশয়োক্তি, ছেঁটে দিয়েছি নিরর্থ বিশেষণ, শব্দ ও বাক্যাংশ, দমিয়েছি যতিচিহ্নের নির্বিচারিতা। এ-সংগ্রহটি আমার কবিতার গ্রহণযোগ্য পাঠ। নিজের কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না; শুধু বলি আমি কবিতা লিখেছিলাম, লিখছি, এবং লিখবো; এটা আমাকে সুখী এবং আমার বেঁচে থাকাকে সুখকর করেছে– অন্য আর কিছু এতোটা করে নি।

১৪ই ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
১২ মাঘ ১৪০৪ : ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৮

হুমায়ুন আজাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চি প ত্র

অলৌকিক ইস্টিমার (১৯৭৩:১৩৭৯)

স্নানের জন্যে (মরুভূমির মতো নদী বয়ে যায় দিকচিহ্নহীন) ২১
আত্মজৈবনিক, একুশ বছর বয়সে (বাগানে বিশ্বস্ত আজো মধ্যরাতে অন্ধকারে কান পেতে শুনি) ২২
জল দাও, বাতাস : ২৩
১ জননী (দুবেলা খাওয়াই দুধ সন্ধ্যাবেলা হরলিক্স তুলে দিই ঠোঁটে) ২৩
২ আমার সন্তান (আমার সন্তান যাবে অধঃপাতে, চন্দ্রালোক নীলবন) ২৪
৩ আমার কন্যার জন্যে প্রার্থনা (ক্রমশ সে বেড়ে উঠছে পার্কের গাঢ়তম গাছটির মতোন) ২৫
বৃষ্টি নামে (বৃষ্টি নামে। গাছের পাতায় জানালায় শাদা ভীরু কাচে) ২৭
নৃত্যগীতবাদ্য : ২৮
১ আর্টগ্যালারির সুন্দরীদের জন্যে (বড়শিতে গাঁথা মাছ সারিসারি ঝুলছে দেয়ালে) ২৮
২ নতুন সঙ্গিনীকে (ঝলকে ঝলকে ওঠে বাতাস গা থেকে বেরিয়ে আসে হাঁস) ২৮
বঙ্গউন্নয়ন ট্রাস্ট (মার্কিন রাশিয়া চীন এরা কেউ বাঙলার শত্রু নয়) ২৯
অম্লান জল (নিরহঙ্কার জ্যোৎস্না মোর ব্যালকনিতে, পবিত্র শিশির, নামো মৃদু পদপাতে) ৩০
ব্লাডব্যাংক (বাঙলার মাটিতে কেমন রক্তপাত হচ্ছে প্রতিদিন) ৩১
টয়লেট (ড্রয়িংরুম থেকে আমি পালিয়ে এসেছি টয়লেটে) ৩২
রোদনের স্মৃতি (তোমাকে চোখের মধ্যে রেখে কাঁদি, আমার দু-চোখে তুমি) ৩২
বিরোধী দল (আমার সমস্ত কিছু আজকাল আমারই বিরুদ্ধে দাঁড়ায়) ৩৩
জ্যোৎস্নার অত্যাচার (জ্যোৎস্না আমাকে ঠেলে ফেলে দিলো ফুটপাথে) ৩৪
প্রেম ভালোবাসা (হে আমার প্রেম, গুপ্ত ঘরে চুপিসারে জন্ম পাওয়া অবৈধ সন্তান) ৩৪
আজ রাতে (আজ রাতে চিলেকোঠা থেকে নদী বয়ে যাবে) ৩৫
সেই এক বেহালা : ৩৬
১ তোমার ক্ষমতা (তুমি ভাঙতে পারো বুক শুষে নিতে পারো সব রক্ত ও লবণ) ৩৬
২ বেহালা (বেহালা, একাকী বাজে, শোকেসে নিশিদিন বন্দী যদিও) ৩৬
৩ হাত (থাবা দিচ্ছো তুলে নিচ্ছো) ৩৭
স্বপ্নলোকে লুঠতরাজ (প্রত্যহ হচ্ছে চুরি স্বপ্নলোকে, জানালা কপাট এমনকি দেয়ালের) ৩৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনচরিতাংশ (সকল সম্পর্ক ছিন্ন হ'লে ছিঁড়ে গেলে সব যোগাযোগ) ৩৮
বাঘিনী (বাঘিনীর মতো ওৎ পেতে আছে চাঁদ ঝাউয়ের মসৃণ ডালে) ৪০
রাত্রি (আসে রাত্রি জল্লাদের মতো, আমি ভয় পাই) ৪১
অলৌকিক ইস্টিমার (চোখের মতোন সেই ইস্টিমার) ৪২
ছাদআরোহীর কাসিদা (আমরা মিছিল ক'রে, যোগাযোগহীন, ছাদে উঠি অজ্ঞাতসারে কখোন কখোন) ৪৩
স্টেজ (নাচো, নাচো, হে নর্তকী, এই বক্ষে, এই স্টেজে, নাচো চিরদিন) ৪৫
শ্রেণীসংগ্রাম (থরোথরো পদ্য লিখে লাল নীল মেয়েদের) ৪৫
আত্মহত্যার অস্ত্রাবলি (রয়েছে ধারালো ছোরা, স্লিপিং টেবলেট, কালো রিভলবার) ৪৬
যদি তুমি আসো (যদি তুমি আসো তবে এ-শহর ধন্য হবে জ্বালবে) ৪৭
বাহু (জড়িয়ে ধরার জন্যে বাহু থাকে মানুষের, বাহু সেই গাঢ় আলপিন) ৪৮
তার করতল (তার করতলে প্লেন ওড়ে বয়ে যায় সবুজ বাতাস) ৪৯
সব সাংবাদিক জানেন (এদেশ নিউজপ্রিন্টের মতো ক্রমশ বিবর্ণ ধূসর হয়ে যাবে) ৪৯
অন্ধ ও বধির স্যাণ্ডল (ঝ'রে গেলো স্বপ্নদল, যা আমি ঘুমের ভেতর থেকে কুড়িয়ে এনেছি ফুটপাথে) ৫০
বিবস্ত্র চাঁদ (বিবস্ত্র হচ্ছে চাঁদ খুলে ফেলছে ব্রা পেটিকোট) ৫১
শ্রাবণ মাসের কবিতা : ৫১
১ যাচ্ছি (যাচ্ছি, সকল কিছুতে যাচ্ছি, যেমন সর্বত্র যায় পরাক্রমী অমোঘ বীজাণু) ৫১
২ যদি ম'রে যাই (যদি ম'রে যাই কিছু থাকবে না) ৫২
৩ দু-দিন ধ'রে দেখা নেই (দু-দিন ধ'রে দেখা নেই দুশো বছরেও আর দেখা হবে না) ৫২
গৃহনির্মাণ (কারফিউ নেই রাস্তা খোলা বৃষ্টিগাছপালা ইত্যাদির মতোন মসৃণ) ৫৩
হরস্কোপ (আমি বেরুলেই সূর্য নেভে বৃষ্টি নামে কাঁটাতারের মতোন) ৫৪
আমার ছাত্র ও তার প্রেমিকার জন্যে এলেজি (তোমাকে পাবার জন্য সে ক্লাশ ফাঁকি দিতো, দাঁড়িয়ে থাকতো পথে) ৫৫
রেস্তুরাঁর পার্শ্ববর্তী টেবিলের তরুণের প্রতি (চমৎকার কাটছো কেক, মায়াবী কফির পেয়ালা থেকে উঠে আসছে) ৫৬
চিত্রিত শহর (খুন করা হয়ে গেলে এলিয়ে পড়লে তুমি রিভলবার ছুঁড়ে ফেলে ফিরতেই দেখি) ৫৭
আমার গৃহ (ইতিমধ্যে বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। মিরপুর ব্রিজে) ৫৭
জনতা ও জান্টা (জনতার আছে প্রতিবাদভরা মুঠো রক্তনালিভরা রক্ত) ৫৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসভা প্রস্তাব করছে (এসভা নিবিড় জানে বাঙলাদেশকে কবি ছাড়া ভালোভাবে আর কেউ জানে নাই) ৫৮
খোকনের সানগ্লাস (সানগ্লাসে বড়োবেশি মানাতো খোকাকে) ৫৯
যাও রিকশা, যাও (যাও রিকশা, যাও, হুমায়ুন আজাদের মন্দির) ৬১
হুমায়ুন আজাদ (আব্বার খোলায় ধান মায়ের কোলেতে আমি একই দিনে একই সঙ্গে এসেছিলাম) ৬১

জ্বলো চিতাবাঘ (১৯৮০:১৩৮৬)

সৌন্দর্য (রক্তলাল হৃৎপিণ্ডে হলদে ক্ষিপ্র মৃত্যুপ্রাণ বুলেট প্রবেশ) ৬৯
শত্রুদের মধ্যে (আমার অন্ধ অন্যমনস্ক পা পড়তেই রাগী গোখরোর মতো ফুঁসে উঠলো) ৬৯
প্রেমিকার মৃত্যুতে (খুব ভালো চমৎকার লাগছে লিলিআন) ৭০
নৌকো (শক্ত শালের নৌকো, বাতায় গুড়ায় পেশি ফুলে আছে তরুণ ঘোড়ার) ৭১
সবুজ সাবমেরিন (আমার কবিতা তোমার জন্যে লেখা, ধাতব লাল) ৭১
পোশাকপরিচ্ছদ (হ্যাঙ্গারে টাঙানো দুটো, ভুল-শব্দে-ডাকা, ঝকঝকে রঙিন পোশাক) ৭২
সান্ধ্য আইন (কী আর করতে পারতে তুমি, কী-বা করতে পারতাম আমিই তখন) ৭৩
পাপ (হ'তে যদি তুমি সুন্দরবনে মৃগী) ৭৪
শ্লোগান (ফিরছে সবাই, ধারাজলে সুখী খড়কুটো, ফিরছে সবাই) ৭৫
স্নান (সময়ের মতো উষ্ণ তুষারের মতো শুভ্র নদী বয় জীবনের মতো) ৭৬
ঘণ্টাধ্বনি ঘুমের ভেতরে (ঢং ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজে ধীরস্বরে সমুদ্রের পরপারে ঘুমের ভেতরে) ৭৬
পরাবাস্তব বাঙলা (স্বপ্ন থেকে অবাস্তব পথ খুঁজে) ৭৭
আধঘণ্টা বৃষ্টি (আধঘণ্টা বৃষ্টিতে, বিক্রমপুরের আঠালো মাটির মতো, গললো সূর্যাস্ত) ৭৭
থাবা (সবুজ তরুর পাশে জ্বলন্ত অঙ্গার লাল দীপ্র থাবা জ্বলে) ৭৮
পাড়াপ্রতিবেশী ('কেমন আছেন?', ব'লে স্মিতহাস্যে ডান হাত মেলে দেন প্রবীণ অশথ) ৭৯
এসকেলেটর (ক্রমশ নামছি নিচে, পিছে প'ড়ে আছে পিরিচে ফলের মতো চাঁদ) ৭৯
প্রেম (যেদিকে ইচ্ছে পালাও দুপায়ে, এইটুকু থাক জানা) ৮০
তোমার সৌন্দর্য (তোমার তৃতীয় চিঠি পাটিগণিতের পাঁচশো পৃষ্ঠার ডাকবাক্সে পাওয়ার) ৮১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্থান (জাগলো বীরেরা! হ'য়ে ছিলো যারা প্রতারিত পর্যুদস্ত পরাজিত) ৮২
নৈশ বাস্তবতা (নীল জল ঝরে অবিরল যেনো ব্যালকনি থেকে
কেউ মেলে দিচ্ছে শাড়ি) ৮৪
ধর্ষণ (মা, পৌষ-চাঁদ-ও কুয়াশা-জড়ানো সন্ধ্যারাত্রে, শাদা-দুধ সোনা-চাল) ৮৪
ভূতভবিষ্যৎ (সামনে এগোই, পেছনে চিৎকার কাঁপে
শূন্যতার স্তরেস্তরে) ৮৫
মাতাল (মাতাল হ'য়ে আছি করছি শুধু পান) ৮৬
পতনের আংটি (পাখি আর বাঁশরির সোনারুপা ধাতুদের গোপন ইচ্ছার) ৮৭
ঠিক সময়ে আগুন নেভানো হয়েছিলো (দক্ষ বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি ঠিক
সময়ে মূল সুইচ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো ব'লে) ৮৭
গ্রীবী (নগরের নৈর্ঋত কোণায়, লাল থাবা মেলে, কেশর ঠেকিয়ে মেঘে) ৮৯
তুমি তো যাচ্ছো চ'লে (তুমি তো যাচ্ছো চ'লে, আমাকে কিছু দাও) ৮৯
কবির মুদ্রা (শব্দ, কবির মুদ্রা, রহস্যজ সাম্রাজ্যের আদি ও অন্তিম স্বর্ণ) ৯০
স্বরাষ্ট্র (ধাতুতে নির্মিত, ধাতু আর শোভাময় ধাতু; চতুর্ধারে) ৯১
ব্যক্তিগত নিসর্গ (চিরস্থির জ্বলো, নিসর্গপ্রদীপ, মুহূর্তও হোয়ো না আনমনা) ৯১
ব্যাধি (দিগ্বলয়সম পদ্ম, নিসর্গের শাদা পেন্ডুলাম, আন্দোলিত হয়) ৯২
অন্ধ রেলগাড়ি (অন্ধ রেলগাড়ি বধির রেলগাড়ি অন্ধ রেল
বেয়ে চলছে দ্রুতবেগে) ৯৩
লাল ট্রেন (গ্রামগঞ্জ পার হ'য়ে হুইশলে কাঁপিয়ে দেশ আসে
লাল ট্রেন লাল চাঁদ) ৯৩
শহর (দুলছে বাস্তব : পারদের মতো পদ্মোপাতা; আমি তাতে শাদা জল ফোঁটা) ৯৪
দ্বীপ (গভীর মায়ানদী নীরবে ব'য়ে চলে জলের শত ঠোঁটে) ৯৫
হাতুড়ি (প্রত্যেক অক্ষরে নাচে ধ্বংসরোল আর) ৯৫
গাছ (শঙ্খ-সমুদ্রের মতো দেয়ালে নতুন চর জেগেছে একটি আজ) ৯৬
মুখ তুলে ধরি (বেশ্যার রঙচঙে মুখ ব'লে মনে হয় বাগানের
ফষ্টিনষ্টি গোলাপরাশিকে) ৯৬
অনুজের কবরপার্শ্বে (বুকে গাঁথা কালো ছুরি অন্তিম শত্রুর, ঘুরি
নিরাশ্রয় নানাবিধ পথে) ৯৭
একাকী কোরাস (কেবল কবিই বেরুতে পারে নিরুদ্দেশে) ৯৭
সবুজ জলোচ্ছ্বাস (ভেদ ক'রে বস্তুর বিমল ত্বক সময়নিমগ্ন শির শহরের
উঠছি শূন্যের দিকে) ৯৯
কবি (ওপড়ানো হলো চোখ; দশ নখে ছিঁড়ে ফেলা হলো নীলমণি) ১০০
সেও আছে পাশে (যখন ঝনঝন বাজে–! টিন-দস্তা-পেতল-শেকল!–
সমস্ত আকাশে) ১০০
অর্ধাংশ (যদি পুষ্প সুস্থ হয় পত্রপুঞ্জে জড়ো হয় ব্যাধির প্রকোপ) ১০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শালগাছ (তখন ছিলাম ছোটো) ১০১
উন্মাদ ও অন্ধরা ('হুমায়ুন আজাদ, হতাশ ব্যর্থ শ্রান্ত অন্ধকারমুখি) ১০৩
ছেঁড়া তার (শান্তিকল্যাণ ঝরে, পতঙ্গেপল্লবে সুখ ঢেলে দিচ্ছে দয়াময় চাঁদ) ১০৩
বন্যা (আবার এসেছে বন্যা, চারদিক জমজমাট হ'য়ে উঠবে পুনরায়) ১০৩
এক বছর (যখন ছিলাম প্রিয় প্রতিভাসৌন্দর্যপ্রেমে ভূলোকে ছিলো না
কেউ আমার সমান) ১০৫

সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে (১৯৮৫:১৩৯২)

সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে (আমি জানি সব কিছু নষ্টদের
অধিকারে যাবে) ১০৯
আমি কি ছুঁয়ে ফেলবো? (আমি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্তু ভালোবাসি) ১১০
অন্ধ যেমন (অন্ধ যেমন লাঠি ঠুকে ঠুকে অলিগলি পিচ্ছিল সড়ক) ১১১
তুমি সোনা আর গাধা করো (একবার দৌড়োতে দৌড়োতে ঢুকে
গিয়েছিলাম তোমার ছায়ায়) ১১১
না, তোমাকে মনে পড়ে নি (সাত শতাব্দীর মতো দীর্ঘ সাত দিন পর
নিঃশব্দে এসে তুমি) ১১২
তোমাকে ছাড়া কী ক'রে বেঁচে থাকে (তোমাকে ছাড়া কী ক'রে যে বেঁচে
থাকে জনগণ) ১১৩
আমাকে ভালোবাসার পর (আমাকে ভালোবাসার পর আর কিছুই আগের
মতো থাকবে না তোমার) ১১৪
তোমার পায়ের নিচে (আমার থাকতো যদি একটি সোনার খনি) ১১৫
কতোবার লাফিয়ে পড়েছি (কতোবার লাফিয়ে পড়েছি
ঠোঁটে ছাই হ'য়ে গেছি)১১৬
আমি যে সর্বস্বে দেখি (তুমি কি গতকাল ভোরে ধানমণ্ডি হ্রদের স্তরেস্তরে) ১১৬
কবিতা– কাফনে-মোড়া অশ্রুবিন্দু (পংক্তির প্রথম শব্দ,
ডানা-মেলা জেট) ১১৭
বাঙলা ভাষা (শেকলে বাঁধা শ্যামল রূপসী, তুমি-আমি, দুর্বিনীত দাসদাসী) ১১৮
ব্যাধিকে রূপান্তরিত করছি মুক্তোয় (একপাশে শূন্যতার খোলা, অন্যপাশে
মৃত্যুর ঢাকনা) ১১৯
নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু (বাহাত্তরে, স্বাধীনতার অব্যবহিত-পরবর্তী
কয়েক মাস) ১২০
কবির লাশ (উদ্যত তোমার দিকে একনায়কের পিস্তল-বেয়নেট-ছোরা) ১২৩
ভেতরে ঢোকার পর (এক সময়ে বাইরে ছিলাম;–যা কিছুর অভ্যন্তর) ১২৩
অনুপ্রাণিত কবি আর প্রেমিকের মতো (নিজেকে ঈগল, রহস্যের
যুবরাজ, নীলিমায় ডানা-ঝাপটানো) ১২৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার ফটোগ্রাফ (তোমার বেশ কিছু ফটোগ্রাফ) ১২৭
পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে (ক্রাচে-ভর-দেয়া স্টেনগান) ১২৮
পৃথিবীতে একটিও বন্দুক থাকবে না (নিত্য নতুন ছোরা, ভোজালি, বল্লম উদ্ভাবনের নাম এ-সভ্যতা) ১৩১
আশির দশকের মানুষেরা (এই দশকের মানুষেরা সব গাধা ও গরুর খাদ্য– বিমর্ষ মলিন) ১৩৪
যতোবার জন্ম নিই (যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক) ১৩৪
নৌকো, অধরা সুন্দর (একটি রঙচটা শালিখের পিছে ছুটে ছুটে) ১৩৬
খাপ-না-খাওয়া মানুষ (কারো সাথেই খাপ খেলাম না। এ-ঠোঁট আঙুল) ১৩৭

যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল (১৯৮৭:১৩৯৩)

গরিবদের সৌন্দর্য (গরিবেরা সাধারণত সুন্দর হয় না) ১৪১
তোমার দিকে আসছি (অজস্র জন্ম ধ'রে আমি তোমার দিকে আসছি; কিন্তু পৌঁছোতে পারছি না) ১৪২
চন্দ্রাযাত্রীদের প্রতি (তোমরা চন্দ্রা যাচ্ছো, আমি জানি) ১৪৩
ভিখারি (আমি বাঙালি, বড়োই গরিব। পূর্বপুরুষেরা– পিতা, পিতামহ) ১৪৩
শ্রেষ্ঠশিল্প (শিল্পের লক্ষ্য সুখ, বলেছে শিলার) ১৪৪
সামরিক আইন ভাঙার পাঁচ রকম পদ্ধতি (তুমি তো জানোই ভালো ক'রে আমাদের অশ্লীল সমাজে) ১৪৪
আমাদের ভালোবাসা (একশো মাইল বেগে ঝড় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বয়ে যেতে পারে না কখনো) ১৪৬
বিশ্বাস (জানো, তুমি, সফল ও মহৎ হওয়ার জন্যে চমৎকার ভণ্ড হতে হয়) ১৪৭
যদি ওর মতো আমারও সব কিছু ভালো লাগতো (আমার আট বছরের মেয়ে মৌলির সব কিছুই ভালো লাগে) ১৪৮
ও ঘুমোয়, আমি জেগে থাকি (আমার দেড় বছরের মেয়ে স্মিতা কিছুতেই ঘুমোতে চায় না) ১৪৯
সৌন্দর্যের সৌন্দর্য (সৌন্দর্য, যে-ভাবেই তাকায়, সে-ভাবেই সুন্দর) ১৫০
আর্টগ্যালারি থেকে প্রস্থান (দুই যুগ আগে সবে শুরু হয়েছে তখন আমার যৌবন) ১৫১
গরু ও গাধা (আজকাল আমি কোনো প্রতিভাকে ঈর্ষা করি না) ১৫৩
বিজ্ঞাপন : বাঙলাদেশ ১৯৮৬ (হ্যাঁ, আপনিই সে-প্রতিভাবান পুরুষ, যাঁকে আমরা খুঁজছি) ১৫৪
এসো, হে অশুভ (চারদিকে শুনছি তোমার রোমাঞ্চকর কণ্ঠস্বর) ১৫৫
নষ্ট হৃৎপিণ্ডের মতো বাঙলাদেশ (তোমার দুই চির-অপ্রতিষ্ঠিত পুত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি ও কৃষক (নিষাদেরাই) ১৫৭
আমার চোখের সামনে (আমার চোখের সামনে প'চে গ'লে নষ্ট
হলো কতো শব্দ) ১৫৮
পুত্রকন্যাদের প্রতি, মনে মনে (মাতৃগর্ভে অন্ধকারে ছিলে;
এখন তথাকথিত) ১৫৯
ডানা (একদা অজস্র ডানা ছিলো, কোনো আকাশ ছিলো না) ১৬১
সাহস (এখন, বিশশতকের দ্বিতীয়াংশে, সব কিছুই সাহসের পরিচায়ক) ১৬১
মুক্তিবাহিনীর জন্যে (তোমার রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসছে গোলাপ) ১৬২
যা কিছু আমি ভালোবাসি (কি অদ্ভুত সময়ে বাস করি) ১৬৩
সিংহ ও গাধা ও অন্যান্য (মানুষ সিংহের প্রশংসা করে) ১৬৪
তুমি, বাতাস ও রক্তপ্রবাহ (বাতাসের নিয়মিত প্রবাহ বোধই করা যায় না) ১৬৫
একবারে সম্পূর্ণ দেখবো (তোমাকে প্রথম দেখি মুখোমুখি; শুধু
মুখটিই চোখে পড়ে) ১৬৬
এপিটাফ (এখানে ঘুমিয়ে আছে– কবি) ১৬৬
কবি ও জনতাস্তাবকতা (সকলেই আজকাল স্তাবকতা করে জনতার) ১৬৭
আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর (আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর শুনেছি
তুমি খুব কষ্টে আছো) ১৬৭

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে (১৯৯০:১৩৯৬)

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে (আমি বেঁচে ছিলাম
অন্যদের সময়ে) ১৭১
কথা দিয়েছিলাম তোমাকে (কথা দেয়িছিলাম তোমাকে
রেখে যাবো) ১৭৩
তৃতীয় বিশ্বের একজন চাষীর প্রশ্ন (আগাছা ছাড়াই, আল বাঁধি, জমি
চষি, মই দিই) ১৭৪
তরুণী সন্ত (যেখানে দাঁড়াও তুমি সেখানেই অপার্থিব আলো) ১৭৫
যে তুমি ফোটাও ফুল (যে তুমি ফোটাও ফুল ঘ্রাণে
ভরো ব্যাপক সবুজ) ১৭৬
রঙিন দারিদ্র্য (আমি ঠিক জানি না) ১৭৬
আগুনের ছোঁয়া (আমি ছুঁলে বরফের টুকরোও জ্ব'লে ওঠে
দপ ক'রে) ১৭৭
অশ্রুবিন্দু (ওই চোখ থেকে, মেয়ে, ঝরে জ্যোতি) ১৭৭
সমুদ্রে প'ড়ে গেলে (কখনো সমুদ্রে প'ড়ে গেলে আমাকে উদ্ধার
করতে হয়তোবা) ১৭৮
মৃত্যু (যখন ছিলাম খুব ছোটো চারদিকে আমি) ১৭৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার তাকাও যদি (একবার তাকাও যদি পুনরায় দৃষ্টি ফিরে পাবো) ১৭৯
চুপ ক'রে থাকার সময় (আজ চুপ ক'রে থাকার সময়। চুপ ক'রে
দেখে যেতে হবে) ১৭৯
চ'লে গেছো বহু দূর (চ'লে গেছো বহু দূর বহু রাজধানি) ১৮০
পার্টিতে (অজস্র গাড়ল চারদিকে, মাঝেমাঝে মানুষের) ১৮০
আমি আর কিছুই বলবো না (যা ইচ্ছে করো তোমরা আমি আর
কিছুই বলবো না) ১৮১
পর্বত (ছোটোবেলায় উঠোনের কোণে স্বপ্নের মতো একরত্তি লাল) ১৮১
কিছু কিছু সুর আমার ভেতরে ঢোকে না (নানান রকম সুর ওঠে চারপাশে।
কিছু কিছু সুর গোলগাল) ১৮২
সাফল্যব্যর্থতা (আমার ব্যর্থতাগুলোর কথা মনে হ'লে) ১৮৪
কোনো অভিজ্ঞতা বাকি নেই (কে বলে আমার আণবিক বিস্ফোরণে
ছাই হয়ে যাওয়ার) ১৮৪
বন্যা ১৯৮৮ (কিছু কিছু ভয়ঙ্করের জন্যে আমার মোহ আছে) ১৮৪
শিশু ও যুবতী (শিশু আর যুবতীর মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে) ১৮৬
হ্যামেলিনের বাঁশিঅলার প্রতি আবেদন (ইঁদুরে ভরেছে রাজধানি, একথা
বাস্তবিকই ঠিক) ১৮৭
শামসুর রাহমানকে দেখে ফিরে (চৈত্রের কর্কশ বিকেলে ষোলো নম্বর
কেবিনের দরোজায়) ১৮৯
বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন আপনারা শোষণ উৎপাদন করছেন (ঘামে গোশল করা,
কালিঝুলিমাখা আমার প্রিয় শ্রমিক বন্ধুরা) ১৯১
গোলামের গর্ভধারিণী (আপনাকে দেখি নি আমি; তবে আপনি
আমার অচেনা) ১৯৫
ঢাকায় ঢুকতে যা যা তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে (বাঁশবাগানের চাঁদের
নিচের কিশোর, তোমার স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গেছে এ-নরক) ১৯৮
জীবনযাপনের শব্দ (এক সময় আমরা শহরের এমন
এক এলাকায় থাকতাম, যেখানে) ২০০

কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু (১৯৯৮:১৪০৪)

আমার কুঁড়েঘরে (আমার কুঁড়েঘরে নেমেছে শীতকাল) ২০৫
সেই কবে থেকে (সেই কবে থেকে জ্বলছি) ২০৬
হাঁটা (একসাথে অনেক হেঁটেছো) ২০৬
ভালো নেই (তুমি চ'লে গেছো, ভালো নেই) ২০৮
এমন হতো না আগে (এমন হতো না আগে; ফড়িং, মানুষ, ঘাস, বেড়াল, বা পাখি) ২০৯
এক দশক পর রাড়িখালে (এক দশক পর রাড়িখাল গিয়ে পৌঁছোতেই) ২০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাড়িখাল এলে (আর কোনোখানে নয় শুধু রাড়িখাল এলে) ২১০
এই তো ছিলাম শিশু (এই তো ছিলাম শিশু এই তো ছিলাম বালক) ২১১
পিতার সমাধিলিপি (এখানে বিলুপ্ত যিনি ব্যর্থ ছিলেন আমার মতোই) ২১১
বেশি কাজ বাকি নেই (বেশি কাজ বাকি নেই; যতোটুকু
বাকি বেলা পড়ার আগেই) ২১২
আমাদের মা (আমাদের মাকে আমরা বলতাম তুমি বাবাকে আপনি) ২১৩
রাজনীতিবিদগণ (যখন তাদের দেখি অন্ধ হয়ে আসে দুই চোখ) ২১৪
আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে (আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর
জন্যে মারা যাবো) ২১৫
আমার পাঁচ বছরের মেয়ের ব্যর্থতায় (তোমাকে সুন্দর লাগে, রাজহাঁস;
তোমাকে সুন্দর লাগে) ২১৬
আমার কোনো শব্দ যেনো আর (আমার কোনো শব্দ) ২১৭
প্রার্থনালয় (ছেলেবেলায় আমি যেখানে খেলতাম) ২১৭
বৃদ্ধরা (বৃদ্ধদের দিয়ো না দায়িত্ব, শিশুদের থেকেও দায়িত্বহীন তারা) ২১৮
বিভিন্ন রকম গন্ধ (বহু দিন পর আমি এসে এইখানে দাঁড়ালাম, একশো
বর্গকিলোমিটার) ২১৯
দেশপ্রেম (আপনার কথা আজ খুব মনে পড়ে, ডক্টর জনসন) ২২১
মানুষ ও প্রকৃতি একইভাবে বাঁচে মরে (কতো ভুল বোধ নিয়ে আমরা
যে বেঁচে থাকি) ২২১
দ্যাখো আমি (দ্যাখো আমি কী রকম হয়েছি সরল) ২২২
সেই সব কবিরা কোথায় (সেই সব কবিরা কোথায়, যাঁরা একদিন) ২২৩
আমরা যখন বুঝে উঠলাম (আমরা যখন বুঝে উঠলাম সেই দুপুরে) ২২৪
এতোখানি ম'রে আছি (তোমার কথাও মনে পড়ে না) ২২৪
আমার ভুলগুলো (ভুলগুলো– আমার সুন্দর করুণ ভুলে-যাওয়া ভুলগুলো) ২২৫
স্ত্রীরা (বড়ো বেশি ক্লান্ত, সিঁড়ি ভেঙে ওঠে থেমে থেমে) ২২৬
শূন্যতা (শূন্যতাই সঙ্গ দেবে যতো দিন বেঁচে) ২২৭
সামান্য মানুষ (সামান্য মানুষ; অসামান্য কিছু দেখার সৌভাগ্য) ২২৮
দ্বিতীয় জন্ম (তখন দুপুর বিকেল হয়েছে, গাছের পাতা) ২২৯
সাপের গুহায় (বাস ক'রে গেছি সাপের গুহায়; সাবধান হ'তে) ২২৯
দলীয় কবিদের প্রশংসায় কয়েক পংক্তি (তাদের প্রশংসা করি, করবো চিরকাল) ২৩০
আষাঢ়ের মেঘের ভেতর দিয়ে (আকাশে জমাট মেঘ, গর্জনে শিউরে উঠছে) ২৩০
কী নিয়ে বাঁচবে ওরা (কী নিয়ে বাঁচবে ওরা শেষ হ'লে ফ্লোর শো। যখন) ২৩১
সাধারণ মানুষের কাজের সৌন্দর্য (যাকে ঠিক কাজ বলা যায়,
আজ মনে হয়, কখনো করি নি) ২৩১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসবো, হৃদয় (ভালোবাসবো, হৃদয়, তুমি সাড়া দিলে না) ২৩২
অশ্রুবিন্দু (বেরিয়ে এলাম একা শূন্য লঘু বিবর্ণ মলিন) ২৩৩
এটা কাঁপার সময় নয় (এটা কাঁপার সময় নয়, যদি সারা রাজধানি থরথর ক'রে ওঠে) ২৩৪
লেজারুস (গরিব ছিলাম না কখনো, ভিখিরি তো নয়ই, বরং ছিলাম অদ্বিতীয়) ২৩৫
আমি কি পৌঁছে গেছি (আমি কি পৌঁছে গেছি, আমার মাংসের কোষে কোষে কিলবিল) ২৩৬
প্রিয় মৃতরা (খুব প্রিয় মনে হচ্ছে মৃতদের আজ, সেই সব মৃত যাদের দেখেছি) ২৩৬
ভাঙন (অনেক অভিজ্ঞ আজ আমি, গতকালও ছিলাম বালক–) ২৩৬
প্রেম (প্রেম, দ্বিতীয় নিশ্বাস, এই অসময়ে তুমি হয়তো অমল) ২৩৭
নিরাময় (রাতভর দুঃস্বপ্নের পর ভোরে উঠে যার মুখ দেখলাম) ২৩৭
দীর্ঘশ্বাস (আমাদের চুম্বন আজ দীর্ঘশ্বাস) ২৩৮

কিশোর কবিতা

শুভেচ্ছা (ভালো থেকো ফুল, মিষ্টি বকুল, ভালো থেকো) ২৪১
কখনো আমি (কখনো আমি স্বপ্ন দেখি যদি) ২৪১
স্বপ্ন (যখন আমি দাঁড়িয়ে থাকি অথবা পাখির ছবি আঁকি) ২৪২
ধুয়ে দিলো মৌলির জামাটা (আষাঢ় মাসের সেদিন ছিলো রোববার ও মাস পয়লা) ২৪৩
ফাগুন মাস (ফাগুনটা খুব ভীষণ দস্যি মাস) ২৪৪
দোকানি (দু-দিন ধ'রে বিক্রি করছি) ২৪৫
ইঁদুরের লেজ (বিলেত থেকে একটি ইঁদুর ঠোঁটে মাখা মিষ্টি সিঁদুর, বললো এসে) ২৪৬
স্বপ্নের ভুবনে (ফিরে এসো, সোনার খোকন, সারাক্ষণ চুপিচুপি ডাকে) ২৪৭
নদী (ঘুমিয়ে ছিলাম নীল পাহাড়ের বনে) ২৫১

অনুবাদ কবিতা

নাইটিংগেলের প্রতি : জন কীট্‌স্ (আমার হৃদয় ব্যথা করছে, আর নিদ্রাতুর এক বিবশতা পীড়ন করছে) ২৫৫
ডোভার সৈকত : ম্যাথিউ আরনল্ড (সমুদ্র প্রশান্ত আজ রাতে) ২৫৮
দ্বিতীয় আগমন : ডব্লিউ বি ইএট্‌স্ (বড়ো থেকে বড়ো বৃত্তে পাক খেতে খেতে) ২৫৯
বাইজেন্টিয়ামের উদ্দেশে নৌযাত্রা : ডব্লিউ বি ইএট্‌স্ (সেটা নয় বুড়োদের দেশ। যুবকযুবতী) ২৬০
একটুখানি ছুঁই বললো সে : ই ই কামিংস (একটুখানি ছুঁই বললো সে) ২৬১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদ

কাব্যসংগ্রহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নানের জন্যে

মরুভূমির মতো নদী বয়ে যায় দিকচিহ্নহীন
আমি কি ক'রে ভাসাই নৌকো জলে নামি
স্নান করি
স্নানের যোগ্য জল নেই কোনো নদী সরোবরে

পেছনে স্বভাব কবির কণ্ঠনিসৃত পদ্যের মতোন ধুঁয়ো ওঠে
কারখানার চিমনি চিরে
তার স্তবে মগ্ন হ'লে বুঝতে পারি ড্রেনে ড্রেনে পদ্ম ফোটে
ডাস্টবিনে জন্ম নেয় সূর্যমুখি

অবশ্য কারো বন্দনা দিতে
পারে না তৃপ্তি
কোনো বিশ্বাস অনির্বচন
দেয় না দীপ্তি
আমি শুধু বমনার্ত সংকলিত মলভাণ্ড সামনে রেখে

বলি : জননী তো প্রজননী পিতৃদেব অস্তিত্বঘাতক
জ্ঞান শুধু ধ্যানে আছে কীটদষ্ট বটবৃক্ষতলে
আমার চৌদিকে আজ লাখ লাখ সার্চলাইট জ্বলে
অথচ কী অন্ধকারে আমি
পৃথিবীটা সংবাদপত্র বড়োজোর সিনেমামাসিক
স্থূলদেহী তারকার ভুরুউরুবাঁকভরা বেদিত শরীর
আমার শরীরখানি তুলে ধরো হে মরমা হৃদয়মন্দির

নাম জপে কি যে সুখ কতো কাল আগে
বুঝেছিলো রাধা
কেননা নামের শব্দ প্রিয়তম নাম
অস্তিত্বের আধা
আমি যাকে অস্তিত্বের অংশ ভাবি সে শুধু ধ্বংস করে পুষ্পচন্দ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড্ডো ময়লা যেনো জমে গেছে এ-শরীরে
স্নান তাই অতি আবশ্যক
অথচ স্নানের যোগ্য জল কই নদীতে বা গৃহে

স্নান স্নান চিৎকার শুনে থাকো যদি
নেমে এসো পূর্ণবেগে ভরাস্রোতে হে লৌকিক অলৌকিক নদী

আত্মজৈবনিক, একুশ বছর বয়সে

বাগানে বিশ্বস্ত আজো, মধ্যরাতে অন্ধকারে কান পেতে শুনি
পাখিদের প্রেমালাপ : অবলুপ্ত তারকার অনন্ত ফাল্গুনি।
প্রেমিকা বিমুখ হয় ভালোবাসে ঘৃণা করে, তবু বারেবারে
কিছু মধু রেখে যায় বিকলাঙ্গ শরীরের বিমর্ষ কিনারে।

নিয়ত পাল্টায় ভোল পৃথিবীটা, নদী-চর জাহাজের বাঁশি
কখনো মাতাল করে, সত্যতা-শিল্পকেই যদি ভালোবাসি
আমাকে আপদ কেউ ভাববে না, তৃপ্তি আমি পাইনি কখনো;
ক্লান্তিতে কুৎসিত হই, অতো ক্লান্তি পায় নাই ছেনালির মনও।

বুদ্ধিতে বিশ্বাস নেই, বোধ আর বোধি জানি অন্বিষ্ট আমার,
হে নারী, তমিস্রাময়ি, নীল মেঘ, হে ক্রন্দসী, চিত্রান্বিত গতি,
পল্লবে বিলীন হবো (চারপাশে আর কেনো সাগর আসে না)
উলঙ্গ আমাকে নাও নীলতট সুআত্মীয় হৃদয়ের কাছে।

শান্তির শঙ্কিত বাণী ভেসে যায় তিক্তশ্বাস গ্যাসের তাড়নে;
ধর্মগ্রন্থ পদতলে, রাজনীতি নীতিহীন, ঘোলাটে আকাশ,
হে নারী, অবিদ্যাময়ী, পাঠ দাও সুপ্রসন্ন বিদ্যানিকেতনে,
অগ্নিতে বিলুপ্ত হোক শত শত মনীষার রটিত দর্শন।

আমার বিশ্বাস মৃত, সে কখনো মদস্রাবী পিপাসা আনে না,
শোক ছাড়া এ-হৃদয় আর কোনো বান্ধবীর ঠিকানা জানে না;
কেবল ধ্বংসের স্মৃতি, ভগ্নগৃহে তীব্র ফণিমনসার চারা
সাড়া দেয় আহ্বানে : স্মৃতি আর রাখে নাই চ'লে গেছে যারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতির শস্য ছেঁকে তুলে আনো একটি নাম
কেঁপে কেঁপে যাক অমারজনীর মধ্যযাম
সকল হৃদয়ে কানাকানি করে অসহ্যতা
কেবল জেনেছি নির্মমতম পবিত্রতা

দূর গ্রহ ভ'রে সুন্দরী যারা, কী বিস্ময়,
তারা তো তোমাকে চেনে না এবং প্রেমিকা নয়;
সব ভুলে যাও পৃথিবী মানুষ কেবল ভুলে,
পাশে ব'সে যার হাত রাখো তার নরম চুলে।

সুখের প্রত্যাশী নই, নিদ্রাহীন সারারাত, বিনিদ্র এসেছি
বিপুল বিভ্রান্তিভরা পৃথিবীতে, নিদ্রাহীন চলে যাবো জানি;
আকাশ ওড়ে না আর ভেঙেভেঙে ঝ'রে পড়ে মস্তকে শরীরে।

জল দাও, বাতাস

১ জননী

AMARBOI.COM

দুবেলা খাওয়াই দুধ, সন্ধ্যাবেলা হরলিক্স তুলে দিই ঠোঁটে,
রাত্রিতে শোয়াই ধ'রে যেনো দেহ সামান্যও বেদনা না পায়;
সকালে দেখাই সূর্য দিন শেষে দূরাকাশে চাঁদ যেই ওঠে
স্বর্গীয় সংকেত জেনে হাত ধ'রে নিয়ে যাই স্নিগ্ধ বারান্দায়।

কখনো শোনাই গান নিজকণ্ঠে, কখনোবা গ্রামোফোন খুলে,
কবিতা শোনাই তারে : নবীদের বিবিদের পুণ্য উপকথা;
শাসাবের কাছ থেকে মেগে আনা তাবিজটা বেঁধে দিই চুলে,
আতর লোবান সেন্টে আমোদিত সারাগৃহ সর্বত্র সততা।

আট মাস কেটে গেছে, স্বল্প পরে জন্ম নেবে সবল সন্তান,
আমার বিশ্বাস দৃঢ়– গেয়ে যাই পুণ্যশ্লোক পুরুষের গান;
কী আশ্চর্য বহুকষ্টে সকাতর দশমাস কেটে গেলে পর

কেবল জঞ্জাল জন্মে সুস্থতম মেয়েটির পেটের ভেতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২ আমার সন্তান

আমার সন্তান যাবে অধঃপাতে, চন্দ্রালোক নীল বন
তাকে কভু মোহিত করবে না। কেবল হোঁচট খাবে
রাস্তায়
সিঁড়িতে
ড্রয়িংরুমে
সমভূমি মনে হবে বন্ধুর পাহাড়
উল্টে পা হড়কে পড়ে যাবে
নিচে
আরো নিচে
ময়লায়
ড্রেনে
প্রতিটি অঙ্গের দ্রোহ তার দেহ সারাক্ষণ করবে মথিত
সে ভয় পাবে
হাতছানি
কালো চোখ
উড়ন্ত কুন্তল
তাকে ভীত ক'রে যাবে অভিসারী প্রতিটি বিকেল
দৃশ্য তাকে করবে অন্ধ
সুর তাকে করবে বধির

যে-দোলনায় দুলবে তুমি
তার রশি কেটে দিচ্ছে রাশরাশ পোকা
বেলুনে বোঝাই গ্যাস :
ওগো মোর স্নিগ্ধ দিব্য আসন্ন সন্তান।
চশমার কাচ ঠেলে কোনো আলো ঢুকবে না চোখে
সূর্য হবে একরাশ শক্ত অন্ধকার
সে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ছিঁড়বে নিজের মূল
হত্যাকারী ভাবনা তার ছুটবে চারদিকে
চড় হয়ে
বল্লম হয়ে
বন্দুক হয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোমা হয়ে
সে নিজেই অন্যতম লক্ষ্য হবে তার

তুমি কি আসবে ওগো স্নিগ্ধ দিব্য প্রসন্ন সন্তান
পতনকে লক্ষ্য করে
মায়ের সুখদ পেট ছেড়ে
এই ক্লিষ্ট হিংস্র পরবাসে?

৩ আমার কন্যার জন্যে প্রার্থনা

ক্রমশ সে বেড়ে উঠছে পার্কের গাঢ়তম গাছটির মতোন।
ডাল মেলছে চতুর্দিকে, যেনো তার সংখ্যাতীত ডাল উপডালে
ভ'রে দেবে সৌরলোক– জোনাকিরা জ্ব'লে যাবে
পাখি এসে বসবে ডালে, অখন্ডিত নীলাকাশ
বাতাসে পা ভর দিয়ে আসবে যাবে সন্ধ্যায় সকালে
শিকড় বাড়াচ্ছে নিচে জল চাই তার
মালির পরিমিত জলে গাছ বাঁচে কখনো আবার!

আগামী বৈশাখে
ষোলোটি বসন্ত এসে দিকে দিকে ভ'রে দেবে তাকে
সে একা দোকানে যাবে কিনে আনবে লিপস্টিক রুজ
মসৃণ দোপাট্টা ক্লিপ শ্যাম্পু জলপাই তেল
তিন বছর ধ'রে তার কিনতে হয় সেনিটারি মসৃণ টাওয়েল
দোকানে দোকানে ঘুরে চোখ থেকে লুকিয়ে সবার
কিনে নেবে মাপমতো একখানি স্নিগ্ধ ব্রেসিয়ার।

নীল গাঢ় মেঘমালা পুঞ্জপুঞ্জ ঝরে তার চুলে
অমিতব্যয়ী উদ্বাস্তু হাওয়ারা এসে তার দেহে বিভিন্ন শ্রেণীর
বাঁক হয়ে সুস্বাদু ফলের মতো ঝুলে
থাকে উদ্যমশীল কোনো পথিকের উদ্দেশে।

আমার ষোড়শী কন্যা কার কণ্ঠস্বর?
কার অলৌকিক স্বরমালা র'টে যাচ্ছে সমস্ত প্রহর
তার মধ্যে? চুল তার গান গায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবিড় শাওয়ার তলে পাঠাগারে শয্যাকক্ষে
সারাক্ষণ কে তাকে নাচায়। সে যে মানে না মানা
বাতাসে হারিয়ে আসে
স্থায়ী অস্থায়ী সবগুলো নিজস্ব ঠিকানা।

বুঝতে পেরেছি আমি কলেজের কোনো কক্ষে
নয়তোবা লাইব্রেরির নির্জন করিডোরে
কোনো যুবক এসে তার স্বপ্নাবলি
বিছিয়ে দিয়েই যাবে তার পদতলে
আমার কন্যা তার স্বপ্ন বুঝবে না কোনো দিন বুঝতে চাইবেনা
সে-যুবক দগ্ধ হবে নিজস্ব নির্মম অগ্নিতে
ফিরে যাবে নিজ কক্ষে রুদ্ধ ক'রে দেবে সব জানালা কপাট
তখন আমার কন্যা উচ্ছ্বসিত বান্ধবীর সাথে
সিনেমায় যাবে
ঘরে ফিরে এসে রাতে হেসে খিলখিল হবে
যুবকের নির্মম বেদনা সে কখনো বুঝতে পারবে না।

কাকে সে গ্রহণ করবে? কাকে দেবে নিজস্ব সৌরভ?
কার ঘরে সে আলো জ্বালবে দুর্ভেদ্য নিশীথে?
কার অসহ্য অভাবে
তার তরু পত্রপুষ্প মাটিতে হারাবে?

এদেশ বদলে যাচ্ছে, যা-কিছু একান্ত এর
সবই নির্বিচারে নির্বাসিত হচ্ছে প্রতিদিন
ফ্রিজ ধ'রে রাখছে ঠাণ্ডা দিঘি সজীব শব্জিক্ষেত্রের স্মৃতি
হোটেলে সবাই খাচ্ছে গৃহ আর কাউকে আনে না
স্নেহময় শর্করার লোভে
বাঙলার মেয়েরা আজ রান্না জানেনা
রক্তনালি অন্য রক্তময়।

আমার কন্যার যার ফ্ল্যাটে উঠবে, সে কি তার মন পাবে?
জয় ক'রে নেবে তাকে? নাকি রঙিন টেলিভিশন দেখার সুখ পাবে
ঝলমলে ড্রয়িংরুমে বসে? রেডিয়োগ্রামে
কড়া-বাদ্য বাথরুমে জল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুর বক্ষলগ্ন লিপস্টিকে আলোকিত গোধূলিতে
বারবার বক্ষ থেকে খ'সে পড়বে সোনালি আঁচল।

আমার কন্যার ঘর ভেঙে যাবে প্রাত্যহিক সামান্য বাতাসে।
তবুও সে কাঁদবে না কেননা সে কাঁদতে শেখে নি,
হে আমার বন্ধ্যা কন্যা, অন্য কোনো হাত
তোমাকে কি তুলে নেবে মধ্যরাতে ভাসমান উৎসবস্রোত থেকে?
শেখাবে কান্নার অর্থ? বোঝাবে গভীর স্বরে
রোদনের চেয়ে সুখ নেই লবণাক্ত সবুজ মাটিতে?
বলবে মোমের আলো সর্বাত্মক গাঢ় অর্থময়
দ্বৈতশয্যা র'চে যাচ্ছে দুই হাতে সৌর সময়।

AMARBOI.COM

বৃষ্টি নামে

বৃষ্টি নামে– গাছের পাতায়, জানালায় শাদা ভীরু কাচে।
ধবল হরিৎ বৃষ্টি, গ'লে যায় গাছ টাওয়ার পাখি ও পাথর।
বৃষ্টির মুখোমুখি রেশম লৌহ মাংস সব পাললিক।
বৃষ্টি নামে কালো চুলে, পাতাবাহারে, বনেটে, উইন্ডস্ক্রিনে,
বৃষ্টি নামে সবচেয়ে সংগোপনে ফুটে থাকা নীল আলপিনে।
ঠোঁট যেমন ঠোঁটের প্রত্যাশী তেমনি এই বৃক্ষ বাড়িঘর বাতিস্তম্ভ
হাসপাতাল যানবাহন সকলেই বৃষ্টির প্রত্যাশী;
বৃষ্টি নামলে বোবা বধির অন্ধ পাথর টের পায় তার বুকে কে এসেছে।
বৃষ্টিতে সবাই লজ্জাহীন, প্রধানমন্ত্রী থেকে কুলি ও কামীন সবাই বৃষ্টি চায়,
বৃষ্টি নামলেই পাথর সড়ক ট্রেন বিমান চালক ও আরোহী সবাই গ'লে
গাঢ় অভ্যন্তরে শাদা ধবধবে বৃষ্টির ফোটা হয়ে যায়।
আমার শরীর গলে সোঁদামাটি, টের পাই বুকের বাঁ দিকে
মাটি ঠেলে উদ্ভিদ উঠছে,
আমি তার সরল শেকড়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃত্যগীতবাদ্য

১ আর্টগ্যালারির সুন্দরীদের জন্যে

বড়শিতে গাঁথা মাছ সারিসারি ঝুলছে দেয়ালে
নিপুণ ধীবরসংঘ শুঁটকি ক'রে রেখে দিচ্ছে সাধের শিকার
বাতাসে সুগন্ধ ভাসে ছুটে আসে দল বেঁধে
মাছি ডাঁশ শবাহারী পোকা
সবাই খাবলে খায় লিপস্টিক লাল রুজ সোনালি কাজল
শাস্ত্রসম্মত সব প্রসাধন

আর্টগ্যালারির
চুনকাম করা সব মসৃণ দেয়ালে
ক্ষুধার্ত শীতসব লেপ্টে আছে হাজার বছর
জ'মে যাচ্ছে সুন্দরীরা কোল্ডস্টোরেজে মাছের মতোন

দিব্য আলো জ্বেলে ছোটে ফোক্সওয়াগন
অস্থির কিসের পিছে শ্লিভলেস সুন্দরীরা নিচে
অভ্যর্থনাকক্ষে ব'সে হল্লা করে
কেক খায় সোনালি পিরিচে
তখন সমস্ত স্বপ্ন শ্লোগান দিতে দিতে
চ'লে যায় মফস্বলে
আর্টগ্যালারির চুনকাম নষ্ট ক'রে শাশ্বত সুন্দরীরা
ধ'সে পড়ে নির্মম মেঝেতে।

২ নতুন সঙ্গিনীকে

ঝলকে ঝলকে ওঠে বাতাস গা থেকে বেরিয়ে আসে হাঁস
তোমার পায়ের শব্দে মেঝে হয় পার্ক
টেবিলে দেয়ালে জন্মে আদিগন্ত সমারোহে ঘাস

হাত রেখে কোমল ঘড়িতে রোদ হয় সোনা রঙ ফিতে
সুখ ধন স্নানার্থে ডুব দেয় পরম নদীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি মেঝেতে রাখো সূর্যোদয়ের মতো দুটি পা
তুমি টেবিলে রাখো জীবনের মতো কিছু ফুল
তুমি দেয়ালে রাখো দৃশ্যের মতো কিছু সুর
অস্তির সংকেত জ্বালে প্রতারক সবগুলো 'না'
পরম সত্যের মতো জ্বলে ওঠে সবগুলো ভুল
গীতবিতানের গান গ'লে হয় সোনালি দুপুর

বঙ্গউন্নয়ন ট্রাস্ট

মার্কিন রাশিয়া চীন এরা কেউ বাঙলার শত্রু নয়
ক্যাপিটালিজম মার্ক্সিজম আচকান সুরু ট্রাউজার
নৈশরাতে যৌনোৎসব ক্যাবারের ইয়াংকি সংস্কৃতি
পথেঘাটে লোক আর লোককাহিনীর ছড়াছড়ি
কেউ এরা বাঙলার শত্রু নয়, এরা কেউ
সুইচ টিপে বাঙলার উন্নয়ন করে না ব্যাহত

AMARBOI.COM

বাঙলার প্রধান শত্রু নিসর্গাবলি
রবীন্দ্র ঠাকুর থেকে রেহানা আখন্দ
সবাই নিসর্গ খায় চোখ বুজে
চুলে গুঁজে রাখে পাতা ফুল বড়োবড়ো গাছ
উদ্যান অরণ্য মাঠ শতশত নদী
চৈত্র বৈশাখ মাঘ শ্রাবণ ফাল্গুনে
সারা বাঙলা জ্ব'লে যায়
লাল নীল বিভিন্ন আগুনে
মোমবাতির মতো গ'লে গাছ
জোনাকির মতো ঢেউয়ের ভেতর দিয়ে উড়ে যায় মাছ
কলসি কাঁখে বঙ্গদেশ থমকে দাঁড়ায় মেঠোপথে
গাছতলে নদীতীরে
তখন বোয়িং ওড়ে অন্যান্য জগতে

ট্রাস্টের হাতে তুলে দাও বাঙলার সমস্ত নদী
খালবিলঝর্নামেঘমালা
বন থেকে বিতাড়িত হোক্ সব বনবাসী বাঙলার কবিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখিরা

ঝ'রে গেলে সব গাছ ম'রে গেলে পাখি
তখন বাঙলারে আর কে রাখিতে পারে, তাই
রায়ট রায়ট চাই নিসর্গের বিরুদ্ধে সদাই

আমার বাঙলাদেশে
কোনো গ্রাম আর গাছ থাকবে না
কোনো কবি আর ডাকতে পারবে না নিসর্গের ডাকনাম ধ'রে
প্রেমিক প্রেমিকা কেউ পালিয়ে যাবে না পার্কে
নির্জন পুরানো কান্তারে
তাদের উদ্দাম গাড়ি থমকে দাঁড়াবে
চাইনিজ রেস্তোরাঁর দ্বারে

নিসর্গকে হত্যা ক'রে বাঙলার উন্নয়ন হবে

AMARBOI.COM

অম্লান জল

নিরহঙ্কার জ্যোৎস্না মোর ব্যালকনিতে
পবিত্র শিশির নামো মৃদু পদপাতে।
গোপন বাতাস এসো দাও দাও বাড়াও আঙুল
সেতু হয়ে থাকো চোখের তারায়
ঝুলে থাকো দীপাবলি মধ্যরাতে অমৃত সংকেতে
মহাকাল শূন্যলোকে স্ববেগ হারাও
মস্তকশীর্ষে ওড়ো নীল হয়ে গোল বিছানাতে।
গাছপালা রৌদ্রলোক নিশীথের বিনম্র ফসল
গা থেকে ঝরছে জ্যোৎস্না অমর সবুজ
তুমি মোর আঁখিপাতে চিরদিন জ'মে থাকা জল।

হে আমার নীলপথ স্থলপথে অধীর সাগরে জলযান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লাডব্যাংক

বাঙলার মাটিতে কেমন রক্তপাত হচ্ছে প্রতিদিন
প্রতিটি পথিক কিছু রক্ত রেখে যায় ব্লাডব্যাংকে : বাঙলার মাটিতে
জমা রাখে ভবিষ্যৎ ভেবে

প্রতিটি শ্রমিক তার চলার কুটিল পথে রাখে রক্তসূর্যবীজ
ইস্কুলের শিশুছাত্র যুবতীযুবক
গ্রামবাসী চাষী রিকশঅলা নড়োবড়ো বুড়ো ক্যানভাসর
জীর্ণ মাঝি পদ্মার চিরকাল দণ্ডিত ধীবর
সবাই রক্ত রাখে ব্লাডব্যাংকে : বাঙলার মাটিতে
বাঙলার সব রক্ত তীব্রভাবে মাটি অভিমুখি

শুকোতে পারেও পদ্মা উবে যেতে পারেও সাগর
বাঙলার নিসর্গমালা একদিন ঝ'রে যেতে পারে
তবু এই রক্ত থেকে একদিন
পাবোই নতুন পদ্মা নিসর্গমালা উঠে-যাওয়া সেই গ্রামটারে

AMARBOI.COM

কে আর রক্ত রাখে ব্লাডব্যাংকে হাসপাতালে
সেইখানে লালরক্ত ঘোলা হয়ে যায়
কাচ শিশি অষুধের বিষাক্ত ছোঁয়ায়

বাঙলার মাটির মতো ব্লাডব্যাংক আর নেই
একবিন্দু লাল রক্ত
দশ বিন্দু হয়ে যায় সেই ব্যাংকে রাখার সাথেই
তাই আর যায় না কেউ ব্লাডব্যাংকে হাসপাতালে

বাঙলার সব রক্ত তীব্রভাবে মাটি অভিমুখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টয়লেট

ড্রয়িংরুম থেকে আমি পালিয়ে এসেছি টয়লেটে
সেই মাছ সেই গাছ যা সব আটকে থাকে দেয়ালে টেবিলে
আমাকে করেছে ভীত অরণ্য দিঘির স্মৃতি ভয়াল হুঙ্কার দিয়ে
করেছে ঘেরাও সোফাসেটে ব'সে-থাকা বিবর্ণ আমাকে

কার্পেট তরঙ্গ হয়ে যদি দুলে ওঠে
হরিৎ পত্রালির মতো লাফ দেয়
কাচের পুকুরে পোষা মাছ
আমার গ্রাম্যতম এই দুটি চোখের সামনে
তাহলে কী ক'রে আমি বদ্ধ রাখি
নিজেকে ড্রয়িংরুমে সজ্জিত বাগানে
আমি পালিয়ে যাবোই টয়লেটে (যেহেতু স্থান নেই আর)

ছোট্টশিশুর মতো হাততালি দিয়ে ঝরে জল
লুপ্তবাল্য মেলে দেয় গুপ্ত করতব
এখানে সবাই খেলে সারাক্ষণ নিরুদ্দেশ খেলা
রাজপথ ল্যাম্পপোস্টে বাজায় বেহালা

আমি কারখানা যুদ্ধক্ষেত্র ড্রয়িংরুম থেকে
পালিয়ে যাবোই টয়লেটে

রোদনের স্মৃতি

তোমাকে চোখের মধ্যে রেখে কাঁদি, আমার দু-চোখে তুমি
বিগলিত ঠাণ্ডা হিম, তুমি কাঁদছো, দু-চোখের একান্ত ভেতরে
গ'লে যাচ্ছে কালো আঁখিতারা, গ'লে গ'লে একটি গাছের মতো
সবুজ, তোমার মতোন করুণ হয়ে যাচ্ছে অশ্রুমালা

তুমি নিথর নিরীহ দাঁড়িয়ে আছো আঁখিতারার ভেতরে,
তুমি, একাকিনী সবুজ পল্লব, কাঁপছো বাতাসে শাদা হিমে
ভিজছো অক্টোবরের সন্ধ্যার কুয়াশায় ক্রিমে
আমার বধির দুই চোখের মণিতে ব্যথিত রোদন হয়ে গেঁথে আছো তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁদছে তোমার চুল, ঘনকালো, কাঁপছে তারার মতো দু-কানের দুল
লাল টিপ নরম নিরীহ শান্ত সরল রিস্টওয়াচ, পায়ের আঙুলে
মাটি খুঁড়ে নিয়ে আসছো ভূমধ্য থেকে সহোদরা শ্যামল রোদন
তারা সব জ'মে যাচ্ছে আমার চোখের মধ্যে বরফ যেমন

আমার চোখের মধ্যে তুমি ব'সে আছো একফালি অশ্রুময়
থেমে গেছে অঙ্কুরুদ্গম কৃষিক্ষেত্রে জাহাজের ডানা
পাতার নিজস্ব ঘ্রাণ লোকে লোকে সব ঐকতান
আমার চোখের মধ্যে তুমি আমার দু-চোখ অন্ধ বোবা ম্লান

সেই থেকে অন্ধ হয়ে আছি নিজ আঁখিতারা গলিত অশ্রুতে
দেখি না কিছুই চরাচর নক্ষত্র সমুদ্র জলযান
দেখি না নিজেকে কররেখা নিজ ছায়া কিছুই দেখি না
আমার দু-চোখে অক্টোবরের গাঢ়সন্ধ্যা
তার মধ্যে নিরবধি কান্না হয়ে তুমি ব'সে আছো

AMARBOI.COM

বিরোধী দল

আমার সমস্ত কিছু আজকাল আমারই বিরুদ্ধে দাঁড়ায়
ফেস্টুন প্ল্যাকার্ড কালো পতাকা উঁচিয়ে
দিকে দিকে শ্লোগান দেয় আমারই পুত্রপৌত্র সব
হেরে যাই নির্বাচনে
সভামঞ্চ ধ্বংস হয় আত্মজের প্রচণ্ড তাণ্ডবে
সদর রাস্তা চৌরাস্তা গলি উপগলি
গ্রামগঞ্জ নগর বা মফস্বল শহরে
দগ্ধ করে আমার নিজস্ব হাত আমারই ব্যঙ্গাত্মক কুশপুত্তলিকা

পালিত কুকুর বেড়াল শার্ট স্যুট চশমার কাচ
স্বরচিত গদ্যপদ্য একোরিয়ামে পোষা লাল মাছ
আলোলাগা ভালোলাগা একখণ্ড প্রিয়তমা নদী
সবাই মিছিল করে দরোজায়
বলে যায়, 'আমরা সকলেই তোমার বিরোধী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোৎস্নার অত্যাচারে

জ্যোৎস্না আমাকে ঠেলে ফেলে দিলো ফুটপাথে
ল্যাম্পপোস্টে সবগুলো গাছের চূড়োয়
এই রাতে। আমি জামা খুলে ঘুমোতে যাবার আগে
জানালায় অনভ্যাসে দাঁড়িয়েছিলাম
আর অমনি জ্যোৎস্না ধাক্কা দিলো
এ কী অধঃপতন আমার!

ড্রেন ডাস্টবিন একেকটি পদ্মের মতোন ফুটে আছে জ্যোৎস্নায়
সাইরেন সানাইয়ের সুর
আমাকে বাজিয়ে চলে অন্ধ এক শিল্পীর আঙুল

আমার সমস্ত পাপ এই রাতে জ্বলজ্বলে নক্ষত্র হয়েছে
সব রোগ প্রিয়তম আঙুলের ছোঁয়া
সব ঘৃণা প্রেম হলো, পরাজয়, বহুদিন মরে যাওয়া
জন্মদাত্রী জননীর দোয়া
স্মৃতি এসে বলে গেলো, ইস্টারে স্বর্গযাত্রা করেছো সে কবে
আজ সব জ্যোৎস্নার কানে কানে ব'লে যেতে হবে
সবচেয়ে যে-আকাশটি নীল
তার নাম আটষট্টির ৭ই এপ্রিল

আমি ল্যাম্পপোস্টে ফুটপাথে গাছের চূড়োয়
আলিঙ্গনাবদ্ধ স্নানাগারে
এই রাতে সারা বঙ্গে আমি হই একমাত্র কবি

প্রেমভালোবাসা

হে আমার প্রেম, গুপ্ত ঘরে চুপিসারে জন্ম-পাওয়া অবৈধ সন্তান।
জন্মের সঙ্গেই তুমি পরিত্যক্ত হয়েছো রাস্তায়
ময়লা টাওয়েলে অবাঞ্ছিত পুলিশ হাসপাতাল ঘুরে
যদিও অবশেষে স্থান পেলে অনাথ আশ্রমে
জন্মাবধি পরিত্যক্ত রাস্তাকে নিজস্ব জেনে হাঁটছো সদাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনরাত এলোচুল শেভহীন অশ্লীল চোয়াল
ছেঁড়া বুটে থকথকে ময়লামলের মাখামাখি
অভ্যাসবশত তবু গান গাও অতিমর্ত্য তাল
অকস্মাৎ পত্রপুঞ্জে ডেকে আনে অলৌকিক পাখি

সে-তোমাকে যখন করাই দাঁড় সদর রাস্তায়
ঘেন্নায় শিউরে ওঠে সরল যুবতী
ভেঙে যায়
পথঘাট
দেবালয়
ভয়াল শব্দের সঙ্গে ধ'সে পড়ে পবিত্র নগরী

আজ রাতে

আজ রাতে চিলেকোঠা থেকে নদী ব'য়ে যাবে
স্নানার্থীরা দলে দলে জমা হবে
ছাদে ছাদে ছাদে
হৃদে রাজপথে কোনো লোক থাকবে না
কেউ যাবে না বাথরুমে
রাস্তার কলের পারে পুকুরে নদীতে
স্নানার্থীরা জড়ো হবে ছাদে
আজ রাতে চিলেকোঠা থেকে নদী ব'য়ে যাবে

স্রোতে ভেসে যাবে
কিশোরীর হাল্কা ফ্রক যুবতীর স্তব্ধ পেটিকোট
পাবনার রঙিন শাড়ি যুবকের প্যান্ট
পিতামহদের সবগুলো পাজামাপাঞ্জাবি

যে-সব অবাধ্য দাগ মুছতে গিয়ে ব্যর্থ ড্রাইক্লিনার্স
যে-সব ময়লা জমা হাঁটু থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত
যে-সব ময়লা আছে সানগ্লাসে কাজলে
সে-সব ধোয়া হবে আজ রাতে
ছাদে ছাদে জ্যোৎস্নার পানিতে

আজ রাতে চিলেকোঠা থেকে নদী বয়ে যাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই এক বেহালা

১ তোমার ক্ষমতা

তুমি ভাঙতে পারো বুক শুষে নিতে পারো সব রক্ত ও লবণ
বিষাক্ত করতে পারো ঘুম স্বপ্নময় ঘুমের জগত
তছনছ ক'রে দিতে পারো তুমি বন উপবন
উল্টেপাল্টে দিতে পারো সব সিঁড়ি লিফ্ট্ রাজপথ

মিশিয়ে দিতেও পারো সঙ্গীতের সুরেসুরে বিষ
আমাকে প্রগাঢ় কোনো আত্মহত্যায় উৎসাহিত ক'রে দিতে পারো
ম'রে যাবে ধানক্ষেত ঝ'রে যাবে পাখিদের শিস
তোমার ক্ষমতা আছে পারো তুমি আরো

আমাকে মাতাল ক'রে ছেড়ে দিতে পারো তুমি গলির ভেতরে
সমস্ত সড়কে তুমি জ্বালতে পারো লাল সিগনাল
বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ ক'রে দিতে পারো জীবনের সবগুলো ঘরে
এর বেশি আর তুমি কি পারো তমাল?

২ বেহালা

বেহালা, একাকী বাজে, শোকেসে নিশিদিন বন্দী যদিও
হাজার বৎসর, তন্ত্রি নেই, ছড় নেই, নেই তো নিজেই,
তবুও বাজবে সে, বাজছে সে, হাজার বৎসর
বেহালা, একাকী বাজে, শোকেসে বন্দী, তবু দিনরাতভর
তন্ত্রি নেই, ছড় নেই, নেই তো নিজেই, তবুও সে
পলাতকা হরিণীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় ঘরে ছাদে বারান্দার থামে,
অম্লান জল জমে মেদিনীর সব পেণ্ডুলামে,
বেহালা, একাকী বাজে, শোকেসে নিশিদিন বন্দী যদিও
হাজার বৎসর, তন্ত্রি নেই, ছড় নেই, নেইতো নিজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩ হাত

থাবা দিচ্ছো তুলে নিচ্ছো
লাল মাংস টকটকে দিন আর রাত্রিগুলোকে
আমূল শিকড়শুদ্ধ উঠে যাচ্ছে
নিদ্রা শান্তি নীলবীথি হৃৎপিণ্ডের বৃক্ষসমূহ
ওপড়ানোর করুণ শব্দে ভ'রে যাচ্ছে স্নেহময় মাটি

তোমার বিশাল হাতে গুঁজে আমি দিয়েছি
আমার সমস্ত জ্যোৎস্না রৌদ্র ব্যালকনি সুদূর নীলিমা
সঙ্গ আর রক্তের নিবিড় গন্ধ
তোমার সামান্য হাত এতো যে বিশাল
সব গাছ উদ্যান অরণ্য নদী জ্যোৎস্না নিসর্গ সন্ধ্যা
একটি ছোট্ট তিলের মতো প'ড়ে আছে তোমার মুঠোতে

তবুও তোমার হাত
মোম জ্বালে সুনিবিড় সম্ভাব্য সবগুলো গহ্বরে
বক্ষে স্বপ্নের গোলাপ পাপড়িতে

AMARBOI.COM

স্বপ্নলোকে লুঠতরাজ

প্রত্যহ হচ্ছে চুরি স্বপ্নলোকে, জানালা কপাট এমনকি দেয়ালের
ছিদ্র দিয়ে ঢোকে চোর, অদৃশ্য নৈঃশব্দকুশল,
খোয়া যায় টুকিটাকি জ্যোৎস্না আলো পিলসুজ কাকই কলম চটিজুতো
সিঁধকাঠি দিয়ে ঢোকে সন্ধ্যারাতে ছ্যাচড়া চোর
কান ছিঁড়ে নিয়ে যায় সোনার কানেট।
যখন ঘুমিয়ে থাকি স্বপ্নহীন বালিশবর্জিত তরুলতা ঝ'রে যায়
বাঙলার লোকালয় থেকে
যখন নিদ্রিত আমি বিপন্ন আমার স্বপ্নলোক।

স্বপ্নলোকে হ্রাস পায় সম্পদসম্ভার
সেইসব গাছপালা
চোখ হাত হারায় নিজস্ব শোভা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবতা থেকে আর কতো ধার নেয়া যায়
প্রতিটি নিদ্রার পদ্যে স্বপ্নের বালাদে!
ঘন ঘন বিদ্যুৎ বন্ধ হয় স্বপ্নলোকে
স্নানাগার প'ড়ে থাকে জলহীন মরুভূমি
তবু হৈহৈ ঢোকে চোর কুটিল দুঃসহ
দ্রুত ট্রাকে নিয়ে যায় সব সৌধ কালো চোখ নদী ও নগর।

দিন দিন বিবর্ণ হয়ে ওঠে মানসসুন্দরীর লিপস্টিক
নেলপালিশ
কেশের বিন্যাস
দিকে দিকে রাষ্ট্র হয় ষড়যন্ত্র : শত্রুর উল্লাস।

জীবনচরিতাংশ

সকল সম্পর্ক ছিঁড়ে গেলে ভেঙে গেলে সব যোগাযোগ
প্রতিজ্ঞা গভীর স্মৃতি মধ্যরাতে অন্ধকারে আমি জন্ম নিই।
জনকের সঙ্গে তখন ত্রয়োদশী জননীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।
জনকের ফ্ল্যাট ছেড়ে জননী নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেলে
আমি জন্ম নিই। জন্মের সঙ্গেই
আমি ও জননী উঠে গেছি ভিন্ন বিছানায়।

চারদিকে ঘর ভাঙে ফ্ল্যাট ওঠে হোটেল মোটেলে
ভ'রে যায় বাঙলাদেশ
বাঙলার মেয়েরা সব গান গায় নেচে যায়
সাততলা হোটেলের প্রমোদখানায়।

২
অভিসারে যাবো ব'লে বেরিয়েছি রাস্তায়
কস্তুরীর অঙ্গুলিসংকেত আজো বিপর্যয় নিয়ে আসে
আমার সমস্ত বনে বাগানে সৈকতে
আমার গাড়ির সামনে শুধু মিছিলপ্রবণ জনতার দল এসে
বাধা দেয়, ঝকঝকে নতুন মডেলের গাড়ি
অকস্মাৎ পথরোধ করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কি করবো আমি ওভারটেকিং জানি না।

সব বাধা পিছে ফেলে চৌরাস্তায় এসে দেখি সবুজ সিগনাল
হয়ে গেছে সর্বনাশী লাল
মুহূর্ত মিনিট ঘণ্টা মাস যায়
লাল দাগ কোনো দিন সবুজ হবে না
কোনো দিন হবে না সবুজ

'পাবনার রঙিন শাড়ি ভয়ঙ্কর মসৃণ কোমল',
ব'লে গেলো যে-ছাত্রী কী যেনো ওর নাম?
পারসেনটেজে ওর কি দরকার? ওর নামে প্রাণ পায়
আর্টস ফ্যাকালটির ১৬০ জন শিক্ষক।

আমার লেটারবক্স উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে
একটি নীল খামের প্রত্যাশায়। সব চিঠি ব্যাগে নিয়ে
প'লিয়েছে সবুজ পিয়ন নীল নক্ষত্রের দিকে
তার সাইকেল
ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে ডাকবিভাগের সীমানা পেরিয়ে।

AMARBOI.COM

সম্রাজ্ঞী তোমার স্তব ছাড়া কোনো গান নেই স্বর্গে মাটিতে
তোমার স্নানের পর বাথরুম কী রকম সেন্টে ভ'রে থাকে
তোমার হাতের তালু থেকে আলো
আর চন্দ্রের অবিনাশী চন্দন ঝ'রে যায়
বিপর্যস্ত আকাশের সুনীল শয্যায়।

৩

আমার নামফলক আজো সাঁটা হয় নি দেয়ালে।
দেয়ালে গাঁথতে চাই, জীর্ণ হয়ে ঝ'রে যায় সমগ্র দেয়াল।
হে আমার নামফলক আঁধারে ধাতুর জ্যোৎস্না
প্রাণধারণের হৃৎপিণ্ড
কোন দেয়ালে গাঁথবো তোমাকে?
রাজরোষ দৈবরোষ সারাক্ষণ শাসাচ্ছে তোমাকে
বারবার ঘরবদল সত্ত্বেও তোমাকে আজো রেখেছি অম্লান
তবু তুমি নিরুপায় নির্বাসিত থাকবে চিরদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

বাঙলাদেশ বদলে যাচ্ছে, ফোর্টউইলিয়ম কলেজ যেদিন
গদ্য লিখলো সেদিন থেকেই
ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু ক'রে দিচ্ছে মধুসূদনের জন্মসংবাদ রটনা
রবীন্দ্রনাথ ১০০, ০০০ বার জন্ম নিলেন
বাঙলাদেশ বদলে যাচ্ছে
ঋতুবদলের সব চিহ্ন ঝুলে আছে
গাছে গাছে মেয়েদের ধাতব শরীরে

আমার প্রৌঢ়া মা ভোর না হতেই চ'লে যান টেলিফোন একচেঞ্জে
কনিষ্ঠা বোন সেই ভোরে লিপস্টিক রুজ মেখে
বের হয় ফিরে আসে মধ্যরাতে, ফিরে আসে কিনা
তাও জানি না।

আজো বাঙলার যে-সব মেঠোপথ বাকি আছে
সেই সবে আরো পাঁচটা পাঁচসালা পরিকল্পনার পর
ট্রেন যাবে
হুইশালে কাঁপিয়ে
কিষাণের ঘর উঠে যাবে, উঠবে হোটেল
প্রতিদিন নতুন স্লিপ নিয়ে সেইখানে ঢুকবে কিষাণ,
পরস্পরের প্রতি আমাদের আর কোন আবেদন নেই
মেয়েদের যৌনাবেদন ছাড়া আর কোনো আবেদন নেই
তাহলে ফসল ফলবে কার জন্যে বলো?

বাঘিনী

বাঘিনীর মতো ওৎ পেতে আছে চাঁদ
ঝাউয়ের মসৃণ ডালে বটের পাতায়/ ধ'সে পড়া দালানের ছাদে/
রাস্তায়/ ধাবমান টেলিফোনের তারে/ ডাস্টবিনে/
জ্বলজ্বলে নর্দমায়। ব্যগ্র হয়ে ধরা দেয়
ফড়িং/ হরিণ/ সাপ/ মাকড়শা/ কাঠবিড়ালি/
নিঅন পেরিয়ে ওড়ে চন্দ্রগ্রস্ত পোকা। এমন ছোবল দিতে জানে
লক্ষবর্ষ পুরাতন নির্মম বাঘিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে কি ডাক দিলে মিথ্যাভাষী হে বাঘিনী
এ-নিষ্ঠুর চৈতরাতে? মিথ্যে অভিনন্দন বিছিয়ে দিলে
মুমূর্ষু পাতার পংক্তিতে?
তুমি নেই তাই প্রতারণা করার মতোও
কেউ নেই এই শূন্য প্রান্তরে।
তোমাকে ধিক্কার দিই/ ঘৃণা করি/ চড়কষি/
তবু কী ক'রে ভুলি হে বাঘিনী চাঁদ
একদা ছঘণ্টা শান্তি দিয়েছিলো সহপাঠী নীলিমা রহমান?

রাত্রি

আসে রাত্রি জল্লাদের মতো, আমি ভয় পাই
যেমন ভয় পায় দণ্ডিত লোকেরা।
রাত্রি এলেই ঘুমোতে হয় শরীর রাখতে হয় খাটে
চোখ বন্ধ করতে হয়
রাত্রি এলে চিরকাল প্রাসাদ বস্তি সব ঘুমোতে যায়
ঘুমোতে হবে ভাবতেই আমি ভয় পাই
আমার সমস্ত নিদ্রা গোপনে হরণ ক'রে আজ
একজন নিবিড় ঘুমোচ্ছে বগুড়ায়।

রাত বারোটায় ঘুমোতে যাই।
মাথা রাখি বালিশে কাৎ হই
বাঁ হাত ছড়িয়ে দিই একদিকে
আমি মুঠো ভ'রে ভ'রে ধরবো নিদ্রাকে।

১২:৩০-এ আমার শরীর গলে যায়।
১২:৪৫-এ আবার শক্ত হয়।
১:১৫তে আমার শরীর বাষ্পের মতো উবতে থাকে।
১:৩০-এ আমার শরীর বরফের মতো জ'মে যায়।
২:১০-এ আমার শরীর আবার গলতে থাকে।
তারপর শক্ত হয়।
আবার বাষ্পের মতো উবতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার বরফের মতো জ'মে যায়।
রাত্রি এলেই আমি ভয় পাই
আমার সমস্ত ঘুম চুপিসারে চুরি ক'রে আজ
একজন নিবিড় ঘুমোচ্ছে বগুড়ায়।

অলৌকিক ইস্টিমার

চোখের মতোন সেই ইস্টিমার
নীল নক্ষত্র থেকে ছুটে আসছে গাঢ় বেগে
যারা শুয়ে আছে পাটাতনে
প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিভিন্ন শ্রেণীতে
তারা আমার গভীর আত্মীয়

নীল ইস্টিমার চোখের মতোন সিটি বাজাচ্ছে থেমে থেমে
আমি ঘুমের ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠছি
অন্ধহাতে খুঁজে ফিরছি আমার নিবিড় ট্রাউজার...
আমার গভীর আত্মীয়বর্গ শুয়ে আছে ব'সে আছে
ওরা কি বুড়ো হয়ে গেছে কেউ কি রেখেছে লম্বাচুল দাড়িগোঁফ
রজনীগন্ধ্যার পাঁপড়িতে মৃত্যু
জানি না তা
জানি শুধু ওদের চিনবো আমি বহু দূর থেকে

আমার সেই নীল দুঃখ পাটাতনে ব'সে আছে
ঘুমহীন সুখহীন ওতো চিরকাল
ও কখনো ঘুমোতে জানে না
সেই সব রাত্রিদিন জ্যোৎস্নারৌদ্র চিৎকার ক'রে চাওয়া
নীল ভালোবাসা
সবাই নিদ্রাহীন ইস্টিমারে

আমি দৌড়ে ছুটে যাচ্ছি সোনালি জেটিতে
তেমনি সজীব ওই নেমে আসছে
দুঃখ
প্রেম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোৎস্না

রোদ

ব্যর্থতা

রোদন

দৌড়ে যাচ্ছি আমি ওদের সবার সঙ্গে আলিঙ্গন করতেই হবে
ভারহীন আমি কারো ধরবো হাত
কারো চুলে রাখবো আঙুল কারো গাল টিপে দেবো
কাউকে বলবো তুমি কেমন রয়েছো এতোদিন
কাউকে বুকের ভেতরে নিয়ে গৃহমুখে পালাবো ঊর্ধশ্বাসে

আমার দুঃখ
তুমি আজো রক্তমাংসময় টকটকে নিবিড় যুবক
আমার প্রেম
তুমি আজো তাকে খুঁজছো রাস্তায়
আমার জ্যোৎস্নারোদ
আজো তোমরা মুকুলিত হও সব গাছের পাতায়
ব্যর্থতারোদন
তোমরা আজো তার কাছে নিবেদন ক'রে
যাচ্ছো স্নিগ্ধ ফলভার

অলৌকিক ইস্তিমার আসে সব রাতে
সব বৃষ্টি ভর ক'রে
নদী জ্যোৎস্না ফুলদানি বেয়ে
যারা এসে নামছে জেটিতে তারা আমার গভীর আত্মীয়

ছাদআরোহীর কাসিদা

আমরা সবাই ছাদে উঠি কখোন কখোন
সন্ধ্যায় মধ্যরাতে শিশিরের ভোরে
লাফ দিই চোখ বুজে
উচ্চতম ছাদগুলো থেকে
যেমন সবাই আমরা কোনো কোনো দিন গভীর আবেগে ছুঁই
ভালোবাসি তাজা বৈদ্যুতিক তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম আদরে যত্নে খাই ফাইল ফাইল স্লিপিং টেবলেট
বৃষ্টিভরা ভোরে ছুটি রেললাইনের উদ্দ্যেশে
যেনো অভিসারে
আজ রাতে আমি লাফ দেবো পৃথিবীর উচ্চতম ছাদগুলো থেকে

(সবুজ সবুজ আমি ভালোবাসি তোমাকে সবুজ
সবুজ মাংস ঘাস রাত্রি ভোরের বাতাস
সবুজ সিংহ আসে ফুল হয়ে ফুলদানিতে
যেই রাত্রে)

ঝরবো লাল রক্ত পলিমাটি নীল বৃষ্টিপাত
মনুমেন্ট মসজিদ রিকশঅলার মাথায়
তোমার মাথায় আমি অবাধ্য উড়বো চুল
গোলাপি রিবন আর নীল কাঁটা ভেসে যাবে রাত্রির নদীতে

লাফ দিচ্ছি কেটে নিচ্ছি কিছুটা আকাশ
ছাদ কাঁপে জল্লাদের মতো
আমাকে সে ঠেলা দেবে আমি তার লাল সার্থকতা :
কোনো লিফ্‌ট্ থামবে না মধ্যপথে
প্লেন বা ইস্টিমার পাবে না বিপদসংকেত
আবহাওয়া অফিস দেবে শুভ আবহাওয়া সংবাদ
সব ট্রেন পৌঁছবে শহরে সব নৌকো ভিড়বে ঘাটে
কোনো স্ট্রিটে আজ রাতে দুর্ঘটনা ঘটবে না
কলকাতা খুলনায় ছুটবে না পুলিশ কেনো ঘটনা সন্ধানে
আজ রাতে সুপারমার্কেটে চলবে তীব্র বেচাকেনা
আজ দুপুরে সব ব্যাটস্‌ম্যান করবে সেঞ্চুরি
আজ সন্ধ্যায় সব প্রেমিক প্রেমিকাকে আলিঙ্গনে পাবে
আজ রাতে সব সঙ্গম তৃপ্ত হবে সব নারী গর্ভবতী হবে
আমি একা উঠবো ছাদে
লাফ দেবো পৃথিবীর উচ্চতম ছাদগুলো থেকে

আমার বাঁ হাতে সমুদ্র আর ডান হাতে দশটি ধরণী
দুচোখে পর্বতমালা নদী বন স্ট্রিট শত রেলপথ
বুক ভ'রে ভেন্টিলেটর মোমবাতিজ্বলা ব্যালকনি
কোমরে সোনালি সাপ লাল মাছ পদ্মার ইলিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবিড় মৌমাছিপুঞ্জ গড়ে মৌচাক
তবু পৃথিবীর সবগুলো উচ্চতম ছাদে আমি উঠবো
একাকী একটি পরম লাফ দেয়ার ইচ্ছায়

স্টেজ

নাচো, নাচো, হে নর্তকী, এই বক্ষে, এই স্টেজে, নাচো চিরদিন।
বাজাও নুপূর ঘন, আবর্তিত হও, শব্দ তোল উদ্ভিদবিদার,
পায়ের আঘাত হোক রক্তবীথি ছিন্নভিন্ন, মাংসরা মলিন,
নাচো, নাচো, হে নর্তকী, এই বক্ষ, এই স্টেজ সর্বদা তোমার।

চূর্ণ করো এই বক্ষ, জীর্ণ করো হৃৎপিণ্ড, পাঁজর,
চিৎকার ক্রন্দন ক'রে অস্থিপুঞ্জ, রক্তমাংস, সর্বাঙ্গ বাজুক;
তোমার ঘৃণিতে ভাঙে চিরকাল গ'ড়ে যাওয়া ঘর,
বেদনা রিক্ততা মেখে বেহিশেবি রক্তরা সাজুক।

চোখ থেকে আলো দেবো, বিচ্ছুরিত বর্ণের বৈভব
উঠবে বেয়ে সারাদেহ, পদতল, গাঢ়বক্ষ, কৃষ্ণকেশপাশ,
প্রেক্ষাগারে করতালি, হর্ষধ্বনি, নিবেদিত স্তব
সবই তোমার প্রাপ্য : সারাগৃহে উল্লাস... উল্লাস...

নাচো, নাচো, হে নর্তকী, এই বক্ষে, এই স্টেজে, নাচো চিরদিন,
তোমার সৌন্দর্য সব দর্শকের, স্টেজের ভাগ্যে থাক বিষ,
তবুও সে অভিযোগ তুলবে না, একবিন্দু, তৃণসম ক্ষীণ,
স্টেজের কাম্য শুধু পদাঘাত– হাহাকার, বিষ অহর্নিশ।

শ্রেণীসংগ্রাম

থরোথরো পদ্য লিখে লাল নীল মেয়েদের
এই বুকে কতো যে ডেকেছি
আমার সোনালি বউ না হয়ে
তারা সব ধনীদের উপপত্নী হয়েছে
বালটিতে জল টেনে কতো দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃৎপিণ্ড মিশিয়ে গোলাপের শেকড়ে ঢেলেছি
আমার উঠোনে না ফুটে
উল্লাসভরে তারা ধনীদের ফুলদানিতে ফুটেছে

হে পথ হে দেশ একবার ডাকতেই
বুকের ভেতরে এমন নিবিড় টেনে নিলে

আত্মহত্যার অস্ত্রাবলি

রয়েছে ধারালো ছোরা স্লিপিং টেবলেট
কালো রিভলবার
মধ্যরাতে ছাদ
ভোরবেলাকার রেলগাড়ি
সারিসারি বৈদ্যুতিক তার।

AMARBOI.COM

স্লিপিং টেবলেট খেয়ে অনায়াসে ম'রে যেতে পারি
বক্ষে ঢোকোনো যায় ঝকঝকে উজ্জ্বল তরবারি
কপাল লক্ষ্য ক'রে টানা যায় অব্যর্থ ট্রিগার
ছুঁয়ে ফেলা যায় প্রাণবাণ বৈদ্যুতিক তার
ছাদ থেকে লাফ দেয়া যায়
ধরা যায় ভোরবেলাকার রেলগাড়ি
অজস্র অস্ত্র আছে
যে-কোনো একটি দিয়ে আত্মহত্যা ক'রে যেতে পারি

এবং রয়েছো তুমি
সবচেয়ে বিষাক্ত অস্ত্র প্রিয়তমা মৃত্যুর ভগিনী
তোমাকে ছুঁলে
দেখলে এমনকি তোমার নাম শোনলে
আমার ভেতরে লক্ষ লক্ষ আমি আত্মহত্যা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি তুমি আসো

যদি তুমি আসো তবে এ-শহর ধন্য হবে
জ্বালবে
মোমবাতি
সব গাছে মসজিদে অ্যাভেন্যুতে গোলাপ পাপড়িতে
আমার বক্ষে যদি তুমি আসো

প্রতিটি ল্যাম্পপোস্ট ক্রুবাদুর হয়ে গান গাবে
আইল্যান্ডগুলো হবে জেম্‌স্ ফ্রম ট্যাগোর
বেজে যাবে স্ট্রিটে বাথরুমে প্লেনের ডানায়
আমার সবগুলো চোখের ভেতরে যদি তুমি আসো

তোমার অভাব বড়ো বোধ করে এ-শহর
তোমার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে
পুরানো শহরের সমস্ত স্থাপত্যকর্ম ভেঙে যাচ্ছে
সমস্ত নতুন প্ল্যান সুনিবিড় শিল্পের আকৃতি
ময়লা জমছে বাল্‌বে পার্কে ট্রাফিকপুলিশের চোখে
আমার বক্ষে তোমার অভাবে

AMARBOI.COM

এ-শহরে প্রতিদিন ধূলিঝড় হয়
এ-শহরে প্রতিদিন ছাদের উপর থেকে
কেউ কেউ লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে
এ-শহরে প্রতি রাতে ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমোতে যায়
সমস্ত নতুন ফ্ল্যাটের সব খাট বেডকভার বালিশ
সতরঞ্চি পাণ্ডুলিপি বলপয়েন্ট কবিতার বই

যদি তুমি আসো তবে এ-শহর ধন্য হবে
একটি তুচ্ছ যান
আবার রাস্তা খুঁজে পাবে
প্রতিটি ট্রাফিক সিগনাল নির্ভুল সংকেত দেবে
রাস্তায় ঘরে ঘুমে স্বপ্নে পুস্তকে
গোলাপ পাপড়িতে যদি তুমি আসো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহু

জড়িয়ে ধরার জন্যে বাহু থাকে মানুষের
বাহু সেই গাঢ় আলপিন
যাতে মানুষেরা বুকে গেঁথে রাখে আরেকজনকে
জড়িয়ে বুকের মধ্যে ধরা যায় না সবাইকে
বাহু বাড়ালেই কেউ কেউ দৌড়ে পালায়
ঘরের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে যেমন পালায় মবাই
অর্থাৎ সব বাহুতে সবাই ধরা দেয় না
ধরা দেয়ার আগে নিপুণ দর্জির মতো
দেখে নেয় মানুষেরা বাড়ানো সমস্ত বাহুকে
তারপর গলে যায়
নরম ননীর মতো বাহুর ভেতরে
আমার দু-বাহু ক্ষুদ্র ছ-ফুটের অধিক হবে না
আমি বড়োজোর
জড়িয়ে ধরতে পারি
একজনকে
কিন্তু এই লোভী দুর্দম বাহু দুটি জড়িয়ে ধরতে চায়
সারাটা পীড়িত বিশ্বকে

বাহু আলিঙ্গনের জন্যে
কিন্তু আলিঙ্গনে বাঁধা যায় না সবাইকে
যাদের শরীর তেলতেলে পিচ্ছিল মাছের মতোন
আলিঙ্গন ফসকে যায় তারা তেলের কল্যাণে
তারা শীর্ণ লাল আমার দু-বাহু দেখলেই
চিৎকার ক'রে ওঠে, যদি হঠাৎ
কাছে পেয়ে ধরে ফেলি
তারা ভয় পায় ব্যথা পায় কেঁদে ওঠে, 'ছাড়ুন, ছাড়ুন।'

অবশ্য তারাও গাঁথা পড়ে থলথলে মাংসল বাহুতে
তারা ধরা দেয় যে-বাহুতে দশমিলিয়ন ডলারের
মাংস আর পাঁচ মিলিয়ন প্রতিক্রিয়াশীল চর্বি রয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দু-বাহু শীর্ণ তবু কারো কারো কাছে সোনালি সুন্দর
তারা আসে আসবেই
তারা গলে গলবেই
ছড়িয়ে দিয়েছি দুই শীর্ণ জীর্ণ লাল বাহু
রাজপথ কানাগলি ভাঙাচোরা রাস্তায়
ধরা দাও ধরা দাও যাদের বুকের মধ্যে
গাঢ় লাল পতাকা উড়ছে।

তার করতল

তার করতলে প্লেন ওড়ে বয়ে যায় সবুজ বাতাস
মাঘের বৃষ্টির পর চাষী আসে বীজ নিয়ে ক'রে যায় চাষ
সবুজ চোখের মতো জন্মে গাছ পাখিরা তাকায়
মাঝির নৌকো দেখে করতল নদী হয়ে যায়
অঝোর বৃষ্টির দিনে ব্যালকনি জলে থৈথৈ
করতল হয় তার বৈষ্ণব পদাবলি কবিতার বই
দুর্ভর তিমির রাত্রে করতল দীপ হয়ে জ্বলে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত যেনো তার মুঠোর দখলে
যখন উদ্বাস্তু আমি ঘর কাঁথা শয্যা কিছু নাই
করতল শয্যা হয় অলস গেঁয়োর মতো বিভোরে ঘুমাই

AMARBOI.COM

সব সাংবাদিক জানেন

এদেশ নিউজপ্রিন্টের মতো ক্রমশ ধূসর হয়ে যাবে
ময়লা হবে বৃক্ষ বক্ষ
ব্রা ভেদ ক'রে মাটি ছেদ ক'রে উঠবে নষ্ট পাথর
নদীতে করবে হল্লা দশ লাখ চর
মালির চোখের মধ্যে যেমন প'চে নষ্ট হয় সূর্যমুখি
দুর্গন্ধের কবলে পড়ে গোলাপ মল্লিকা
তেমনি আমার দুই চোখের ভেতর নষ্ট হবে শাদা পদ্মা
মিষ্টি মাছ জমিদের সবুজ সীমানা
সব গাঢ় সাংবাদিকের এখবর জানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোংরা চক্রান্তের মতো সাইক্লোন দুর্ভিক্ষরা এই দেশে আসে
কেবল এগুলোই শত্রু নয় বাঙলার খেতখামার
মেটারনিটি উড্ডীন আকাশে

পিতামহদের পাজামাপাঞ্জাবি ভরে প'চে গ'লে
লেগে আছে নোংরা মূল্যবোধ
আব্বার আস্তিনে শুধু শয়তানি
তার ট্রাউজারের প্রতিটি বোতাম প্রতিক্রিয়াশীল
এখানে প্রতিটি যুবক দেখে পচা স্বপ্নাবলি
এখানে প্রতিটি মিছিলে হাঁটে নষ্ট বাতিল অতীত
এখানে প্রতিটি শ্লোগানে বাজে নষ্ট পচা সুর
এখানে প্রতিটি মঞ্চ থেকে বিলি হয় পচা ইশতেহার
এখানে নোংরা মূল্যবোধে ব্রা আঁটে পিন গাঁথে প্রতিটি যুবতী

রহিমা খাতুন, ৪০, তাই তিরিশ বৎসর ধ'রে
এক খণ্ড বোবা পাথরের তলে চিৎ হয়ে আছে
আবদুলের হৃৎপিণ্ড আঙরা হলো অগ্নিদাহে
বরফ আগুন চায় পার্শ্ববর্তী বরফের কাছে
এদেশ নিউজপ্রিন্টের মতো বিবর্ণ ধূসর হয়ে যাবে।

AMARBOI.COM

অন্ধ ও বধির স্যাণ্ডল

ঝ'রে গেলো স্বপ্নদল যা আমি ঘুমের ভেতর থেকে
কুড়িয়ে এনেছি
ফুটপাথে
খররৌদ্রে ছাতাহীন ফুটপাথে
তাদের মাড়িয়ে গেলো রিকশা ভিখিরির নগ্ন পা
সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত্রি
আর তোমার অন্ধ ও বধির স্যাণ্ডল।

ঝরেছে অনেক বৃষ্টি নষ্ট বহু হয়েছে ফুলেরা
কষ্ট বহু পেয়েছে নিশীথ খোঁপা বহু ভেঙেছে চুলেরা
পার্কে অনেক বেঞ্চ ভেঙে গেছে বহু রেস্তুরঁয়
আলিঙ্গন চুম্বন কতোবার হলো বিনিময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু আজো চিৎকার ক'রে কাঁদে ফুটপাথে
সেই স্বপ্নদ
চাই সে-অন্ধ ও বধির স্যাণ্ডলের নিষ্ঠুর কামড়।

বিবস্ত্র চাঁদ

বিবস্ত্র হচ্ছে চাঁদ খুলে ফেলছে ব্রা পেটিকোট
গা থেকে পিছলে পড়ছে সৌরভ জ্যোৎস্না যার প্রচলিত নাম
ছুঁড়ে দিচ্ছে নীল শাড়ি অন্যমনস্ক ভূতভবিষ্যৎ ভুলে
আস্তে খোঁপা থেকে দশ লাখ নীল কাঁটা খুলে
ফেলে দিচ্ছে ঢেকে যাচ্ছে সব কিছু নোংরা পৃথিবীতে

প্রেমিক তুলে নিলো দুই চোখে কাঁপা আঙুলে
নীল কাঁটা সংগোপনে
প্রৌঢ় ভদ্রলোক তুললেন নীল শাড়ি
গোপনে বুকের মধ্যে
রাস্তার উদ্বাস্তু বালক বেলুন ভেবে
উল্লাসে উড়োবে ব'লে তুলে নিলো ব্রা
ব্রথেলফেরত মাতালেরা চুমো খেয়ে
তুললো ভাঙা বুকে চটিজোড়া
শ্লোগানমুখর মত্ত শ্রমিকেরা
দাবি করলো পেটিকোট
আর পাছপকেটে পুরে আমি শয্যাকক্ষে
নিয়ে এলাম ওই সতী বিবস্ত্র চাঁদকে।

শ্রাবণ মাসের কবিতা

১ যাচ্ছি

যাচ্ছি সকল কিছুতে যাচ্ছি যেমন সর্বত্র যায় পরাক্রম অমোঘ বীজাণু
গাছের শিকড়ে যাচ্ছি রস ফলের বোঁটায় যাচ্ছি কষ
যাচ্ছি গৃহে ব্যালকনির হাতছানিতে যানবাহন নিসর্গ মাতাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে আলপিন করি গেঁথে রাখি একফাইলে
সমসাময়িক আর মহাকাল।
যাচ্ছি ঠোঁটের ভেতর যাই চুমো হই বুকের ভেতর যাই ব্যথা বই
পাখির বাসায় যাই ছা বুকের নিকটে যাই ব্রা
যাচ্ছি ওড়ো ইস্টিমার ডানা মেলো আবহাওয়াসংকেত ভুলে যাও
পাটাতনে ফুলের মতোন কিছু জলদস্যু তুলে নাও
যাচ্ছি
যাচ্ছি সকল কিছুতে যাচ্ছি যেমন সর্বত্র যায় বিষণ্ন ঘাতক।

২ যদি মরে যাই

যদি মরে যাই কিছু থাকবে না।
এই মাটি যতোই বান্ধব হোক মনে রাখবে না।
পঁচিশ বছরে গদ্যপদ্য যা কিছু রচনা
সকলই অর্থহীন নির্বোধ অনুশোচনা।
শুধু থাকবে বলে এই মন
কলাভবনের তেতলা জুড়ে একটি অন্ধ মাতাল চুম্বন।

AMARBOI.COM

৩ দুদিন ধরে দেখা নেই

দু-দিন ধ'রে দেখা নেই দুশো বছরেও আর দেখা হবে না
গাছ গাছের ভেতরে গাছ তোমরা তা জেনে রাখো
দু-দিন ধ'রে দেখা নেই দুশো বছরেও আর দেখা হবে না
আলো আলোর ভেতরে আলো আঁধার আঁধারের ভেতরে আঁধার
পাথর পাথরের ভেতরে পাথর তোমরা তা জেনে রাখো
দু-দিন ধ'রে দেখা নেই দুশো বছরেও আর দেখা হবে না
তোমরা তা জেনে রাখো রাজপথের দ্বীপে জাগা ফুল
হাইওয়েতে দুর্ঘটনার মুখোমুখি সকল যানবাহন
স্মৃতি ডায়রির পাতা সর্বরোদনের মূল
অস্থির অসুখী মানুষ মানুষের পাপ ভালোবাসা
ক্লান্তি জ্বর তোমরা তা জেনে রাখো
দু-দিন ধ'রে দেখা নেই দুশো বছরেও আর দেখা হবে না
তোমরা কি দেখা পাও যাকে হারাও
দুশো কি দু-হাজার ব্যথিত বছরে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহনির্মাণ

কারফিউ নেই রাস্তা খোলা বৃষ্টিগাছপালা প্রভৃতির মতোন মসৃণ
কস্তুরীর নখের মতো লাল দিন এলো
বাঙলাদেশে বঙ্গদেশে
যুদ্ধ শেষ রক্তপাত নেই প্রকাশ্যে কি সংগোপনে
যে-নদী ভুলে ছিলো গান যে-জমি ভুলে ছিলো ধান
সে-সব উদ্বাস্তু নদীজমি ফিরে আসছে
যেসব জঙ্গলে ক্যামোফ্লাজ করতো দস্যুরা
তারা সব ম'রে গেছে উঠছে নতুন গাছ
উড়োচ্ছে সবুজ পাতা স্বাধীন বাঙলার পতাকার মতো

এখন আসবে
পলাতক প্রেমিকেরা প্রেমিকার হাত ধ'রে
তাই রাস্তা সবুজ মসৃণ
রক্তক্ষরণহীন বঙ্গদেশ সারা বাঙলা ব্যারিকেডহীন
শীতের দিনেও সবুজ সমস্ত পার্ক
নাতিশীতোষ্ণ সব নদনদী
তাই বুকে রঙ লাগে সিলেট বরিশাল খুলনা অবধি
ট্রাফিকপুলিশের অভাব সত্ত্বেও তাই দুর্ঘটনা ঘটে না
আসবেন প্রেমিক ও প্রেমিকারা এ-সংবাদ কে আজ জানে না

১৯৭১ যেমন ১৯৪৭-এর সংশোধন
তেমনি ভুল যারা করেছে ভালোবাসায়
সংশোধিত হবে সেই ভুল
এইবার : সংশোধিত হবে সংশোধিত হবে সংশোধিত হবে।
গতবার ওঠে নি নতুন ঘর জ্ব'লে গেছে ১০ লাখ ৯০ হাজার
চোখের মণিতে যাদের রক্তিম টিপের মতোন গৃহ ছিলো
সেই সব সম্ভাব্য মন্দির
ওঠে নাই, বিকল্পে তুললো মাথা সারি সারি উদ্বাস্তু শিবির
ভিন্ন দেশে; গৃহধ্বংসের পর এইবার
গৃহনির্মাণের পালা
তাই আমার আপার ৩৮ বছরের বিপর্যস্ত দেহ
কাঁপছে মাঁচার লাউডগার মতোন মাঘের বাতাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০০ মাইল দূর থেকে আমার জানালায়
উড়ে আসে কস্তুরীর শাড়ি
হাসানের সানগ্লাসে নয় খালি চোখে কেঁপে কেঁপে ওঠে ছোটো ঘর
বহু দিন পর করিমন কলসি কাঁখে নির্ভয়ে যাচ্ছে জলে
তাই... তাই... তাই...
অগ্নির বিকল্প ঘর : বাঙলাদেশে উঠ্‌ক শ্লোগান
১৯৭২ বাঙলাদেশে প্রেম আর গৃহের বৎসর।

হরস্কোপ

আমি বেরুলেই সূর্য নেভে
বৃষ্টি নামে কাঁটাতারের মতোন
নষ্ট হয় রাজপথ শহর বন্দর গ্রাম সারা বাঙলা
বন্যায় ভেসে যায়
আমি উঠলেই ট্যাক্সির টায়ার ফাটে
চৌরাস্তার নষ্ট লালবাতি
চারদিক চমকে দিয়ে আচমকা জ্ব'লে ওঠে
ভীষণ বিব্রত হয় রিকশা ইস্কুটার বাস জনসাধারণ

আমার অভিসার দিনে হঠাৎ ঘোষিত হয় পূর্ণ হরতাল
যানবাহন
উদ্যান
পার্ক
সব কিছুতেই প্রবেশ নিষেধ
কস্তুরীর সঙ্গে যে-দিন কলাভবনের তেতলার
পশ্চিম কোণায় দেখা করতে যাবো
হঠাৎ মহররম উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়
বা স্ট্যাব্‌ড্‌ হয় ছাত্রনেতা
চারদিকে ছড়ায় সন্ত্রাস
যে-দিন আমি প্রেমনিবেদন করবো ব'লে ভাবি
বিনামেঘে বজ্রপাতসম
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হার্টফেল ক'রে মারা যায়
আমাদের আর কোনো দিন দেখাই হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ছাত্র ও তার প্রেমিকার জন্যে এলেজি

তোমাকে পাওয়ার জন্যে সে ক্লাশ ফাঁকি দিতো, দাঁড়িয়ে থাকতো পথে,
কলেজের মুখোমুখি চৌরাস্তায়, খররৌদ্রে, তোমাকে পাওয়ার জন্যে,
তুমি সহজে অধরা আকাশের কাছাকাছি জলপাইপল্লব, তুমি
ধরা দিতে বহু সাধ্যসাধনায় (যে-সাধনায় ছেলেরা শ্রেণীতে প্রথম স্থান পায়)

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, মাত্র পনেরো মিনিট তোমাকে পাওয়ার জন্যে,
সে তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতো পার্কে, কলাভবনের ছাদে,
রেস্তোরাঁয়, তুমি প্রবাহিত নদী, ভোরের শিশির, তুমি
ধরা দিতে বহু সাধ্যসাধনায় (যে-সাধনায় মানুষেরা স্বপ্নকে গাঢ় বুকে পায়)

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, বহু অনুনয়ে ডেকে নিতো
সান্ধ্য বারান্দায়, তুমি ঠাণ্ডা জল ধরণীর, তুমি তার হৃৎপিণ্ডে
অদৃশ্য আগুন দেখে যেতে কাছে, সে তোমাকে পেতো
বহু সাধ্যসাধনায় (যে-সাধনায় মানুষেরা স্বাধিকার পায়)

AMARBOI.COM

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, শুধু তোমাকে পাওয়ার জন্যে, নিজেকে সে
হারাতো প্রত্যহ, তুমি গাঢ় মেঘ বাঙলার শ্রাবণের,
তুমি ধরা দিতে, রাখতে পাঁচটি চম্পক আঙুল তার কাঁপা আঙুলে,
সে তোমার কালো চুলে হাত রেখে ডুবতো অমৃতে, তুমি সবুজ বাতাস, তুমি
ধরা দিতে বহু সাধ্যসাধনায় (যে-সাধনায় মানুষেরা স্বাধীনতা পায়)

তোমাকে কি পেয়েছে সে সে-দিন তোমার সঙ্গে কি তার
দেখা হয়েছে সে-দিন যে-দিন তোমার দেহ তুলে দিয়ে গেলো তাতার দস্যুরা
ক্যান্টনমেন্টে ডিশভর্তি মাংসের মতোন, আর
আমার পাগল মাতাল অন্ধ বোবা বধির পাগল মাতাল অন্ধ ছাত্র যখন
তোমাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আমার ক্লাশে আর ফিরে এলো
কোনে াদিন, তুমিও তো ফিরলে না, তোমরা কি দুজন দুজনকে
পেয়ে গেছো বুকে বুকে কোনো পাকিস্তানি বধ্যভূমিতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেস্তোরাঁর পার্শ্ববর্তী টেবিলের তরুণের প্রতি

চমৎকার কাটছো কেক, তোমার কফির পেয়ালা থেকে উঠে আসছে
চন্দনের সুগন্ধ, তুমি আঙুলে বাজাচ্ছো বাতাস
তোমার পাশে সে ব'সে আছে
যাকে তুমি জ্যোৎস্না, নিসর্গ, নদী বলে ডাকো।
তোমার পায়ের তলে জুতো ভেদ ক'রে ওঠে উদ্ভিদ
অবিনশ্বর ডালপালায় ভ'রে যায় টেবিল রেস্তোরাঁ সারা রাজধানি।
তোমার রিস্টওয়াচ থেমে আছে সময়ের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে
কেননা তোমার পাশে সে বসে আছে যাকে তুমি
পৃথিবীর বয়সিনী সময়ের সহোদরা নিরবধি কাল ব'লে ডাকো।

সে-ই তোমার রিস্টওয়াচ, অনন্ত সময়।
তুমিই সম্রাট দিবসের তুমিই অধিপতি সুখ রেস্তোরাঁ
সমস্ত দুপুর ও অশেষ সন্ধ্যার
তোমার আঙুলে গাঁথা তার পাঁচটি আঙুল
যার ছোঁয়ায় তোমার ঠোঁট দু-হাতের তালু
ভ'রে গেছে স্বর্ণের সুগন্ধে আর কলকাকলিতে
তোমার পাশে সে ব'সে আছে
যাকে তুমি যুদ্ধোত্তর বিশ্ব ব'লে ডাকো।

আমার টেবিল আজ জ্বলে দাউ দাউ
যেমন জ্বলতো বাঙলাদেশ একাত্তরে
চারদিকে অক্লান্ত অপব্যয়ী করুণ আগুন
স্মৃতি প'চে প'চে যে-গন্ধ উঠতে পারে সে-সব আসছে উঠে
আমার কফির পেয়ালার তলদেশ থেকে
কেকটাকে শক্ত ছুরিটাকে ভোতা মনে হয়।
আমার টেবিলেও ফুটতো মল্লিকা উড়তো প্রজাপতি
ঝরনা বইতো আর পদ্মায় ভাসতো অজস্র ভাটিয়ালি।

তার খোঁপা জুড়ে উঠতো চাঁদ ঝ'রে পড়তো বকুল
আজ সে অন্য কোনো রেস্তোরাঁয়
আর কারো সাথে সুরভিত কেক কাটে কফি ঢেলে খায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিত্রিত শহর

খুন করা হয়ে গেলে এলিয়ে পড়লে তুমি রিভলবার ছুঁড়ে ফেলে ফিরতেই
দেখি কী চমৎকার ছবি তুমি টাঙিয়ে দিয়েছো নিজের।
রিকশর বনেটে কাঁপে সেই চোখ পল্লীর মতোন ভুরুরেখা
ধাতুর সড়কে তুমি বিছালে শীতল বাহু কোমল আঙুল অঙ্গুরীয়
ট্রাফিকসংকেতে উঠছো হেসে লাল হয়ে চুল তুমি ছড়ালে টাওয়ারে
অ্যাভেনিউর গাছে গাছে গেঁথে দিলে নিজ মুখ সারা অবয়ব
গন্তব্যমাতাল সকল যানবাহন হেডলাইট খুলে ফেলে বসিয়েছে তোমার ছবিকে
পলায়নপর আমি আর তুমি উঠছো হেসে স্টিয়ারিংহুইল স্পিডোমিটারে
অসহ্য ব্যথায় চিৎকার ক'রে উঠছে কান্তারবিধুর গাড়ি ধাতব হৃদয়
কী মসৃণ তোমার কারুকাজ গোপনে গোপনে তুমি কাজ ক'রে গেছো ধরণীতে
এ-শহর কি তোমার রাজধানি? তুমি তার চির সুলতানা?
শহর শহরময় তুমি পালিয়ে নিসর্গে যাই নিসর্গের নীল বনভূমি
প্রতিটি সরল বৃক্ষ তোমার রঙিন ছবি নিয়ে উৎসরমুখর। তাহলে কোথায় যাই?
কারাদণ্ডে যাই, সেলে ঢুকে প্রথমেই দেখি জেলর টাঙিয়ে দিচ্ছে
তোমার শ্যামল মুখ পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি কস্তুরী তোমাকে।

আমার গৃহ

ইতিমধ্যে বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। মিরপুর ব্রিজে
শুকিয়েছে রক্ত। বিশ্ব আর আমি নিজে
চারটি ক্যালেন্ডারের পাতা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে
টাঙিয়েছি নতুন ক্যালেন্ডার। ইতিমধ্যে কতো শত জেলে
তুলেছে অজস্র রত্ন সাগরের নোনা জল থেকে।
প্রেমিক ও প্রেমিকারা হৃদয় ও রক্তের কথা লেখে লেখে
সভ্যতাকে করেছে রঙিন।
ইতিমধ্যে মন দেয়ানেয়া ক'রে গেলো
শাদা মার্কিন আর গণলালচীন।

পাখিরা যেমন গাছে উষ্ণ খড়ের অভাবে
ফেলে রাখে বাসা বাঁধা, যদিও স্বভাবে
তারা গৃহনির্মাণ অভিলাষী, তেমনই উষ্ণ খড়–
তার অভাবেই আমি
গৃহ আধনির্মিত রেখে ব'সে আছি ঝড়ে বৃষ্টিতে দিবাযামি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনতা ও জান্টা

জনতার আছে প্রতিবাদভরা মুঠো রক্তনালিভরা রক্ত
দরকার হ'লে সে করবেই প্রতিবাদ তুলবেই মুষ্টি আকাশে
দরকার হ'লে সে দেবেই রক্ত
ভিজিয়ে দেবেই শুকনো মাটিকে
জান্টার রয়েছে কামান রাইফেল মর্টার
বিদেশে প্রস্তুত
দরকার হ'লে দাগবেই কামান কাঁপবে নিসর্গ
কামান মর্টারের সে ব্যবহার জানে
তাই তার ব্যবহার করবেই।

জনতার মুঠো ভরে প্রতিবাদে পোড়া বুক থেকে
রক্তনালিতে রক্ত আসে মাটি থেকে
কেবল আসেই নিঃশেষ হয় না
জান্টার রাইফেল সহজেই তেতে ওঠে
ব্যবহার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে কামান মর্টার
দুদিনেই ফৌত হয় বুলেট বারুদ গোলাগুলি।

AMARBOI.COM

তখন শূন্য মুঠোর কাছে আত্মসমর্পণ করে
চীন আমেরিকায় তৈরি রাইফেল
নিরস্ত্র জনতার হাতে
বন্দী হয় অস্ত্রভারাক্রান্ত জান্টার নেতারা
তখন জনতা
সৈন্যাবাস ভেঙে দিয়ে
সহজে দেখায় গৃহনির্মাণপ্রবণতা।

এ-সভা প্রস্তাব করছে

এ-সভা নিশ্চিত জানে বাঙলাদেশকে কবি ছাড়া ভালোভাবে আর কেউ জানে নাই
বাঙলার প্রতিটি পাতা সব পথ সব নদী হৃৎপিণ্ড কবিরাই ভালো পড়েছেন
এসভা প্রস্তাব করছে বাঙলার রাষ্ট্রপতি অর্থমন্ত্রী চিরকাল হবেন কবিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-সভা প্রস্তাব করছে কবিতাই হবে বাঙলার কারেন্সি

এ-সভা প্রস্তাব করছে বাঙলার শাসনতন্ত্র রচনা করবেন কবিরা
কেননা কবিতাই বাঙলার একমাত্র অবিনশ্বর তন্ত্র
কবিতা ছাড়া বাঙলাদেশ আর কোনো তন্ত্রমন্ত্র জানে না

এ-সভা আনন্দিত মুজিবর ঘন ঘন রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন
এ-সভা প্রস্তাব করছে বিপন্ন রবীন্দ্রনাথকে যারা রক্তমাংসে রেখেছে বাঁচিয়ে
তিনি যেনো মাঝে মাঝে সেই সব অমিততেজ তরুণ কবিদেরও উদ্ধৃত করেন

এ-সভা প্রস্তাব করছে বাঙলার গণপরিষদ যেনো কবিতাপাঠের দ্বারা যাত্রা শুরু করে
কেননা কবিতাই বাঙলার একমাত্র অবিনশ্বর বাহন

খোকনের সানগ্লাস

সানগ্লাসে বড়ো বেশি মানাতো খোকাকে
বেলবটম ট্রাউজার রঙিন হাওয়াই শার্ট গো গো নীল সানগ্লাসে
ভীষণ মানাতো খোকাকে। অনার্সে ভর্তি হয়েই খোকা বাসা ছেড়ে উঠে
গিয়েছিলো সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে, যেখানে যার দেয়ালে দেয়ালে
আমার নিজের চারটি বছর কাঁথার সুতোর মতো গাঁথা হয়ে আছে।
খোকন, আমার খোকন। বিকেলে অনেক দিন, প্রায় প্রতিদিন
উর্মিকে আদর করার জন্যে, আম্মির কাছে আব্দার করার জন্যে
আমার কোন লেখাটি ওর ভিশশন লেগেছে ভালো বলার জন্যে আসতো বাসায়।
খোকন টিপছে কলিংবেল, তাই ওই পুরোনো আধবিকল যান্ত্রিক ঘণ্টা
গিটারের মতো ওঠে বেজে। খোকন, আমার খোকন।
ওর মাকে উর্মিকে কাজের ছেলেটাকে পিছে ফেলে আমি নিজেই খুলতাম দরোজা
আমার ফ্ল্যাটের দরোজায় খোকনকে মনে হতো তরুণ দেবদূত।

খোকন তো বেড়ে উঠতো বিদ্রোহী বৃক্ষের মতোই।
ওর বাহু বৃক্ষরাজের বলিষ্ঠ শাখার মতো নভোমুখি, নানা তরুবর মৌলিল,
আকাশে লাগতো তার ডাল। কখনো খোকনকে মনে হতো
মেঘলোকে যুবরাজ আলবাট্রস, সমুদ্রের গাঢ় নীল আকাশের স্বাদ পান ক'রে
অজর অমর হ'তে পারতো খোকন, আমার খোকন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোকন মেলতো ডানা স্বপ্নের ভেতরে, ডানার পল্লবে
পল্লবে মালার মতোন গেঁথে সমুদ্র অরণ্য রাত্রি আর দিবসগুলোকে।
উড়তো সে, উড়তো সে, উড়তো খোকন....

খোকনকে মনে হ'লেই ওর সানগ্লাসটিকে মনে পড়ে।
বীথি উপহার দিয়েছিলো কোনো উপলক্ষ ছাড়াই, বীথি খোকার সহপাঠিনী,
এ-কাহিনী শুনেছি খোকার মায়েরই মুখে। খোকন, আমার
ভালোবাসা আর ভালোবাসার প্রথম সন্তান। খোকন বলতো সানগ্লাস
বড্ডো উপকারী, চোখে রোদ লাগে পরিমিত, রাস্তার জঘন্য দৃশ্যাবলি মনে হয়
মনোহর যামিনী রায়ের ছবি, দেশটাকে সুশ্রী আর প্রিয় মনে হয়।
বুঝতাম তার সমস্ত ব্যাখ্যার পিছে কম্পমান ভীরু ভালোবাসা।
গাছ চায় মাটি থেকে রস। কুড়িটি বসন্ত মাত্র খোকনের তখন বয়স।
২৯ মার্চ ১৯৭১, খোকন এলো ঘরে সারা গায়ে বিদ্রোহী বাতাস,
দাউদাউ জ্বলছে চোখ খোকনের, অগ্নিকুণ্ডে পরিপূর্ণ ঢাকার আকাশ,
বললো, 'তোমাকে দিলাম এই সানগ্লাস, আমি যাচ্ছি রক্ত আর অগ্নিময়
সেই দিকে সারা বাঙলা যেই দিকে আজ। সানগ্লাসে আর নয়
খালি চোখে সুশ্রী আমি দেখবো বাঙলাকে।' খোকন তো চ'লে গেলো,
খোকন, আমার খোকন। তারপর দেখেছি আমি নিজে
জলে বা শিশিরে নয় সারা বাঙলা রক্তে গেছে ভিজে। যে-নদীতে ভাসতো রাজহাঁস
সেখানে ভাসছে শুধু নিরীহ বাঙালির লাশ। সূর্য আর নক্ষত্রের সারাবেলা
মানুষের, সেখানে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুরা সে-মানুষ নিয়ে
করে বর্বরতা খেলা। তারপর এলো নতুন বন্যা... সূর্যসংকাশ
ভেসে গেলো জন্তুরা, জন্তুদের সকল আবাস।

যার বছরে ছ-বার কাচ বদলাতে হয়, সেই আমি কাচহীন দেখছি বাঙলাকে
ছায়া সুনিবিড়। মায়ের খোঁপার মতো একেকটি ঘর।
সবুজ গোলাপ হাতে পথেপ্রান্তে হাঁটছে হল্লা করছে লক্ষ মুজিবর।
খোকনের সানগ্লাস প'ড়ে আছে শুধু খোকা নেই। খোকন,
তুমি কি দেখছো বাঙলাদেশ আজকাল এমনি সুন্দর। তাই এ-নিসর্গলোকে
কারো সানগ্লাস পরতে হয় না। এখানে সবার চোখে এমনিই নীল।
তোমার সানগ্লাস কেমন নীল হয়ে লেগে আছে সকলের চোখের মণিতে।
তোমার সানগ্লাস সকলের চোখের মণিতে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাও রিকশা, যাও

যাও বিকশা, যাও, হুমায়ুন আজাদের মন্দির
হুমায়ুন আজাদ, কবি, কবিদের ঠিকানা হৃদয়স্থ রাখতে হয়
সকলের, শুধু কবিদেরই স্থায়ী নিজস্ব ঠিকানা রয়েছে।
এ-মাটিতে এই জলে এ-আগুনে কবি ছাড়া সবাই উদ্বাস্তু ঠিকানাবিহীন,
কবি ছাড়া কে আর নিজের ঘরের মতো দেখে সব ঘর,
এমন সহজে কে আর পাতার সবুজ ছেঁকে গ'ড়ে তোলে মরমী মন্দির!
যাও রিকশা নীল রিকশা সবুজ রিকশা অচিন রিকশা যাও
যে-কোনো গলিতে রাজপথে গৃহহীনতায় নামিয়ে দিলেই
দেখবে আমি স্মিত হেসে ঢুকছি নিজের মন্দিরে
নামাতে পারো তুমি জীর্ণ বস্তিতে ঝলসানো বারান্দার সামনে
আবাসিক এলাকায় পতিতা পল্লীতে দেখবে ঢুকছি স্বমন্দিরে
ধাবমান যানবাহনের মুখোমুখি দিতে পারো আমাকে নামিয়ে
দেখবে গাড়ির টায়ার হেডলাইট দীপাবলি হয়ে গেছে
আমাকে নামাতে পারো হরতালে উদ্যানে মরুভূমিতে
রিকশা নগর আলোকমালা চলচ্চিত্র উড়োজাহাজের সীমানা পেরিয়ে
একটি গাছের সামনে এসে বলতে পারো, 'আপনার মন্দির, নামুন।'
দেখবে গাছ তার খুলছে দরোজা, খুলছে জানালায় সবুজ কার্টন
আমার স্থায়ী শয্যা দেখা যাচ্ছে ভেতরে,
যাও, রিকশা, যাও। কবিদেরই শুধু স্থায়ী নিজস্ব ঠিকানা রয়েছে।

হুমায়ুন আজাদ

আব্বার খোলায় ধান মায়ের কোলেতে আমি একই দিনে
একই সঙ্গে এসেছিলাম। আড়িয়ল বিল থেকে সোনার গুঁড়োর মতো
বোরোধান এলো, ঘোড়ার পিঠের থেকে ছালার ভেতর থেকে
গড়িয়ে পড়লো লেপানো উঠোনে, তখনি আতুড় ঘরের থেকে দাদি চিৎকার
ক'রে উঠলেন, 'রাশু, রাশু, তোর ঘরে এইবার সোনার চানই আইছে।'
কিছু দিন পর
বাড়ির উত্তর ধারে আকাশ ফেড়ে ওঠা কদম গাছটার উচ্চতম ডালে
একটি চানতারা আঁকা নিশান উড়িয়ে আমার আব্বা ব'লে উঠলেন, 'এতো দিনে
স্বাধীন হইলাম।' মায়ের বাহুতে আমি গাছের মাথায় চানতারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্বার গলায় মেঘের মতোন শব্দ– 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ'।
আব্বা, লাল তাজা রক্তের মতোই কোলাহলময়। তাঁর প্রেমে ধান
জমি গৃহ স্ত্রী দেশ একাকার। আঠারো বছর বয়সে আব্বা যে
ত্রয়োদশী কিশোরীর প্রেমে পাগল হয়ে ইস্কুল ছাড়লেন,
সে-কিশোরী আমার জননী। আব্বা, আরো এক প্রেমে, কিশোরীর
প্রেমের মতোই তীব্র প্রেমে 'লড়কে লেংগে' ব'লে পাড়া গ্রাম থানা মাতাতেন।
জিন্নাকে দেখেন নি কোনো দিন, জিন্নার জবান বোঝেন নি কখনো,
তবু বুঝেছিলেন দেশ চাই, কিশোরীর দেহের মতোন একান্ত স্বদেশ।
যে-কিশোরী আমার জননী তার অভাবে আঠারো বছর বয়সে
আব্বা হাসিমুখে বিষ ঢেলে দিতে পারতেন গলায়,
পারতেন প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথা ভেঙে দিতে,
তেমনি পারতেন তাঁর সাধের দেশের জন্যে বুকে নিতে ছুরির আঘাত।
আব্বা, যিনি কোনো দিন রাড়িখাল ছেড়ে উনিশ মাইল
দূরে ঢাকায় আসেন নি।
ঢাকা এসে কী লাভ, রাড়িখালই সব।

আমি পাকিস্তানের সমান বয়সী। স্বাধীনতায় আমার কোনো
দরকার ছিলো না ১৯৫৭ পর্যন্ত। ১৯৫৮-তে যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি,
হাফপ্যান্ট ছাড়িছাড়ি করি, হঠাৎ একলা দুপুরে আমার
স্বাধীনতা দরকার হয়। চিৎকার করে বলি, স্বাধীনতা চাই।
ঘাটে মাঠে সারা বঙ্গে খুঁজে দেখি স্বাধীনতা নাই।

একরত্তি বাচ্চা আমি মায়ের স্তনের ফাঁকে নিশ্চিন্তে ঘুমোই
ঘুম ভাঙে হামাগুড়ি দিয়ে, হাত রাখি আব্বার পকেটে, তাঁর কান টানি
দুলি মায়ের দীর্ঘ চুলের দোলনায়, ঘুম ভাঙলে জেগে দেখি
আমি হুমায়ুন, বয়স সাড়ে পাঁচ/ছয়।

পুকুরে ভাসছে হাঁস শাপলার থরোথরো ফুলের মতোই
আমার ইজার ভরে কাটাতৃণে, প্রতিদিন
শরীরের কোনো অংশ না কাটলে ঘুমোতে দেরি হয়ে যায়
কোন দিকে বয় নদী খরাক্রান্ত নির্জল বাঙলায়?
তারা কই? বাল্যকালের আমার সাথীরা কই?
এক দুপুরে ইস্কুল থেকে ফেরার পথে বিবির পুকুর পারে
জল দেখে লোভে পড়ি, বইশ্লেট রেখে শার্ট ইজার খুলে নেমে যাই জলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ক্লাশের সাথী রাজিয়া, যে আমার ইজার হরণ ক'রে খলখল
ক'রে দৌড়ে পালিয়েছিলো, আমি জল থেকে উঠতে পারি নি;
সে কই? কে আজ তার বস্ত্র হরণ করে মাঝরাতে, বৃষ্টির দুপুরে?
শেফালিরা দেশ ছেড়ে গেলো।
শেফালি অন্নদা স্যারের মেয়ে শেফালি নীলাদির ছোটো বোন
শেফালি যার সঙ্গে আমি কমপক্ষে এক হাজার দিন ন্যাংটো নেয়েছি
শেফালি যে আমার সমবয়সী শেফালি যে ফ্রক ইজার পরতো
শেফালি যার তখন বুক উঠছে
শেফালি আমি যার পেয়ারার মতো বুক উঠতে দেখেছি
সেই শেফালিরা চ'লে গেলো।

মুসলিম লিগের রহমৎ খাঁ, যার মাথায় জিন্না টুপি জিন্নার মতোই
শোভা পেতো, তার সাথে শেফালিকে সাতটি
রাত কাটাতে হয়েছে। ফয়জনরা এলো রাড়িখাল।
তারা আসাম না ত্রিপুরার কোথায় থাকতো।
আসার কয়েক মাস পর ফজু যার বিয়েই হয় নি
বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে মারা গেলো।
বাচ্চাটি হয়তো কোনো দেশপ্রেমিক কংগ্রেস নেতার।
শেফালি কি বেঁচে আছে?

চারপাশে ডানে বাঁয়ে ভাঙছেই কেবল।
আমার বাল্যকালে আমি কিছু গড়তে দেখি নি
না সড়ক না ব্রিজ না কুটির না ইস্কুল
চারদিকে ভাঙছেই কেবল
মাত্র একটি গড়া আমার বাল্যকাল দেখতে পেয়েছে
সে-স্মৃতি রক্তের দাগের মতো লেগে আছে আমার ভেতরে
জেলাবোর্ডের ভাঙা সড়ক দিয়ে একটি প্রচণ্ড স্রাত গেলো মানুষের
ছোট্ট আমি বুঝতে পারি নি কেনো মানুষেরা এমন প্রচণ্ড নদী
এমন লেলিহান আগুন হয়ে ওঠে
সেই আমার জীবনের আদি স্রোত জীবনের প্রথম আগুন
তারা রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চেয়ে ভাঙা সড়ক দিয়ে কোন দিকে গেলো?
আমি তা বুঝতে পারি নি। আজ বুঝি তারা গিয়েছিলো আমারই
ভবিষ্যতের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাল্যকাল রাজিয়া কায়সার বিল্লাল হারুন
আমার বাল্যকাল জোনাকির গুচ্ছ মাছ লম্বা ইস্কুল
আমার বাল্যকাল স্তব্ধ নদীর তীর নৌকো কাদা বালি
আমার বাল্যকাল দুঃস্বপ্নের গর্ভে ফোটা ভয়ঙ্কর ফুল

বাঙলাদেশ বিবর্ণ হচ্ছে সাথে সাথে আমি ও ধূসর
আদর্শলিপির পৃষ্ঠার মতোন ফ্যাকাশে
আব্বার খোলায় ঘোড়ার আনাগোনা ক'মে গেছে
মায়ের বাহুতে সেই শিহরণ নেই
আব্বার চোখ আগে ভিটার শব্জির মতোই সবুজ ছিলো
সেখানে নামলো ধূসরতা বুকে পোড়া ঘাস
মায়ের বুকের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের লাশ
এর মাঝে পাকিস্থান ম'রে গেছে পোকারা কেটেছে পতাকা
টিনের বাক্সের মধ্যে

দুর্দান্ত বাঘের পিঠে চেপে আমি ইস্কুল ছেড়ে কলেজে এলাম
চারদিকে মত্ত হাওয়া কালাকানুন রক্ত ১৪৪ ধারা
সামনে সুদীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘ পারাবার
রক্তের লাল রঙ বুলেটের থেকে বেশি ধার

এলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেক বাগান
জ্ব'লে গেছে। চ'লে গেছে অনেক বাউল।
বাতিস্তম্ভ থেকে খ'সে গেছে আলো।
চারদিকে অন্ধকার, সারাদেশ ঘুমহীন স্তব্ধ নিঃশুপ,
রক্ত খাচ্ছে দশ দিকে এনএসএফ মোনেম আইউব।

বিশ্ববিদ্যালয় স্বপ্ন– ভগ্নস্বপ্ন পুনর্নির্মাণ
বিশ্ববিদ্যালয় আশ্চর্য দুরূহ আলোক
বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি অপার্থিব অমিতাভ গান
রাজনীতি, বুকের বন্ধুরা গেলো কারাগারে
শ্লোগান, রক্তের বিনিময়ে ফিরিয়ে আনবো তারেদর
কবিতা, প্রদীপের মতো জ্বলে সবুজ হীরক
এলো প্রেম প্রেম এলো
দূর দেশ থেকে এলো অনিন্দ্য চন্দন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুরা সবাই অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত
ঠোঁট দিলো ঠাণ্ডা প্রেমে।
ডালপালা থেকে কিছু ফুল এলো নেমে
বুকে ও বুকপকেটে। কেউ কেউ প্রেমের কামড় ভুলতে দল বেঁধে
গেলো পতিতাপল্লীতে, ফিরে এলো তৃপ্ত হয়ে। রফিক শরমিন
কোর্টে গিয়ে ছাপ মেরে পাকা ক'রে নিয়ে এলো
অবিনশ্বর প্রেম গৃহনির্মাণের প্রতিশ্রুতি। তাও টিখলো না।
আমার নিকট এলো প্রেম হাতে নিয়ে শোক কষ্ট অবিশ্বাস
দীর্ঘশ্বাস অনিদ্র নিশীথ। আমি প্রেমে আর কামে জ্ব'লে
জ্ব'লে নিজের রক্তের দুধে প্রস্তুত ক'রে
চললাম আশ্চর্য গরল।

কিন্তু প্রেম, আজো স্বীকার করি, আমার নিকট বড়োবেশি ছিলো।
বিশ্বাস, কবিতা পড়তে ভালো লাগা, ছন্দ মেলানো,
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পাওয়া,
তার চেয়ে বড়ো বেশি ছিলো প্রেম, বড়োবেশি
ছিলে তুমি, আমার বিষাক্ত প্রেম, ব্যর্থ ভালোবাসা।
আজো কি তা আছে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ?
চশমার কাচ ভারি হচ্ছে দিন দিন
সুপ পোচ মাংস যদিও খাচ্ছি তবুও আমি শুকিয়ে যাচ্ছি
এবং শুকোচ্ছে বহু কিছু।
শুকোচ্ছে জলের নদী, কবিতার থেকে দূরে যাচ্ছি, মানুষের থেকেও
উদ্যমপরায়ণ ছাত্রীও আর জাগায় না উল্লাস
রবীন্দ্ররচনাবলি বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছি মনে পড়ে
আজ ফেরিঅলার ডাক শুনলেই বেচে দিতে ইচ্ছে হয়
ঘুমোতে দেরি হয় উঠতে দেরি হয়
ক্লাশে যেতে দেরি হয় বাসায় ফিরতে দেরি হয়
ক্লাবে যেতে দেরি হয় বাসায় ফিরতে দেরি হয়

এলো ২৫ মার্চ ১৯৭১
যে-কোনো কারণে মারা যেতে পারতাম। আমি বাঙালি,
বাঙলা পড়াই, ভাত খাই, প্রেমে পড়ি, ব্যর্থ হই, রাত্রে ঘুমাতে
দেরি হয়, আমি মানুষ, এর যে-কোনো একটির জন্যে রাষ্ট্রদ্রোহী
বিবেচনায় আমাকে নিয়ে যেতে পারতো ওরা বধ্যভূমিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁচেছিলাম একটি আলোর জন্যে যা এসে পৌঁছলো ষোলোই ডিসেম্বর।
'জয় বাঙলা', চিৎকার করে উঠি, 'এতো দিনে স্বাধীন হলাম।'

আমার সন্তান আজো জন্মে নি। যদি জন্মে
সে কি জন্মেই পাবে স্বাধীনতা? আমার বাবার
স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়েছিলো আমার জীবনে।
আমার স্বাধীনতা কী রকম হবে আমার সন্তানের জীবনে?
নাকি তাকেও বলতে হবে আমার মতোই কোনোদিন,
'এতো দিনে স্বাধীন হলাম।'
আমার সন্তান কি চাইবে জানি না। পরবর্তীরা সর্বদাই
অধিক সাহসী, তাদের চাহিদা অধিক।
আমি চাই আমার আলোক সত্য হোক তার মধ্যে
আমি শুধু চাইতে পারি তার মধ্যে সত্য হোক আমার জ্যোৎস্না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বলো চিতাবাঘ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌন্দর্য

রক্তলাল হৃৎপিণ্ডে হলদে ক্ষিপ্র মৃত্যুপ্রাণ বুলেট প্রবেশ;
অগ্নুৎপাতমগ্ন দ্বীপ, চিতার থাবায় গাঁথা ব্যাধ ও হরিণ।
সবুজ দাবাগ্নিদগ্ধ ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের নষ্টভ্রষ্ট দেশ,
শল্যটেবিলে শোয়া সঙ্গমসংযুক্ত ছাতা আর শেলাইমেশিন।
ধাতুর দুর্দান্ত ক্রোধে কম্পমান হাহাকারভরা দেওদার বন,
নুহের প্লাবনে ক্ষিপ্ত কালোমেঘ-বমিকরা কেশরফোলানো সিন্ধু।
গলিত চাঁদের তলে ধর্ষিতা কিশোরীর মণিজ্বলা ঝলোমলো স্তন :
সর্বব্যাপী অন্ধকারে অন্তিম আলোর উৎস টলোমলো যুগ্ম অশ্রুবিন্দু।

AMARBOI.COM

শত্রুদের মধ্যে

আমার অন্ধ অন্যমনস্ক পা পড়তেই রাগী গোখরোর মতো ফুঁসে উঠলো
দিগন্ত-মেঘের-দিকে-ব'য়ে-যাওয়া লকলকে একটা লাউডগা,
শেষ-সংকেত-উদ্যত দোলকের মতো, রক্তভরা শিরা লক্ষ্য ক'রে,
দোলাতে লাগলো ভয়ঙ্কর কারুকার্যমণ্ডিত প্রতিশোধস্পৃহ মারাত্মক ফণা।

একটি প্রফুল্ল ধানগাছ, বাল্যস্বপ্নে সারারাত হানাদার ডাকাত সর্দারের
ছোরার ঝকঝকে ঝিলিকের সমান তেজে ও ক্ষুধায় ও উৎসাহে
আমূল বসিয়ে দিলো, হৃৎপিণ্ডের দূরতম রক্ত-মাংস-ও স্বপ্ন-কোষ পর্যন্ত,
ফসলভারাতুর উজ্জ্বল সোনালি তীক্ষ্ণ সাংঘাতিক ব্লেড।

একটি বর্ণাঢ্য বাঘের সৌন্দর্যে-স্বপ্নে-ক্রোধে দিগন্তের পুব পার থেকে
অভ্র-বন্যা ভেদ ক'রে আমার ঘাড়ের ওপর
লাফিয়ে পড়লো টকটকে লাল একটা হিংস্র গোলাপ।

দিগন্তের পশ্চিম প্রান্তে, শির লক্ষ্য ক'রে, বিজ্ঞানমনস্ক শত্রু
ছুঁড়ে দিলো তার স্বয়ংক্রিয় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র– সূর্যাস্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাল্যপ্রেমিকার মারাত্মক ওষ্ঠের মতো
কেঁপে উঠলো পদ্মদিঘি।

পাতাবাহার বুকের ভীষণ কাছে নিঃশব্দে বাড়িয়ে ধরলো সবুজ পিস্তল।

শেষ নিশ্বাসের আগে চোখে পড়লো খেজুরের ডালে
আটকে আছে চাঁদ : বাল্যে খেলা-শেষে-ভুলে-ফেলে-আসা
মেলা-থেকে-কেনা হাল্কা বেলুন!

প্রেমিকার মৃত্যুতে

খুব ভালো চমৎকার লাগছে লিলিআন,
মুহুর্মুহু বিস্ফোরণে হবো না চৌচির।
তরঙ্গে তরঙ্গে ভ্রষ্ট অন্ধ জলযান
এখন চলবে জলে খুব ধীর স্থির।
অন্য কেউ ঢেলে নিচ্ছে ঠোঁট থেকে লাল
মাংস খুঁড়ে তুলে নিচ্ছে হীরেসোনামণি;
এই ভয়ে কাঁপবে না আকাশপাতাল,
থামবে অরণ্যে অগ্নি আকাশে অশনি।

আজ থেকে খুব ধীরে পুড়ে যাবে চাঁদ,
খুব সুস্থ হ'য়ে উঠবে জীবন যাপন।
অন্নে জলে ঘ্রাণে পাবো অবিকল স্বাদ,
চিনবো শত্রুর মুখ, কারা-বা আপন।
বুঝবো নিদ্রার জন্যে রাত্রি চিরদিন,
যারা থাকে ঘুমহীন তারা গায় গান।
রঙিন রক্তের লক্ষ্য ঠাণ্ডা কফিন;
খুব ভালো চমৎকার লাগছে লিলিআন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকো

শক্ত শালের নৌকো, বাতায় গুড়ায় পেশি ফুলে আছে তরুণ ঘোড়ার;
পালগুড়া ধ'রে আছে বায়ুমন্ত্র, গতিপ্রগতিতে কাঁপে সম্মুখ গলুই–
দীর্ঘ জলে ভেসে যায় শিল্পময় তীক্ষ্ণ তীব্র ক্ষিপ্র রুইমাছ।
জল, ঢল চারপাশে, ঢেউয়ের মতোন নৌকো নৌকোর মতো ঢেউ চলে
গলিত অম্বরতলে, জলস্তম্ভ দিগ্বলয় ক্রমে ক্রমে আসছে দখলে।
মাল্লার আত্মার মতো তরুণ শালের নৌকো এই জল ভেদ ক'রে
নিবিষ্ট শরের মতো ছুটে যায় অন্য জল মুখে।

তোমার বান্ধব ঝড়, সমুদ্রাধিরাজ, বায়ুবাত্যাঘূর্ণি দৈনিক গৌরব;
নীল, গাঙচিল, ফেনার মাল্য নিত্য প্রসাধন। স্বেচ্ছানির্বাসিত
নৌকো, ঘোলা জল আর মরা তট থেকে, স্ফীত পাল শক্ত পালগুড়া
বাতায় নির্ভর ক'রে নির্বাসিত গায়কগায়িকাসহ জলকে স্বদেশ ক'রে
ভাসছে ভূধরে। ঢেউয়ের মতোন নৌকো ঢেউয়ের ভেতরে চলে ছুটে।

নৌকো ভাসে সমুদ্রের মাঝখানে, একা, দূর তটে মাটি ঝরে টুটে।

AMARBOI.COM

সবুজ সাবমেরিন

আমার কবিতা, তোমার জন্যে লেখা, ধাতব লাল
নগ্ন, এবং নিদ্রাহীন
সামনে এগোয়, পাথর ভেঙে আর তুষার ঠেলে
দূরপাল্লার সাবমেরিন;
কেউ ব'সে আছে ভেতরে মগ্নলোকে, চোখের মণি
স্বপ্ন খাচ্ছে ভীষণ নীল,
গোপন কবিতা তোমার বক্ষে ওঠে– উত্তেজিত
বিবস্ত্র, আর অশ্লীল!

মাতাল কবিতা তোমার ওষ্ঠে ত্বকে ছড়ানো চুলে
তীক্ষ্ণ স্তনে বসায় দাঁত,
কেঁপে ওঠে দূর গোপন বস্তুরাশি, মাংসে নাচে
অক্টোবরের তৃতীয় রাত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাপে গলে তামা লোহা ও রৌপ্য সোনা, জমছে দ্যাখো
সঙ্গীত-ঢালা এক দ্বিনাট্য,
আমার কবিতা, তোমার জন্যে লেখা, যতিবিহীন
অভদ্র, আর অপাঠ্য!

সমকালচ্যুত, অশীল স্বপ্নে গাঁথা কবিতা সেই
জীবনের চেয়ে অবাস্তব
কামনায় কাঁপে, কঠিন অঙ্গে তার খচিত রাত
ওষ্ঠে বিদ্ধ অসম্ভব;
মাতাল মনীষী ব্যাপক বক্ষে ক্ষুধা, শরীর তার
ব্রোঞ্জের মতো বস্ত্রহীন,
অজর কবিতা তোমার মাংসে ঢোকে তুষার ঠেলে
সবুজ রঙের সাবমেরিন!

AMARBOI.COM

পোশাকপরিচ্ছদ

হ্যাঙারে টাঙানো দুটো, ভুল-শব্দে-ডাকা, ঝকঝকে রঙিন পোশাক :
জীবন ও মৃত্যু। জীবন, আমার ট্রাউজার; মৃত্যু, সিল্কের স্বাদভরা তারাপরা
নৈশ-পাজামা। সারাদিন প'রে থাকি বাস্তবখচিত ট্রাউজার, রাত্রে স্বাদ নিই
পাজামার; এবং কখনো অ্যাভেনিউর তীব্র মধ্যে দাঁড়াই পাজামা প'রে,
সারারাত প'রে রই টাওয়ার-মিনার-ব্যাংক-স্ট্রিট-জন্ম-হত্যা-বাস্তবতা-ঝলকিত
ব্যাপক ট্রাউজার। দক্ষ দর্জির হাতে শিহরণময় বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তৈরি
বাস্তবমণ্ডিত, ঢোলা, পকেটখচিত, নাইলনের সমর্থ সুতোয় ও জিপে গাঁথা
সাম্প্রতিক, অভিনব জীবন-ট্রাউজার। কিন্তু পরার পরেই ভয়ংকর ঠাসাঠাসা
লাগে, উরুতে ক্রন্দন ও সম্মিলিত ব্যর্থতা বাজে, পাছায় ভীষণ টান লাগে, আর
রাস্তায় বেরুতে-না-বেরুতেই টাশটাশ ছেঁড়ে জিপ, তৎপর তন্তু, নাইলন ও
কার্পাসের প্রসিদ্ধ প্রতিভা। রঙিন রক্তের চাপে বাস্তবতা ছিঁড়ে দেখা দেয়
অবাস্তব, পরাবাস্তব, নীলবাস্তব, লালবাস্তব, পদ্মবাস্তব, স্বপ্নবাস্তব,
জ্যোৎস্নাবাস্তব, সোনিয়াবাস্তব আন্ডারওয়ার! ঝরে উরু, পাছা, জংঘা ও
অস্থি থেকে সূর্যাস্তের মতো বিশ্ববিদ্যালয়, সোনার স্বপ্নের মতো ব্যাংক,
বস্তুর মতো অভিনেত্রী, গায়িকার মতো পদ্য, পল্লীর মতোন রাজধানি,
সুরের মতোন নর্তকী, ও জুনকোর জাপানি ওষ্ঠের মতো একবিন্দু স্বপ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো-বা পরতে চেয়েছি রাজনীতির মতো লুঙ্গি, সুনীতির হাফপ্যান্ট,
ধর্মের মতো শালোয়ার, একনায়কের ঢ্যাবঢেবে খাকি, কিন্তু সব ছিঁড়েফেড়ে
ভেসে ওঠে স্বপ্নের আন্ডারওয়ার। সাধারণত, অনভ্যাসবশত, পাজামা পরি না
রাতে, এমন কি গ্যালিক ঠাণ্ডায়ও আমি সারারাত ঘুমিয়েছি পাজামাবিহীন–
সামান্য উত্তেজনায় দুই খণ্ড হ'য়ে গেছে লর্ডস-এ তৈরি পাজামা।
মৃত্যু পরার দিনেও হয়তো ফেটে পড়বে সেই শাশ্বত সিল্ক– দেখা দেবে
অমৃত্যু, লালমৃত্যু, পরামৃত্যু, জ্যোৎস্নামৃত্যু, চন্দ্রাস্তরাজিয়ামৃত্যু আন্ডারওয়ার

সান্ধ্য আইন

কী আর করতে পারতে তুমি, কি-বা করতে পারতাম আমিই তখন?
চারদিকে ছড়ানো সন্ধ্যা আর তার হিংস্র নীতিমালা;
একটা মুমূর্ষু পাখি থেকে থেকে চিৎকার করছিলো তীক্ষ্ণ সাইরেনে।
নিষেধ রাস্তায় নামা, বাইরে চোখ ফেলা; তুমি-আমি, সে-সন্ধ্যায়,
কী আর করতে পারতাম পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া?

কিছুই ধরতে না-পেরে, কাঁপছিলো সমস্ত শহর, প'ড়ে যাচ্ছিলে তুমি
মাটির বাড়ির মতো, আমি ধ'রে ছিলাম শহিদ মিনার।
বাইরে ছড়ানো সন্ধ্যা আর তার হিংস্র নীতিমালা : কী আর করতে
পারতাম আমরা পরস্পরকে দৃঢ়-তীব্র আলিঙ্গনে ধ'রে রাখা ছাড়া?

তখন শরাইখানা বন্ধ, অপেক্ষাগারে জলের একটা ফোঁটাও ছিলো না।
তোমার পায়ের পাতা থেকে উঠে আসছিলো ঝকঝকে লাল তৃষ্ণা,
আমার মগজের নালি বেয়ে নেমে আসছিলো সুদীর্ঘ বোশেখি পিপাসা।
কী আর করতে পারতাম আমরা, সাইরেন-ঘেরা নির্জন সন্ধ্যায়,
পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে রক্তের গভীরতম কুয়ো থেকে
মেদিনীর সবচেয়ে ঠাণ্ডা জল অবিরাম পান করা ছাড়া?

শয্যা দূরের কথা, দশদিগন্তে নড়োবড়ো একখানা বেঞ্চও ছিলো না।
চারদিকে ছড়ানো রাত্রি, সান্ধ্য আইন, রাইফেল, হিংস্র নীতিমালা।
স্যাঁৎসেঁতে মেঝে একনায়কের মতোই পাষণ্ড : কী আর করতে পারতাম
আমরা, রাজিয়া, পরস্পরের শরীরকে জাজিম ক'রে সারাঘর তাপে ভ'রে
সারারাত প্রথমবারের মতো সত্যিকার অবিচ্ছেদ্য ঘুম যাওয়া ছাড়া?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপ

হ'তে যদি তুমি সুন্দরবনে মৃগী
অথবা হংসী শৈবাল-হ্রদে বুনো,
মাতিয়ে শোভায় রূপভারাতুর দিঘি
হ'তে যদি তুমি তারাপরা রুই কোনো
তাহলে এখন হতো না ব্যর্থ উভয় মাংসকোষে
যেই ক্ষুধা জ্বলে, অস্থিতে ঢুকে দাউদাউ ক'রে ফোঁসে।

আমরা হতাম যদি আকাশের চিল
চার ডানাভরা সোনারুপো কারুকাজ,
অথবা হতাম প্রেমের ছোবলে নীল
হিংস্র কোব্রা, শানকি বা দুধরাজ
তাহলে এখন দুই দেহভরা শরীরী উত্তেজনা
ব্যর্থ হতো না কালো কংক্রিটে কস্তুরী এক কণা।

যদিবা হতাম রঙধনুমাখা মাছি
স্বপ্নবিদ্ধ, পাতার আড়ালে, চুপে–
তাহলে দেখতে আমি ঢুকে ব'সে আছি
তোমার আর্দ্র দশলাখ লোমকূপে
আমাদের প্রেম ব্যর্থ হতো না এমন শরীরী দিনে
চারদিক-ঘেরা অ্যাভেনিউ স্ট্রিট ড্রেন আর ডাস্টবিনে।

তোমার মাংস কয়লার মতো জ্বলে,
আমার অস্থি পুড়েপুড়ে ঝরে ছাই,
তোমাকে ফাড়ছে হিংস্র করাত কলে
আমার রক্তে এক ফোঁটা লাল নাই
বইছি দুজনে স্বপ্নেমাংসে অশ্লীল অভিশাপ–
আর কিছু নয় ব্যর্থতাভরা মানুষ হওয়ার পাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্লোগান

ফিরছে সবাই, ধারাজলে সুখী খড়কুটো, ফিরছে সবাই।
তৃপ্ত উজ্জ্বল মুখ, সিল্কের নরম ঢেউ, মসৃণ বিহ্বল চুল
ঠেকিয়ে প্রফুল্ল মেঘে, বেহালার সুর ঢেলে ধাতুতে কংক্রিটে
ব্যর্থতার স্পর্শহীন বিশাল ব্যাপক জনমণ্ডলি ফিরে যাচ্ছে ঘরে।
পতাকাখচিত সুখ দোলে চারপাশে, বাতাসে ঝলকে ওঠে সেতারের সোনা তান।
যা কিছু চেয়েছে তারা : ঘুম, কুসুম, দু-চোখে নদীর রেখা,
উজ্জ্বল ধানের গুচ্ছ, ওষ্ঠে পাখির মাংস, পুলকিত স্ত্রীসঙ্গম–
সবই পেয়েছে।
মেঘ ফিরে যাচ্ছে, কলসি বোঝাই তার পাললিক জল;
জ্যোৎস্নাভারাতুর চাঁদ যায়, নীল থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে মাখন আঁচল;
পাখি ফেরে, ঠোঁট থেকে গ'লে পড়ে সুরের শ্রাবণজল রিকশার বনেটে;
বাস্তব তরুণ ফিরছে অবাস্তব তরুণীর হাত ধ'রে;
জলরাশি, যাচ্ছে আপন শহরে,
শহর, আপন পল্লীতে;
বৃদ্ধ, ফিরে যাচ্ছে যৌবনে;
বর্ণমালা, জলতরঙ্গের মতো মৌলিক ধ্বনিতে;
জনমণ্ডলি ফিরে যাচ্ছে আপন কুলায় সময়াস্তের দুর্ভাবনা ভুলে।
ক্ষেত, ফিরে যাচ্ছে ফলন্ত তরঙ্গরাশি শ্রোণিভারে দোলাতে দোলাতে;
নৌকো, তন্বীস্তনের মতো পাল কাঁপে মৌশুমি বাতাসে;
সবাই ফিরছে ঘরে সুখী তৃপ্ত সুন্দর মায়াবী।
আমি একা, শূন্য বৃক্ষ, দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠাণ্ডা শূন্যতার মুখোমুখি,
শূন্যতা পেরিয়ে মূল পৌঁছে শূন্যে, ডাল নড়ে শূন্যের প্রহারে;
আমার উত্তরে কাঁপে শূন্যলোক, দক্ষিণে শূন্যের ভূভাগ,
পশ্চিমে ডুবছে লাল শূন্য, পুবে উঠে আসে ধবধবে ভয়াল শূন্যতা।
আমি একা শ্লোগানমুখর, কম্পমান সর্বলোক, অর্থাৎ শূন্যতা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নান

সময়ের মতো উষ্ণ তুষারের মতো শুভ্র নদী বয় জীবনের মতো
পলিমাটিলোকে, দাঁড়িয়ে রয়েছি তীরে গাছ এক আমার শরীর,
ঝ'রে পড়ি প্রথম পল্লব, শ্বেতস্রোতে চিরকাল স্নানে আছি অবিরত

যেনো মাছ পরিস্রুত জলে, নীল ঝর্না ঝরে নিসর্গের গুপ্ত স্নানঘরে
কিশোরীর মতো আছি যৌবনের জলঘরে আগন্তুক স্বপ্নজলতলে।
সবচে বিশুদ্ধ জল শোভাময় প্রবাহিত ধাতু আর বস্তুর ভেতরে

স্নানে রত আছি বস্তুতে ধাতুতে. নিয়ত ঝরছে জল অলৌকিক কলে
প্লাবিত দ্রবিত রাত্রি, স্পন্দিত পাথর, ঝরঝর ঝরে অনন্ত নির্ঝর
প্রত্যহ করছি স্নান রৌদ্রময় দুঃখী ক্ষুব্ধ উষ্ণ শুদ্ধ জনতার জলে

তার ঢেউয়ে যেনো জনপদ্ম দীর্ঘমূল। যেনো অনন্ত গভীরমুখি নুড়ি
পাথরের নেমে যাচ্ছি স্নানরত অতল জলেতে, যেমন করেছি স্নান
শৈশব চাঁদের তলে জ্যোৎস্নায় তোমার দেহের জলে, জলদ কিশোরী,

স্নানে রত আছি তোমার স্মৃতিতে, শূন্য সময়ের রুক্ষ রুগ্ন পদতলে
কোলাহলে কলরোলে, সময়ের ময়লা ধুই চিরকাল ক্ষিপ্র দুই হাতে,
অনন্ত স্নানার্থী আমি জল ঢালি দেহবিশ্বে স্নানরত সময়ের জলে।

ঘণ্টাধ্বনি ঘুমের ভেতরে

ঢং ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজে ধীরস্বরে সমুদ্রের পরপারে ঘুমের ভেতরে
আটত্রিশ মাস ধ'রে রেশমমসৃণ ধ্বনি কপোতের কোমল আদরে
গ'লে পড়ে পাতা নড়ে বেণুবনে বঙ্গদেশে শীতলক্ষা হাম্বারের জলে
করুণ পদ্মের মতো কেঁপে ওঠে সৌরলোক অন্ধ বোবা চোখের কমলে।
জেনেছি মোমের প্রীতি, শাদা ত্বক, সিল্ক চুল, গ্রীবা, বাহু, অ্যাংলোস্যাক্সন
স্তন– নিবিড় স্থাপত্যকলা– হেলেনিক করাঙ্গুলি, ককেশীয় মন,
ম্যান্ডারিন লীলালাস্য, মৃত ভাষা ঠুকরে খায় মিনারের শাদা কবুতর
ডিং ডং রেশমি ধ্বনি সকল ছাপিয়ে ওঠে আটত্রিশ মাস ধ'রে ঘুমের ভেতর।
নিশিরে শিশিরে ভরে তোমার নামের স্বরে, নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া-
রত নস্টালজিয়া, ঘণ্টা ও ধ্বনিকে ভেদ ক'রে রাখে মূঢ় ইউরোপ-এশিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাবাস্তব বাঙলা

স্বপ্ন থেকে অবাস্তব পথ খুঁজে
একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে আস্তে ঢুকলে ভেতরে
দশটা জল্লাদ সাজালো তোমাকে কালো রক্তে বিবাহোৎসবে
বস্তু-বাস্তবতা-জ্যোৎস্না-রঙের বদলে দুললো স্বপ্ন-মাংস-ব্যাংক-
ওষ্ঠ- পদ্ম- হরিণ- সূর্যাস্ত- মানুষ- জন্তুর সামনে তোমার বিকল্প চেহারা। আমি লাল
হৃৎপিণ্ডের সাথে তোমার মুখের রূপ মেলাতে মেলাতে মিলিয়ে ফেললাম চিন্তাব্যতিরেকে
একজোড়া বিশাল কদর্য হিংস্র কালো বুটের সঙ্গে। কখনোবা এক-
জোড়া দুমড়ানো থাকি মোজার সঙ্গে। তুমি ছাপ্পান্নো হাজার
বর্গমাইলব্যাপী একজোড়া কালো বুট,
দৈত্যের দু-কাঁধের স্বর্ণপদক।

তোমার নিতম্বে আপাদমস্তক
নগ্ন খেলা করে একটা বন্দুক আর দুটো শিরস্ত্রাণ,
তোমাকে গণ্ডারগর্ভ করার জন্যে পাখি-ডাকা-ভোরে
দেগে ওঠে একুশটা হিংস্র কামান।

রাইফেলের নির্দেশে তুমি ফোটাচ্ছো
সামরিক পদ্ম, সাইরেনে কেঁপে নামাচ্ছো
বর্ষণ, নাচছো বৃষ্টিতে চাবুকের শব্দে, এক ম্যাগজিন-
ভর্তি হলদে বুলেট পাছায় ঢুকলে তুমি জন্ম দাও নক্ষত্রস্তবকের
মতো কাঁপাকাঁপা একটা ধানের শীষ। প্রকাশ্য রাস্তায় তুমি একটা লজ্জিত রিকশা ও
দুটো চন্দনা পাখির সামনে একটা রাইফেল- একজোড়া বুট-তিনটা শিরস্ত্রাণের সঙ্গে
সঙ্গম সারো;– এজন্যেই কি আমি অনেক শতাব্দী ধ'রে স্বপ্নবস্তুর
ভেতর দিয়ে ছুটে-ছুটে পাঁচশো দেয়াল-জ্যোৎস্না-রাত্রি-
ঝরাপাতা নিমেষে পেরিয়ে বলেছি, 'রূপসী, তুমি,
আমাকে করো তোমার হাতের গোলাপ।'

AMARBOI.COM

আধঘণ্টা বৃষ্টি

আধঘণ্টা বৃষ্টিতে, বিক্রমপুরের আঠালো মাটির মতো, গললো সূর্যাস্ত,
আলতার মতো ঝ'রে গেলো বটের ঝুরির তলে সঙ্গমরত দুটি কালো মোষ।
অ্যাভেনিউর সর্বোচ্চ টাওয়ারটির প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার প্রথম ছাত্রীর মতো
উল্লাস-উদ্যমশীল, আমগাছটির একটি চঞ্চল পাতা কেঁপে কেঁপে গ'লে
আমার শুষ্ক ঠোঁটে ঝ'রে পড়লো চুম্বন-শিহর-ঢালা একফোঁটা উজ্জ্বল সবুজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশ, নীলের ভাণ্ড, থেকে উছলে পড়লো শাদা ট্রাউজারে একরাশ নীল,
অস্ত গ'লে এক ভরি কাঁচা সোনার আংটি এসে লাগলো শূন্য মধ্যমায়।
আধঘণ্টা বৃষ্টিতে, হরিণের মাংসের মতোন, গললো গোলগাল চাঁদ,
জ্যোৎস্নার মতো গ'লে গেলো কার্নিশে মুখোমুখি একজোড়া শাদা কবুতর।
বঙ্গোপসাগরে ঢেউয়ের সঙ্গে মিশলো দিগন্তপ্রলুব্ধ একটা জাহাজ,
আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী রমনার কালো জলে আগুনের মতো রাজহাঁস।
ওষ্ঠে পাতার সবুজ, ট্রাউজারে নীল, মধ্যমায় অস্ত-গলা সোনার আংটি
প'রে পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান জাহাজের মতো ঢেউ-ভরা ঘরে ঢুকে দেখি :
শাহানা শয্যায় গ'লে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ ঘূর্ণি-জ্বলা ভয়ঙ্কর নদী হ'য়ে আছে।

থাবা

সবুজ তরুর পাশে জ্বলন্ত অঙ্গার লাল দীপ্র থাবা জ্বলে।
অদ্ভুত ভীতিতে কাঁপে জলস্থল; সৌধাবলি নগ্ন পদতলে
ভয়ার্ত চিৎকারসম প'ড়ে আছে। বেজে যায় পাথরের ধাতব রাগিনী–
থাবা মেলে আছো তুমি সর্বলোক অপরূপা অভিচারী অদৃশ্য বাঘিনী।

তোমার অদৃশ্য থাবা সর্বগ্রাসী, অলৌকিক লাল গ্রন্থ, প্রতিটি অক্ষরে–
মরুঝড় অগ্ন্যুৎপাত, কাগজের মতো ছিঁড়ো ধাতু-লোহা-শক্তি-পুষ্পরে।

অত্যন্ত ভেতরে জ্বলে বাক্যমালা– দাবানলে পোড়ে নরলোক।
বৃক্ষের ব্যুৎপত্তি শিখি, পাঠ করি কিসে সারে মাংসের অসুখ
পাখি আর পশুদের মানুষের, স্বপ্নের নির্মাণ নিয়ে করি গবেষণা,
যতো দিন কবি আছে ততো দিন জেগে রবে অচেনা প্রেরণা।
তোমার আগুনে গাছে ফুল ফোটে তোমার আদরে জলে বয় দীর্ঘ নদী
তোমার দংশনে মাটি অরণ্যের শোভা পায় দক্ষিণের সমুদ্র অবধি;
তোমার দহনে ওষ্ঠ প্রেম শেখে, রক্তমাংস শেখে নর্মক্রিয়া–
থাম ওঠে সভ্যতার; জন্ম নেয় ভারত, মিসর, সিন্ধু, মেসোপটেমিয়া।

নদী ও মাটির বাক্য পথেপথে, চতুর্দিকে জল ও স্থলের প্রতীক,
চোখের চিত্রকল্প দৃষ্টি জুড়ে, বিশেষণপুঞ্জ ধ্যানী গভীর স্বাপ্নিক;
পাপ ও পুণ্যের তুমি যুগ্মশয্যা, আলিঙ্গনে সলোমন-শাবা–
ব্যাপক মেদিনী ভ'রে দগদগে পুষ্পের মতো চিরকাল মেলে আছো থাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়াপ্রতিবেশী

'কেমন আছেন?', ব'লে স্মিতহাস্যে ডান হাত মেলে দেন প্রবীণ অশথ
দু-যুগের প্রতিবেশী, আদাব জানাই আমি। 'কী চমৎকার এই ভোরবেলা!',
উড়ে আসে প্রজাপতি, সড়ক শুধায়, 'কেমন কেটেছে দিন বিভুঁই বিদেশে?'
গাছের শাখার মতো সিগ্ধ জাতসাপ জানালায় কেশে যায়, 'স্লামালেকুম,
একটু সামানে যাবো, কথা হবে ফেরার সময়।' সামনের চিলতে বাগানে
উদ্দাম শিশুর মতো বল নিয়ে খেলা করে কালো মাছি ঝরা ফুল কাঠের পুতুল।
খয়েরি পিয়ন আসে ডাক নিয়ে নক্ষত্রের মতো ঢালে বন্ধুদের চিঠি
পত্রোত্তরে কুশল শুধায় মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্র, বহু দিন প্রবাসী বন্ধুরা।
হঠাৎ হরিৎ হ'য়ে বেজে ওঠে টেলিফোন, 'হ্যালো, হুমায়ুন, বাল্যকাল থেকে
পদ্মার ইলিশ বলছি, ভালো আছি আমরা সবাই। তোমার কুশল বলো,
ভালো আছে তোমার সতীর্থ নদী, রুই মাছ, কালো জলে গাছের ছায়ারা।'
কড়া নড়ে, সন্ধ্যার আডডায় ডাকে পাশের বাসার স্নিগ্ধ শ্রীমতি প্রকৃতি।

AMARBOI.COM

এসকেলেটর

ক্রমশ নামছি নিচে, পিছে প'ড়ে আছে পিরিচে ফলের মতো চাঁদ,
যে-কোনো প্রস্থানে যার মুখ বাল্যস্মৃতিসম মনে পড়ে মানুষের;
হাঁটুতে নির্ভর ক'রে হেলে আছে নড়োবড়ো ঘরের মতো সভ্যতা,
যে-কোনো প্রস্থানে যার থাম ভেঙে পড়ে, জ'মে ওঠে ইট কাঠ মল
অন্দরে ও রাজপথে; এ-সবের তলে তাজা প্রাগৈতিহাসিক ঘাস
অন্তিম দীপের মতো ঢালে সংগোপনে অতীন্দ্রিয় সুস্থ পরিমল।

দুই ঠোঁটে জমেছে প্রভূত ময়লা এতো দিন, যেনো প্রতিদিন
পরম তৃপ্তির সাথে করেছি আহার মলমূত্র, নর্দমার
প্রবাহিত স্রোত থেকে ব্যগ্র ওষ্ঠে লেহন করেছি মৃত্যু, পুণ্যলোভী
প্রত্যেক চুম্বন সঞ্চয় করেছে ব্যাধি দুরারোগ্য ক্ষতস্থল থেকে।

পাতালের প্রেম এই সিঁড়ি, মসৃণ মায়াবী, পবিত্র নামছে নিচে
আমাকে বহন ক'রে, অদৃশ্যের সুস্থলোক থেকে ডানা মেলে
পাখির ঝাঁকের মতো ব'য়ে আসে সুস্থ বায়ু আঙুলের স্পর্শ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাময় রাখে আঁকাবাঁকা চুলে, স্বাস্থ্যে, ভেতরে মেলেছে দল শাদা
শতদল, সম্মুখে স্বাস্থ্যল নদী পিপাসার, বাঁয়ে স্বাস্থ্যকর জল।

নানা তরুবর মুকুলিত হয়, আমি সেই নীলছোঁয়া তরু,
সঞ্চারিণী পল্লবিনী স্তবকবিনম্রা, তুমি আজ ফিরে গেছো ঘরে
পদচিহ্ন রেখে গেছো কালস্রোতে অমলিন, প্রতিটি পুষ্পেপল্লবে,
অবিনাশী এক বিন্দু কালো অশ্রু ফেলে গেছো এসকেলেটরে।

সৎ হচ্ছি সুস্থ হচ্ছি নামছি যত নিচে, নবোদগত অঙ্কুরের মতো
বস্তু ও বাক্যের পত্রে লাগে বিশুদ্ধতা, কথোপকথন হ'য়ে ওঠে
প্রার্থনার শুদ্ধ স্তব, যেনো কোনো দিন গদ্য ও বস্তুকে ধরি
নি আমার কণ্ঠে, পাখিরে দিয়েছে সুর এ-কণ্ঠের সবুজ অরণ্য
থেকে সুর পেতে, সৌরসুর গীত হবে অন্ধকারে একটি ঝঙ্কারে।

AMARBOI.COM

প্রেম

যেদিকে ইচ্ছে পালাও দু-পায়ে, এইটুকু থাক জানা :
চারদিকে আমি
কাঁটাতারে ঘিরে সাস্ত্রী বসিয়ে পেতে আছি জেলখানা।

কুকুর যেমন সব-ক'টি দাঁতে গেঁথে রাখে প্রিয় মাংস,
গেঁথে রাখি দাঁতে
তোমার শরীর এবং রূপের অধো-আর-উর্ধ্বাংশ।

পশ্চিমে গেলে দেখবে তোমার অতুলনীয় স্বাস্থ্য
খেতে ছুটে আসে
একটি বিশাল ডোরাকাটা বাঘ– শিক্ষিত সূর্যাস্ত।

উত্তরে খুঁড়ে গভীর কবর জেগে আছি মিটমিট
মাটির তলায়
সুস্বাদু ওই মাংসের লোভে শবাহারী কালো কীট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণে গেলে দেখবে দুলছে একটি ব্যাপক সিন্ধু–
আমার অন্ধ চোখ-থেকে-ঝরা একফোঁটা জলবিন্দু!

তোমার সৌন্দর্য

তোমার তৃতীয় চিঠি পাটিগণিতের পাঁচশো পৃষ্ঠার ডাকবাক্সে পাওয়ার
পাঁচ দিন পর, মাত্র ষাট গজ হেঁটে, পাঁচটা লেটার-স্টারের
ভয়ংকর ঝলকানি পনেরো বছরের দুর্দান্ত বর্বর লাল রক্তে গেঁথে
তোমার ও সন্ধ্যার ও বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের মুখোমুখি দাঁড়ালাম।
একফোঁটা তলহীন জল তোমার গোলাপি গণ্ডে, লাল তিলটার পাশে,
তোমার ও সমগ্র বিক্রমপুরের মতো টলমল করছিলো।
দেখে মনে হলো তুমিই
সুন্দর।

বন্য বাতাসে, যেনো রঙিন রুমাল, ঝলমলালো আমাদের ষোলো বছর।
সূর্যাস্তরঞ্জিত পদ্মাপারের নারকেলগাছগুলোকে আমূল শিউরে দিয়ে একটা
মোগলাই তলোয়ারের মতোন মারাত্মক ঝকঝকে জিহ্বা
ঘজঘজ ক'রে যখন ঢোকালে মুখে, মনে হলো
তুমিই সৌন্দর্য।

সমস্ত দুপুর কাঁপলো থরোথরো, বাড়িটা ট'লে পড়লো তেতলা মাতাল।
সিল্ক খুলে মেলে দিলে গুপ্ত সিল্ক– মুখে গুঁজে দিলে
সোনাভরা লাল তিল-পরা স্বপ্ন-সিল্ক–
মনে হলো তুমি পৃথিবীর
অন্তিম সৌন্দর্য।

পৃথিবীর একমাত্র সন্ধ্যাবেলা যখন হনন করলে তোমাকে-আমাকে
জন্মান্ধ দু-চোখ অন্ধ দেখলাম তুমি আততায়ীর
তীক্ষ্ণ ছুরিকার ঝিলিকের চেয়েও
সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেদিন আমাকে তুমি ক্ষিপ্ত লাভার মুখে ছুঁড়ে ফেলে চ'লে গেলে
তাকে দিলে স্বর্ণখনি, সবচে স্বর্ণাঢ্য ভূমি খুঁড়েখুঁড়ে
যখন ঢুকলো সে তোমার ব্যাপক দীর্ঘ
সোনার খনিতে, তোমার মুখের
শিহরণ জংঘার আন্দোলন
দেখে মনে হলো এতো
সৌন্দর্য আমি
কখনো
দেখি
নি।

উত্থান

জাগলো বীরেরা! হ'য়ে ছিলো যারা প্রতারিত পর্যুদস্ত পরাজিত
ক্রীতদাস, সেই স্বতোজ্জ্বল শক্তিমান রূপোচ্ছল বস্তুপুঞ্জ–
সরালো আঙুলে কালো পর্দা চোখ থেকে, ছিঁড়ে বাহু-জংঘা-গ্রীবা
ও কোমর থেকে ঝকঝকে সোনালি শেকল জাগলো সূর্যাস্তের চেয়ে
সুন্দর, সূর্যোদয়ের চেয়ে ভয়াবহ বলিষ্ঠ বীরেরা! দেখলো,
বাঁ-পাশে চাবুক হাতে সারিসারি অসুস্থ মানুষ, ডানপাশে নষ্ট রুগ্ন
মুমূর্ষু প্রকৃতি। সপ্রতিভ স্বাস্থ্যবান স্বপ্নভারাতুর অমর মেধাবী
বস্তুপুঞ্জ– মানুষ ও নিসর্গের মিলিত চক্রান্তে পরাভূত,
নিন্দিত শোষিত– উঠলো স্বপ্নে-মাংসে বাস্তব-অবাস্তব ক্ষুধাসহ,
দেখলো চারপাশে প্রফুল্ল মাংস শব্জি রক্তিম দ্রাক্ষা ও অঢেল পানীয়।
মাইক্রোফোন সমবেত শ্রোতার সামনে সুখে সবুজ শব্জির মতো
মুখে পুড়লো সুস্বাদু বক্তাকে; ক্যামেরা জিহ্বায় নিলো তাজা পনিরের
মতো মডেলের নির্বস্ত্র শরীর; জাজিম হা-খুলে লাল-ভেজা মুখে,
দগ্ধ কাবাবের মতো, রাখলো সঙ্গমসংযুক্ত দম্পতিকে;
টেলিভিশন গোগ্রাসে গিলে ফেললো পুলকিত দর্শকমণ্ডলি;
চেয়ার চুয়িংগামের মতো খসখসে জিভে চুষতে লাগলো শিক্ষক ও
রূপসী ছাত্রীকে। শহর পল্লী ও অরণ্যের সব ফ্ল্যাট গৃহ ও কুটির
স্বপ্নখোর পেটের ভেতরে নিঃশব্দে জীর্ণ করতে লাগলো
অধিবাসীদের; উড়ে চ'লে গেলো প্লেন শাড়ি-স্যুট-ওষ্ঠ-ত্বক–
গাউন-শোভিত যাত্রীদের উল্লাসে হজম ক'রে গাঢ় নীলিমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাংস খেতে-খেতে এক হাজার মাইল বেগে স্বপ্নের উদ্দেশে।
টাওয়ার লাল ওষ্ঠ মেলে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ছড়িয়ে বস্তুতে-বাতাসে
খেতে লাগলো পৌরসভার সবুজশোভিত পার্ক, পুস্তক হীরের
দাঁতে আস্তে কাটতে লাগলো তার প্রেমতপ্ত লাল পাঠিকাকে;
একটি মহান উজ্জ্বল ট্রাক সুন্দরবনের বর্ণাঢ্য বাঘের মতো
গোধূলিকে সৌন্দর্যে সাজিয়ে লাফিয়ে পড়লো হরিণের মতো
ভীরু বাঙলাদেশের সবচে সুন্দর কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপর।
ফাল্গুনের কুয়াশা-নেশা-লাল রঙ-তীব্র তরুণীর স্পর্শে জ্ব'লে
ধ্যানী শহিদ মিনার পান করলো রঙিন পুষ্পস্তবক,
ভোরভারাতুর পুষ্পদাতাদের,– শহরের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে
দ্বীপপুঞ্জে ব'সে স্বপ্নিল পেশল ট্রাম ভীষণ উল্লাসে ছিঁড়েফেড়ে
খেতে লাগলো নির্জন নিসর্গদাস কবির সবুজ মাংস,
হলুদ মস্তিষ্ক, ধূসর হৃদয়। অভিসারে যাবে ব'লে নগরীর
সর্বোচ্চ টাওয়ার বুকে গাঁথলো মতিঝিলের প্রখ্যাত শাপলা,
এবং প্রবেশ করলো তার ইস্কুলগামিনী পঞ্চদশী প্রেমিকার
দিগ্বলয়ের মতো জিন ঠেলে স্বপ্নের সুড়ঙ্গ-পথে; অ্যাভেনিউ
হীরণ অঙ্গের মতো স্ফীত প্রসারিত দীর্ঘ হ'তে হ'তে দুই হাতে
সরিয়ে সোনালি পাড় অন্তর্বাস প্রবেশ করলো তার চন্দ্রান্তের মতো
লাস্যময়ী, চৌরাস্তায় অপেক্ষমান, ষোড়শী প্রেমিকার উষ্ণ তীব্র
ত্রিকোণ মন্দিরে। স্বপ্ন-পরা বাতিস্তম্ভ দূরে দোলায়িত চাঁদটিকে
তার উদ্ভিন্নযৌবনা বাল্যপ্রেমিকার ব্লাউজ-উপচে-পড়া স্তন ভেবে
বাড়ালো দক্ষিণ হাত দিগ্বলয়ে, বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিলো পুব দিকে
দ্বিতীয় স্তনের আশায়। মোহন প্রেমিক ট্রাক প্রেমিকার দেহ ভেবে ব্রিজ
থেকে মৃত্যু-ভয়-ব্যথা অবহেলা ক'রে ঝাপিয়ে পড়লো পদ্মায়;
নৈশ রেলগাড়ি স্টেশনে অপেক্ষমান তরুণীর উজ্জ্বল উরুকে তার
স্বপ্নে-হারিয়ে-যাওয়া রেল ভেবে ঝেঁকেঝেঁকে কেঁপেকেঁপে নীলে মেঘে
বাঁশি বাজাতে বাজাতে ছুটে গেলো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য
প্রান্তের উদ্দেশে। পাথর-টুকরো হীরকের গালে ঠোঁট রেখে
ঘুমিয়ে পড়লো। তখন বাঁ-দিকে কাঁপে সারিসারি অসুস্থ মানুষ,
ডানে কাঁপে, মৃত্যুর ভীতিতে নীল, রুগ্ন নষ্ট মুমূর্ষু প্রকৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৈশ বাস্তবতা

নীল জল ঝরে অবিরল যেনো ব্যালকনি থেকে কেউ মেলে দিচ্ছে শাড়ি
কবিতার জন্ম হয় ষোলোটি সরল বাক্যে স্থিরাস্থির ছয়টি ছবিতে
ভূমধ্যসাগরি আলো সরবে রটিয়ে দেয় শেষ হ'য়ে গেছে মহামারি
গোলগাল চাঁদ আর চারকোণা আলো নিয়ে খেলা করে কিন্নর কবিতে
চতুর্দিকে চিরায়ু চাঁদের তলে জ্ব'লে যায় জড় ও জান্তব
মেরুদণ্ডের মতো ধ'রে আছে মেদিনীরে এই রাত্রি পবিত্র বাস্তব

জ্বলে কালো আলো নীল আলো শুয়ে আছে লাল আলো কাত হ'য়ে আছে
বঙ্গ থেকে অর্ধেক গোলার্ধ ভ'রে ভেসে আসে মাছ আর শৈশবের স্বর
বস্তুর ঠোঁট স্বপ্নের লাল ঠোঁটে দৃশ্যের ডান হাত সঙ্গীতের কোমরের কাছে
সামনে ছড়ানো পথ দ্রুতগামী এসকেলেটর
গোপন শেকড় বেয়ে বাক্য হ'য়ে আসে নদী পল্লবের কোমল বাতাস
বস্তু ও স্বপ্নের সন্ধি বাম পাশে ডান পাশে সুর আর ছবির সমাস

AMARBOI.COM

ধর্ষণ

মা, পৌষ-চাঁদ-ও কুয়াশা-জড়ানো সন্ধ্যারাত্রে, শাদা-দুধ সোনা-চাল
মিশিয়ে দু-মুখো চুলোয় রান্না করছিলেন পায়েশ; চুলোর ভেতরে
আমকাঠের টুকরো লাল মাণিক্যের মুখের মতোন জ্বলছিলো।
সেই আমার প্রথম রঙিন ক্ষুধার উদগম–
মায়ের পাশেই ব'সে
সারাসন্ধ্যা ধর্ষণ করলাম একটা লাল আগুনের টুকরোকে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার সাত দিন পর দেখলাম পদ্মার পশ্চিম পারে নারকেল
গাছের আড়ালে সূর্যাস্ত খুলছে তার রঙিন কাতান।
সূর্যাস্ত, আমার মেরিলিন, জাগালো আমাকে–
টেনে এনে তাকে নারকেল গাছের আড়ালে আসন্ধ্যা ধর্ষণ করলাম,
পদ্মার পশ্চিম প্রান্ত রক্তে ভেসে গেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনার্স পড়ার কালে কলাভনের সম্মুখ থেকে আমার অধরা বাল্যপ্রেমিকার
মতো ছুটে-যাওয়া একটা হলদে গাড়িকে ষাট মাইল বেগে ছুটে
পাঁচ মাইলব্যাপী ধর্ষণ করলাম।

একাত্তরে পাকিস্তান নামী এক নষ্ট তরুণী আমাকে দেখালো তার
বাইশ বছরের তাজা দেহ, পাকা ফল, মারাত্মক জংঘা–
চৌরাস্তায় রিকশা থেকে টেনে প্রকাশ্যেই ধর্ষণ করলাম;
বিকট চিৎকারে তার দেহ রক্তাক্ত ও দুই টুকরো হ'য়ে গেলো।

ভূতভবিষ্যৎ

সামনে এগোই, পেছনে চিৎকার কাঁপে শূন্যতার স্তরেস্তরে–
'আয়, ফিরে আয়।'

এগোই সম্মুখে : পঁচিশ কিলোমিটার দূরে ভূমিকম্পগ্রস্ত টাওয়ারের
মতো হেলে আছে জরাজীর্ণ ব্রোঞ্জের দিগ্বলয়, কাত হ'য়ে আছে
ভয়াবহ ফাটল-ধরা সূর্যাস্ত; কয়েক মাইল দূরে পশ্চিম আকাশের
অন্ধ কোণে, বারবার আন্দোলিত হ'য়ে এদিকে-ওদিকে,
উড়ছে সময়ের কালো ঝড়ে অসহায় শাদা সেই পাখির পালক।

সামনে এগোই, পেছনে চিৎকার বাজে শূন্যতার স্তরেস্তরে–
'আয়, ফিরে আয়।'

এগোই সম্মুখে : বিবস্ত্র দণ্ডায়মান মধ্যপথে যোনি-ও জরায়ু-হীন,
পাথরের সমান ক্ষুধার্ত, অন্ধ এক নারী; অনাগত মানুষের
শোভাময় মমিপুঞ্জ দুই পাশে গণ্ডারের মতোন নিঃসঙ্গ এক
দুঃস্বপ্নদ্রষ্টা বিজন জলসাঘরে ঝাড়লণ্ঠনের মতো শত চোখে জ্বেলে
রাখে স্বর্ণকঙ্কালের নর্তকী-শরীর থেকে খ'সে-পড়া ঝলকিত নাচ।

সামনে এগোই, পেছনে চিৎকার জ্বলে শূন্যতার স্তম্ভেস্তম্ভে–
'আয়, ফিরে আয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগোই সম্মুখে : একনায়কের সশস্ত্র সান্ত্রীর মতো শুষ্ক স্বপ্নশূন্য
গাছপালা, মৃত্যু-ঢালা দুর্বোধ্য নিস্তল পরিখার মতো নদনদী,
দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো পর্বতপুঞ্জ আশ্চর্যকৌশলে ঘিরে ফেলে চতুর্দিক,
অথচ সান্ত্রী-পরিখা-দেয়াল পেরিয়ে অত্যন্ত সুদূরে ওড়ে
স্বপ্ন-ও আলো-পরা গভীর গোপনবাসী একবিন্দু আলোকিত পাখি!

সামনে এগোই, পেছনে চিৎকার রটে শূন্যতার স্তরেস্তরে–
'আয়, ফিরে আয়।'

ফিরবো পেছনে? সম্মুখে তবু তো দোলে ভাঙা দিগ্বলয়, বিভগ্ন সূর্যাস্ত,
অসহায় পাখির পালক, স্বর্ণকঙ্কালের নাচ, যোনি-ও জরায়ু-হীন
ক্ষুধার্ত ভেনাস, দুঃস্বপ্ন-ধাতব শুষ্ক গাছপালা, সান্ত্রী-পরিখা আর
ভয়াবহ দুর্ভেদ্য প্রাচীর; পেছনে একাধিপত্য করে শূন্যতা,
আর তার স্তরেস্তরে পুঞ্জিভূত আর্ত, শূন্য, মুমূর্ষু চিৎকার।

AMARBOI.COM

মাতাল

মাতাল হ'য়ে আছি করছি শুধু পান
সুদূরে নিকটে যা-কিছু চলছে, জ্বলছে :
স্তব্ধ বাড়িঘর, নদীতে নীল শব,
হংসসারিকা, এবং ভেতর টলছে;
চোলাই করি চোখে গোপন ঘরে ব'সে
দৃশ্যসুরের মজ্জার থেকে মদ্য,
পুলিশ থেকে দূরে গাছের অতি কাছে
যেনো ধরণীতে কখনো ছিলোনা গদ্য।
ঝরছে নীল মদ, ঝরছে রাজপথে
মাতাল মত্ত হাজার আঁখির মধ্যে,
গলছে গাড়িঘোড়া, শ্লোগান গ'লে যায়,
অন্য পোশাকে পরিচিতি দেয় ছদ্মে।
সুপার মার্কেটে দুধেল তরুণীরা
করে বিকিরণ কামের তীব্র রশ্মি,
বক্ষে ধুলো ওড়ে যেনো-বা মরুভূমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেলচকচকে খরমসৃণ অশ্বী।
কেবল মদ ঝরে, মেদিনী মদময়–
জাহাজের বাঁশি, দুর্ঘটনার শব্দ,
বাহুর তলে লোম আর্দ্র ভিজে রস–
মদ্যমাতাল সবগুলো বঙ্গাব্দ।
তোমার চোখে মদ ঝরছে অবিরাম
বাহু ও বিছানা, মৈথুনহীন নিঃস্বার
স্বপ্নে দেখা ছবি, বাল্যে পড়া পাঠ,
অস্থিমাংস-ফেটে-পড়া দ্রাক্ষার–
ঝরায় গাঢ় মদ, গভীর নীল মদ,
যেনোবা উর্বশী ভেঙেছে মদের পাত্রি,
এসেছে টেলিফোন আমাকে যেতে হবে
ডেকেছে নিশীথ,– স্বপ্নমাতাল রাত্রি,
সবাই ব'সে আছে, অধীর ব'সে আছে
নিহত কবিদের নবমেঘনীল বৃত্ত,
কে তুমি ডেকে যাও, গোপন টেলিফোনে
তুমি কি প্রিয়তম মৃত্যু, লাল নৃত্য?

AMARBOI.COM

পতনের আংটি

পাখি আর বাঁশরির সোনারুপো ধাতুদের গোপন ইচ্ছার
পরিণতি পূর্ণসুর, আগুনে-আশ্রয়ে উজ্জ্বল মুদ্রা অলঙ্কার।
কেবল মতন দিলে, নিজ মধ্যমার থেকে বহু যত্নে খুলে
পরালে দুর্লভ আংটি– পতনের, আমার আঙুলে।
বেদনা বেঁধালে ত্বকে, বল্কলে, শুষ্ক গূঢ় মূলে।

ঠিক সময়ে আগুন নেভানো হয়েছিলো

দক্ষ বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি ঠিক সময়ে মূল সুইচ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো ব'লে
টাওয়ারের চল্লিশ তলায় হঠাৎ বিকল-পাগল-অধোগামী
সদ্য আমদানি-করা চকচকে লিফট্‌টি রক্ষা পেয়েছে।
তিনজন লাফিয়ে পড়েছে নিচে, পাঁচজনের হলদে মগজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত্র-ভাঙা ঘিয়ের মতোন ছিটকে পড়েছে কার্পেটে।
ঝকঝকে কার্পেটটি নোংরা হওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয় নাই।

লঞ্চ উদ্ধারকারী একটি জাহাজ অবিলম্বে চাঁদপুরে পৌঁচেছিলো ব'লে
বিদেশি মুদ্রায় কেনা আলহামরা আক্রোশী অক্টোপাসের
পায়ের থেকেও হিংস্র ঘোলাটে জলের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে।
তিন দিন পর একশো লাশ ভেসে উঠেছে স্বেচ্ছায়, পঞ্চাশটা আটকে ছিলো
ইঞ্জিনের সাথে পরস্পরের বাহুতে ও পায়ে আলিঙ্গনে গেঁথে,
চুড়ি-পরা একটা মুঠোতে শক্তভাবে ধরা ছিলো
পদ্মের ডাঁটের মতো ছোট্ট একটা বাহু,
দশটা জোয়ান ও একটা জাপানি যন্ত্র সেই মুঠো খুলতে পারে নি;
যোগাযোগ মন্ত্রীর দুস্তম্ভব্যাপক হাসি জানিয়েছে কোনো ক্ষতি হয় নাই।

টিভি টাওয়ার থেকে ন্যাংটো লাফিয়ে পড়েছে দুই জোড়া লম্বাচুল :
একটি গায়ক ও তিনজন কবি;
পুলিশের কৌশলে প্রধানমন্ত্রীর তৃতীয় স্ত্রীর
উদ্বোধন-করা জাপানি ট্রান্সমিটারটির কোনো ক্ষতি হয় নাই।

অণ্ডকোষে কড়া লাথি খেয়ে চৌরাস্তায় চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে
সত্য; কোনো ক্ষতি হয় নাই।

নিয়নখচিত পার্কে বকুল গাছের তলে
তিনটা তরুণ গুণ্ডা ধর্ষণ করেছে চাঁদজ্বলা তারাপরা এক কিশোরীকে,
তার মধ্যমার হীরের আংটি থেকে বাঁ-উরুর লাল তিলটির সবই রক্ষা পেয়েছে;
কোনো ক্ষতি হয় নাই।

আমার প্রথম ছাত্রী আহার করেছে লাল মৃত্যু, কোনো ক্ষতি হয় নাই।

ঢং ঢং ঘণ্টা পিটিয়ে লাল গাড়িগুলো
চারদিক থেকে ওদের ইস্কুলে পৌঁচেছিলো ব'লে
হেডমিসট্রেসের পেটিকোট থেকে সোনারঙ নেমপ্লেট সব কিছু রক্ষা পেয়েছে–
বাইশটা বাচ্চা মুরগির ঠ্যাংয়ের মতোন ভাজাই হয়েছে–
কিন্তু ঠিক সময়ে, বারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে, আগুন নেভানো হয়েছিলো ব'লে
ইস্কুল পৌরসভা রাষ্ট্র,ও সভ্যতার কোনো ক্ষতি হয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থীবী

নগরের নৈর্ঋত কোণায়, লাল থাবা মেলে, কেশর ঠেকিয়ে মেঘে,
পা রেখে দেশের সকল শক্তিতে পদ্মে, কালো চোখ জ্বেলে, আছে জেগে
চতুষ্কোণ দারুণ মর্মট। লাস্যময়ী তরুণীর গর্ভে রুগ্ন হয়
প্রথম সন্তান, প্রেমিকার জরায়ুতে প্রেমিকের মধু রোগে ক্ষয়
হয় প্রবাহিত হ'তে হ'তে; পুষ্পপ্রিয়, শান্ত মালির চোখের
ফুলদানিতে শুষ্ক হ'য়ে ঝরে বিবর্ণ গোলাপ, শ্রমী কর্মিষ্ঠ লোকের
দেহ বিকলাঙ্গ হয় অকস্মাৎ, পাকা ধানের গুচ্ছে অপরিমিত
ফলে রোগবীজ; রুগ্ন হয় ইলিশ বোঝাই নদী, রুই কবলিত
দিঘি; জীর্ণ হয় রসময় বৃক্ষ, নগরীর রূপসীরা– অদ্বিতীয়;
দুষ্ট, মারাত্মক ব্যাধি, অভিচারী, নিজেকে সর্বত্র ক'রে তোলে প্রিয়।
কী যে অভিচারী এই রোগ, অনায়াসে স্থান পায় তরুণ মজ্জায়,
রক্তে, মাংসকোষে, এবং তাদের দেহ তুলে দেয় মৃত্যুর শয্যায়,
সে-তরুণ, দেহে যার প্রতিভার দীপ্র শিখা রক্ত হ'য়ে জ্বলে,
কালব্যাধি খুঁড়ে খায় তাকে, অন্ধকার পায় তার চোখের বদলে,
থীবীতে তরুণ নেই আলিঙ্গনে, চুম্বনমগ্ন থরোথরো স্তনে
দয়িতার; তারা, যুবকেরা, সব আজ শয্যারত চিকিৎসাভবনে
আরোগ্য দুর্লভ জেনে। তারুণ্য ও ব্যাধি অভিন্নবোধক; রুগ্ন থীবী,
অসুস্থ প্রদীপমালা রাজপথে, রুগ্ন পাখিদের উডডীন পৃথিবী।

তুমি তো যাচ্ছো চ'লে

তুমি তো যাচ্ছো চ'লে আমাকে কিছু দাও।
দাও বিষ করি পান, রক্ত ক'রে রেখে দিই রক্তনালিতে;
প্রত্যহ বইবো দেহে সে-দুর্লভ উপহারস্মৃতি।

তুমি তো যাচ্ছো চ'লে আমাকে কিছু দাও।
বিষাক্ত ছোবল দাও উদ্বেলিত হৃৎপিণ্ডে;
মরণে সজীব ক'রে রেখে দিই অপ্রাপণীয় চুম্বনের দাগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি তো যাচ্ছো চ'লে আমাকে কিছু দাও।
দাও ঘৃণা তীব্রতম, মর্মে প'শে জীর্ণ করি
সব পুষ্প, শিল্পকলা– সভ্যতার হস্তশিল্প– অব্যয় মাধুরী।

তুমি তো যাচ্ছো চ'লে আমাকে কিছু দাও।
যদি পারো দাও জ্যোৎস্না ব্যালকনিতে,
জীবনের মাংসকোষে, কালের বিরুদ্ধে স্থির ধ্রুবতারা
ক'রে রাখি অমৃতা তোমাকে।

কবির মুদ্রা

শব্দ, কবির মুদ্রা, রহস্যজ সাম্রাজ্যের আদি ও অন্তিম স্বর্ণ,
কিনে নিচ্ছি হে কিশোরী তোমার চুম্বন, যুবতী তোমার আলিঙ্গন।
তোমার ত্বকের মতো অপার্থিব গুল্মময় অজর সোনালি বর্ণ

জ্বলছে মুদ্রার সোনায়, ও-পিঠে খচিত সাম্প্রতিক,– অস্থির মশাল–
অন্তর্লোকে তুমি দাও স্বর্ণআভা, জ্ব'লে ওঠে সময়ের কালো অশ্রুজল,
ও-পিঠে আলোক ঢালে তোমার টিপের মতো ধীর স্থির মহাকাল।

রহস্যের অর্থনীতি, কী যে পণ্য মেলেছে সময় সৌরবিপণীতে;
কিনে ফিরি সময়ের পাখিদের স্বর, দুই করতলে ছলোছলো
জলের আলাপ, তুমি শুয়ে আছো কামময় সব শব্দের স্মৃতিতে।

কিনেছি গভীর রাত সবচে সুগন্ধি পুষ্প তোমার ভালোবাসার
অন্তরঙ্গ অভিধান, তোমার দেহের চাপে ফেটে পড়ে এই দেহ
ভেঙে পড়ে অলৌকিক ব্যাকরণ করুণ রক্তিম চারু বাঙলা ভাষার।

মুদ্রাবিনিময় করি সাম্প্রতিক অন্ধকারে তবু সকল সম্ভাব্য
সময়ের সাথে, আমাদের চতুষ্পার্শ্বে গাঢ় দুঃসময়, তাই,
'তুমি'-ই আমার অন্ধকালে স্বরচিত এক শব্দের মহাকাব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরাষ্ট্র

ধাতুতে নির্মিত, ধাতু আর শোভাময় ধাতু; চতুর্ধারে
ধাতুর উৎসব। সবুজ মাংসের মাছ, রূপভারাতুর
লতাগুল্ম নেই; মধ্যরাতে চৌরাস্তায় স্বপ্নাঢ্য ধাতুর
ঝর্নাস্রোতে গুচ্ছগুচ্ছ সোনা ঘিরে ধরে গোলাপি তামারে।

ইস্পাতশাণিত নদী, ধাতব চাঁদের ব্রোঞ্জের জ্যোৎস্নায়
পারদপ্রতিম জলে একটি মর্মর পদ্ম,– দীপ্ত, স্থির–
নর্তকীশরীর থেকে খ'সে শুদ্ধ হীরকখচিত নাচ
স্থির হ'য়ে ছুঁয়ে আছে তন্বী নর্তকীর স্বর্ণের শরীর।

বিমল স্ফটিক বাহু ঢেউয়ে এগিয়ে আসে, মেলে ধরে
অবিনাশী ব্রোঞ্জের কঠিন কোমল আলিঙ্গন,
রৌপ্যের মসৃণ চুল ঢাকে মাঠ পাহাড় আকাশ,
দুই ওষ্ঠ ঢেলে দেয় ব্যাপক অশান্ত তীব্র অস্ত্রের চুম্বন।

AMARBOI.COM

রুপো ছানে সারাদিন তন্ময় ভাস্কর, শক্ত ধাতু থেকে
ন'ড়ে ওঠে শুভ্র বাহু নীল চোখ, কালো পর্দা ফাড়ি
দক্ষিণ দিগন্তে ঘ'ষে ঠোঁট ঠেকিয়ে ধাতব স্তনরেখা
সামনে দাঁড়ায় নগ্ন কুমারী রৌপ্যের এক নারী।

ধাতুর ঝঙ্কার শুধু শোনা যায়, সর্বত্র কেবল ঝলে
লোহা-সোনা-রুপো আর ব্রোঞ্জের রূপ, ধাতব বাতাস,
পলি নেই লতাগুল্ম নেই, ধাতুমগ্ন লাবণ্যপুরীতে
স্ফটিকে রচিত দুঃখ দস্তায় বাঁধানো ব্যাপক আকাশ।

ব্যক্তিগত নিসর্গ

চিরস্থির জ্বলো, নিসর্গপ্রদীপ, মুহূর্তও হোয়ো না আনমনা
কালের বাতাসে। অপার্থিব মেলে দাও নীলছোঁয়া ডানা।
তোমাতেই করি স্বপ্নের ছন্দোবিশ্লেষ, বস্তুর পর্বগণনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাধি

দিগ্বলয়সম পদ্ম, নিসর্গের শাদা পেভুলাম, আন্দোলিত হয়
দীর্ঘ সরোবরে, আমার যা বাল্যকাল। ঢেউ, লাল নীল পীত, বয়
পাখির স্তবকে শৈশবকুসুমগুচ্ছে নীলিমায়। ভেঁপুর বাঁশরি
বাজে সারাক্ষণ। মারবেলের রঙিন গতির মতো, উড়ন্ত সুন্দরী
লাল বেলুনের, পদ্মের দোলার দীর্ঘ মৃদু কম্পমান উদ্বেলিত
জলযান চালিয়ে সে আসে, অকস্মাৎ আমার ভুবন প্রদীপিত।
কেবল অসুস্থ আমার শরীর, সুস্থ আর সব। আমি, ও শিরিন,
পাখিগুচ্ছ বিকেলের মাঠ, সকলেই স্বাস্থ্যবান উজ্জ্বল রঙিন,
রুগ্ন শুধু এক বন্ধু,– আমার শরীর। দেহ যবে অসুস্থ, শৈশবে,
মেলে দিই করতল, নীলিমাসদৃশ, ঝরন্ত পাতার কলরবে
পকেটে মুঠোতে জমে রৌদ্রকণা, পড়ন্ত তারকাপুঞ্জ, স্বপ্নে আসে
পরীরা সঙ্গীতময়, ঘুমোয় আমার সঙ্গে, সমুদ্রশয্যায় ভাসে,
উলঙ্গ, নৌকোর মতো, নগ্ন দেহ পরীদের। পেয়ারার মতো তুলে
নিই পরীর পেয়ারাস্তন, গোপন জোনালি চুল জড়াই আঙুলে,
কাটি শাদা দাঁতে। ডুবে থাকি মাখনের স্বাদে। মনে হয় জানে যাদু
সবে, শয্যাপাশে শিরিনের দেহখানি আপেলের মতোন সুস্বাদু।
সবুজ পল্লব দোলে বনময়, ঝরে তারাপুঞ্জ বিশ্বশাখা হ'তে;
শিরিন, পল্লব এক, প'ড়ে রয় আমার দীর্ঘ ললাটের পথে।

শৈশবে যখন স্বাস্থ্য রুগ্ন, সুস্থ ছিলো সারাবিশ্ব আমার জগতে।

সুস্থ যদি এখন শরীর, ভয়াবহ ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে থাকি আমি,
ও আমার আত্মা, সমগ্র ভূভাগ। সুস্থতা নেই দিবসের
সূর্যতলে, রাত্রির চাঁদের নিচে জলেস্থলে। স্বপ্নে আসে না পরীরা।
স্বপ্নও ভাসে না অন্ধ চোখে। প্রকাশ্য রাস্তায় দিবালোকে, যত্রতত্র
সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করি কিশোরীকুমারী, যেনো আমি কফিনের থেকে
তুলে আনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক-একটি শরীর। এখন সর্বদা
রুগ্ন বোধ হয় সব কিছু : ছাত্র, গ্রন্থ, দর্শনার্থী, সেবিকা, ফলফুল,
ঐতিহ্য, সভ্যতা। এক অসুস্থ সভ্যতা, দুরারোগ্য, প'ড়ে আছি,
নর্দমার তটদেশে, পাশের বস্তিতে নাচে আধন্যাংটো বিকৃত রুগ্ন পরীরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধ রেলগাড়ি

অন্ধ রেলগাড়ি বধির রেলগাড়ি অন্ধ রেল বেয়ে চলছে দ্রুত বেগে
দু-চোখে মরা ঘুম আকাশে মরা মেঘ সঙ্গে মরা চাঁদ অন্ধ আছি জেগে
অন্ধ বগিগুলো ক্লান্ত হ'য়ে গেছে এগিয়ে চলে তবু অন্ধ প্রতিযোগী
চলছে ট্র্যাক বেয়ে জানে না কোথা যাবে নষ্ট রেলগাড়ি অন্ধ দুররোগী

অন্ধ কাল ধ'রে নষ্ট রেলগাড়ি চলছে আঁধি ব'য়ে অন্ধ বুকে তার
অন্ধ ফুল দোলে অন্ধ বাঁশরিতে নষ্ট আলো লাগে অন্ধ তারকার
দিয়েছি সঁ'পে ফল মাংস তারা চাঁদ রুগ্ন কালো হাতে অন্ধ চালকের
অন্ধ জেগে আছি বন্দী হ'য়ে আছি অন্ধ চন্দ্র ও অন্ধ আলোকের

কেবল ঘুম ওড়ে মাছির মতো কালো অন্ধ দুই চোখে পুঁজের ধারাপাত
অন্ধ রেলগাড়ি জানে না কোন দিকে যাচ্ছে নিয়ে তাকে অন্ধ কালো রাত
কেবল ব্রিজ ধ'সে কেবলই ব্রিজ ধ'সে কেবল ধ'সে পড়ে সাধের যতো সব
কীর্তি পূজনীয় মান্য সভ্যতা অন্ধ কাল ভ'রে কাকের কলরব

অন্ধ রেলগাড়ি দীর্ঘ রাত বেয়ে অন্ধ বেগে চলে অন্ধ লাইনম্যান
অন্ধ বাতি ধরে অন্ধ এক লোক রুগ্ন আমাদের ভূতলে টেনে নেন
বধির জেগে আছি অন্ধ দুই চোখে ঝলকে ওঠে তবু স্বপ্নশাদা পাখা
জেনেছি রেলগাড়ি আগত ভাঙা ব্রিজে বন্ধ হবে তার অন্ধ কালো চাকা

লাল ট্রেন

গ্রামগঞ্জ পার হ'য়ে হুইশলে কাঁপিয়ে দেশ আসে লাল ট্রেন লাল চাঁদ
পাহাড় পাতাবাহার যমুনা পদ্মার পতাকা উড়িয়ে মানুষ আকাশ মাছ
পুষ্প তালতমাল বাঁশরির মশাল জ্বালিয়ে আসে লাল অমোঘ অর্কেস্ট্রা
প্রতীক্ষায় যার উৎকণ্ঠিত মানুষ ফসল মাটি কবিতার প্ল্যাটফর্ম যুগযুগ ধ'রে

লাল ট্রেন আসে এঁকেবেঁকে দীপ্ত ট্রেন আসে দেখেদেখে ভাঙা ঘর রাঙা
চর উঁচু ইমারত দেখে আসে অবলীলায় পর্বত নৈশলাল হুইশলে জ্বলে
অগ্নি ঝরে ঝরে নীলিমা তারকা চাঁদ মানুষ বস্তুর মাথায় বাহুতে বক্ষে
লাল ট্রেন পালে হাওয়ালাগা লাল নৌকো পদ্মায় গঙ্গায় কালো যমুনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাল ট্রেন ভাত হয় পাতে লাল ট্রেন কাঁথা হয় রাতে লাল ট্রেন প্রেমিকের
বিশাল চুম্বন প্রেমিকার নাভির তলাতে লাল ট্রেন কবিতা ট্রাক্টর দীপ্র
ট্রেন অকস্মাৎ হ'য়ে যায় ঘর লাল ট্রেন রাজপথে আশ্চর্য শ্লোগান নিমেষেই
লাল ট্রেন হ'য়ে যায় গান চাঁদ তারা পার হ'য়ে হুইশলে কাঁপিয়ে মেঘ আসে
লাল ট্রেন
আসে লাল
ট্রেন আসে
লাল ট্রেন

শহর

দুলছে বাস্তব : পারদের মতো পদ্মপাতা; আমি তাতে শাদা জল ফোঁটা
এদিকে-সেদিকে আন্দোলিত; হঠাৎ ছলকে পড়ি অবাস্তব স্বপ্ন-ঘুমে
বস্তুর মাথায়। এক বিন্দু গাঢ় মধু জড়ো হই তন্দ্রাতুর শহর-কুসুমে;
সিল্কের অন্ধকার-পরা এই রম্য রাত্রি, সদ্য ঠাণ্ডা ঘুম-থেকে-ওঠা।
জলে গ'লে যাচ্ছে বাতিস্তম্ভ সময়ের; নীল ঢেউয়ে দোলে বাড়িঘর
বস্তি স্বপ্নের টাওয়ার বাস ও আকাশ। ভিখিরির দাঁতে গোলগাল চাঁদ
আর ভাঙা পাউরুটি, মাংসে ঢুকছে তার স্বপ্ন ও বস্তুর সঙ্গমের স্বাদ;
সময়জীর্ণ পদ্মের কানে মাতাল মাইক্রোফোন ঢালে শৈশবের স্বর।

জুনকোর দেহ ভাসে শ্যামল মেঘেল শূন্যে, ওষ্ঠ থেকে লাল রূপকথা
ঝ'রে পড়ে; মাথার ওপরে ওড়ে পাখির স্তবক, নগ্ন আর্দ্র রূপসীরা,
ফেটে পড়ে কংক্রিটে একাকী দীপ্ত সঙ্গীহীন গোলাপের শিরা-উপশিরা;
আমার ত্বকের তলে কিশোরী ঘুমায়– রক্তে সন্ধ্যার সিঁড়ির অভিজ্ঞতা।
মানুষেরা দ্যাখে চোখে তাদের ক্ষতের মতো দগ্ধ স্থির শাদা চাঁদ ভাসে
দ্বীপপুঞ্জে যানবাহনের শিরে; বস্তুপুঞ্জে ঝলে যৌথস্মৃতির উল্লাস
নিয়ে রক্তমাংসে বসবাসী বাস্তবতা; স্বপ্ন-ভরাক্রান্ত ব্যাপক আকাশ
বেলুনচঞ্চল উড়ে চ'লে যায় পতঙ্গপাবকজ্যোৎস্নাখচিত আকাশে।

শহরের ঠোঁটে ঠোঁটে রাখি, দু-পায়ে শহর ক্রমে জড়ায় আমাকে,
ঢেউয়ে দুলি সারারাত, আমার দেহের তলে শহরও দুলতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বীপ

গভীর মায়ানদী নীরবে ব'য়ে চলে জলের শতো ঠোঁটে
আনে সে পলিমাটি, গোপন মায়ানদী গোপনে ব'য়ে চলে।
সুদূরে যাবে ব'লে কেবলি ব'য়ে চলে, ক্ষণিক কোনোখানে
যাপে না অবসর। চলছে কালভর বিদেহী মায়ানদী
অচেনা মনোলোকে, সাগর অভিমুখে বইছে মনোনদী।

আনে সে লাল নীল স্মৃতির গাঢ় মিল ধ্বনির ধূলোকণা
মনোজ জলে ভেজা অজর পলিমাটি দুরূহ দূরগামী।
ধ্বনিরা মিলে যায় যেনোবা সহবাসে রয়েছে প্রেমিকেরা
চাঁদের বিছানায়। একটি নদী বয় বাক্য বুকে বয়
জলের স্নেহভরা মায়াবী পলিমাটি চলছে মোহানায়।

জাগছে মায়াদ্বীপ গভীর মোহানায় মনের মোহানায়
সাগরে ঢেউ ওঠে পলিরা ফেটে পড়ে দ্বীপটি ভেঙে যায়।
নদীটি পুনরায় নীরবে ব'য়ে চলে শব্দ পলি নিয়ে
অমোঘ মোহানায়। উঠছে মনোদ্বীপ নিবিড় নীল হ'য়ে
পাখিরা ছুঁড়ে দেয় সুরের ঘরবাড়ি দ্বীপের সীমানায়।

জমেছে পরিপাটি ধ্বনির পলিমাটি অযুত কাল ধ'রে
মনের মোহানায়, শব্দরাজি ঝলে সোনালি বালুকায়।
কালের কালো জল রয়েছে ঘিরে তারে, ক্রমশ জাগে দ্বীপ
আমার জল ভ'রে। মায়াবী সেই নদী কেবলি নিয়ে আসে
কাতর পলিমাটি, গড়ছে মায়াদ্বীপ– কবিতা মনোময়।

হাতুড়ি

প্রত্যেক অক্ষরে নাচে ধ্বংসরোল আর
পরিশ্রমী হাতুড়ির ধাতব টংকার
বাজে প্রতি শব্দে; ধ্বংসসৃষ্টি লেখি প্রসারিত সময়ের সকল পৃষ্ঠায়।
প্রতিটি কবিতা জীর্ণ সভ্যতার
ইট খোলে দুই হাতে, শূন্য অন্তঃসার
সময়ের মাঠ জুড়ে নতুন সভ্যতা তোলে শ্রমিকের সহজ নিষ্ঠায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছ

শঙ্খ-সমুদ্রের মতো দেয়ালে নতুন চর জেগেছে একটি আজ
লতার মতোন নদী সারা রাত মুখে ক'রে এনেছে হলুদ পলিমাটি
বাঁধ দিয়ে দিয়েছিলাম ভৌগোলিক
তারই মধ্যে জেগে উঠেছে আমার নতুন চর
চরের গাঙচিলপ্রান্তে ভোরে রোপণ করেছি একটি গাছ
গাছ হ'য়ে ধীরে ধীরে গাঙচিল ছুঁয়ে ডাল মেলছে আমার শরীর

মুখ তুলে ধরি

বেশ্যার রঙচঙে মুখ ব'লে মনে হয় বাগানের ফষ্টিনষ্টি গোলাপরাশিকে
কাল অবেলায়। যেনো প্রফুল্ল সংসার পেতে আছে রূপজীবিনীরা জীবনের
বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, সকলের প্রসারিত বারান্দায় দোলা দেয় বাহু তুলে বুক
খুলে, কেবল নাচতে থাকে জীবনের চোখের ওপর। জঘন্য অশ্লীল লাগে
অজাচারী সেই দৃশ্য, যেনো প্রকাশ্যে সঙ্গমরত দেশের নন্দিত রানী আর
কুৎসিত রাজারকুমার। ঘৃণায় ফেরাই মুখ লাল রঙ পুষ্পশালা থেকে,
তুলে ধরি এই মুখ অতীন্দ্রিয় আগ্রহে কালজিৎ শিল্পের দিকেই।

এবং একদা বিবমিষা আনে শিল্পকলা, পরাবাস্তব স্বপ্নের
অন্ত্রিতন্ত্রি গলনালি বেয়ে, মহাকাল ভাসিয়ে কেবল জাগে তীব্র
বমনেচ্ছা, হলুদ বমিতে ভাসে কালের কুটিরশিল্প আসবাব-
পত্র, সভ্যতার সকল গ্যালারি। ভেজা কাগজের মতোই ফেলনা
হ'য়ে ওঠে গুহাচিত্র, কালের বাঁশরি, রবীন্দ্রনাথের বর, সেই
ক্ষণে মহাকালের সকল গীতশালে বাজে তীব্র বমনের স্বর;
তখন তোমার দিকে, প্রেম, আমি দুঃখময় মুখ তুলে ধরি।

প্রেম তুমি কৃষিকাজ জানো না ব'লেই সমগ্র ভূভাগব্যাপী
মাথা তোলে দারুণ ছত্রক, বাড়ে পুলকিত আগাছার ঝাড়,
একটি বিশাল নদী সৌরমরুভূমে নিরর্থক ব'য়ে আনে
জল, আমি হই আদিকর্মী, দিব্য কৃষকের আদিম লাঙল;
পরম মেধায় আমি সভ্যতার মাঠে মুখ তুলে ধরি।
পুষ্পপ্রেমকৃষিশিল্পমেধা, সভ্যতার সকল প্রদীপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বচ্ছতা হারায় কোনো কোনো ভয়াবহ নিষ্ঠুর সন্ধ্যায়;
প্রদীপআঘ্রাসী সেই কালো সাঁঝে আমি এ-জীবনমুখি মুখ
সারাক্ষণ নিদ্রাহীন ধ'রে রাখি জীবনের দিকে।

অনুজের কবরপার্শ্বে

বুকে গাঁথা কালো ছুরি অন্তিম শত্রুর, ঘুরি নিরাশ্রয় নানাবিধ পথে
গন্তব্যবিহীন। থামি নি কখনো বিশ্রামের আকাঙ্খায়, কোথাও জগতে
নেই, নেই অশ্রোপম পবিত্র নিষ্পাপ স্থল, মেদিনীর বক্ষদেশে নেই।
অথচ হলুদ এই শোকাকুল মৃত্তিকার পাশে এলে এ-পৃথিবীকেই
পুনরায় পরিস্রুত শুদ্ধ মনে হয়। কালের অজস্র মাটি জমে বুকে–
থামি, যেনো, থেমে আছি সৌরকেন্দ্রে আজীবন বহমান কালস্রোত রুখে।
জ্বলি, কবরের পাশে, তোমার মুখের সেই শৈশবের প্রীতরেখা খুঁজে,
রুদ্যমান স্থির অশ্রুবিন্দু হ'য়ে, ক্ষ'য়ে মিশে যাই মগ্ন তোমার সবুজে।

AMARBOI.COM

একাকী কোরাস

কেবল কবিই বেরুতে পারে নিরুদ্দেশে;
নীলিমামাতাল লাল নৌকো নিয়ে অধীর উন্মাদ সব চিরনিরুদ্দেশ
নাবিকের মতো, ছুঁড়ে ফেলে নকশাকম্পাশকাঁটা, বেরিয়েছি
গন্তব্যবিহীন। যদিও সময় আজ উপযুক্ত নয় সমুদ্রযাত্রার।
নাবিকেরা দলেদলে সমুদ্রভীতিতে ভোগে : সৈকত-নীলিমা-ঢেউ
সবই শুনেছে তারা লোকজশ্রুতিতে। স্বপ্নেও তাদের
সমুদ্র রূপান্তরিত হয় সুশান্ত ডোবায়– নরম শয্যার কথা মনে পড়ে;
আর্ত চিৎকারের মতো সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরে সামুদ্রিক অসুস্থতা।
সহচর নৌকো, উদ্দেশ্যশূন্যতার মহাকবি, আর আমি
ভেসে যাই স্বপ্নজলে; দূর তীর ঘিরে আছে ১৯৭৯টি স্বপ্নের অভাব।
সদ্ভাব হয় নি কারো সাথে, মাটির ভেতরে গেছি
সরল শিকড় হ'য়ে গোপন রসের ধারা মুখে;
ওই পাললিক মাটি বাড়িয়েছে মড়ার হাড়ের মতো শুষ্ক ডাল,
নিষ্প্রাণ ছোবার মতোন সব কিমাকার ফুল।
আমি গূঢ় মহাদেশে কালো জলধারা খুঁজে ব্যথিত স্বরের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজিয়েছি আমার রোদন।
সমগ্র ভূভাগব্যাপী মলবাহ, পুনরাবৃত্ত মল, আর মলের শোধন।

তোমার স্বরের চাপে কাঁপে যবনিকা
বিশাল প্রদীপ জ্বলে সীমাশূন্যতায়
তোমার শাণিত হাসি আগুনের শিখা
দাউদাউ জ্ব'লে উঠে ইশারা জানায়

একটি বিষাক্ত ক্ষত ক্রমশ বাড়ছে দ্রুত, ঢেকে দিচ্ছে নিসর্গনীলিমা :
গোপন অঙ্গের ক্ষত যে-রকম ক্রমে বাড়ে গ্রাস করে সমগ্র শরীর।
হলদে ময়লা পুঁজ করছে দখল শরীর-ভূভাগ।
বান্ধবেরা, দয়িত ও দয়িতারা, সন্তান, স্বপ্নেরা, পুলক, বৃক্ষরা,
ছাত্ররা, রাষ্ট্রপতি, বিচারপতিরা, মূল-ও উপ-পতি ও
-পত্নীরা, অধ্যাপক, সচিবেরা, কেরানি, আচার্য ও
উপাচার্যরা, দালাল, জনতা, নেতারা, কবিতা, পাঠ্য-ও
অপাঠ্য-পুস্তক, যাদু ও বিজ্ঞান, শ্রমিকেরা, কৃষকেরা,
একটি বিশাল ক্ষতে ঢুকে যাচ্ছে পুঁজ হ'য়ে গলিত মাংসের
থেকে ঝরছে প্রত্যহ। ভিখিরি যেমন বিশুদ্ধির প্রত্যাশায়
রৌদ্রে তুলে ধরে সংগোপন ক্ষত, জিহ্বায় শোষণ
করে ক্ষতস্থল, প্রয়োজন স্বপ্ন-রৌদ্রের শোষণ।

এদেশ বদলে যাবে, বদলে দেবে শ্রমিকেরা, অতীন্দ্রিয় ছাপ্পান্নো হাজার
বর্গমাইল শুদ্ধতা পাবে মিলিত মেধায়। পরিশুদ্ধি পাবে সব কিছু,
পদ্যপুঞ্জ পুনরায় উঠবে কবিতা হ'য়ে, পরিশুদ্ধ পাঁচটি স্তবকে
শুদ্ধি পাবে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য, একটি ধ্বনিতে ছেঁকে তোলা হবে ঐশী
গীতবিতানের স্বরমালা। যেতে হবে অপেক্ষমান যেখানে ভয়াল মৃত্যু,
নয়তোবা বিশাল বিজয়। জ'মে যাই তীব্র শীতে জ্ব'লে উঠি তীক্ষ্ণ
উত্তাপে– আমার সামনে কোনো মধ্যপথ ছিলো না– থাকবে না।

উত্তাল উদ্দাম জল, জলরেখা; বিশাল পদ্মের ন্যায় দিগ্বলয়;
ক্ষয় হ'য়ে গেছে তীর দৃষ্টি থেকে,
রহস্যপ্রসবা টেনে নেয় আমাদের।
একটি অদৃশ্য পাখি সঙ্গ দেয়, ডানায় বহন ক'রে
সামুদ্রিক ঢেউ। শরীর-সমুদ্র-ঢেউ এভাবে মিলিত আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্তে গেঁথে নিচ্ছি সমুদ্রসাগর : চিরদিন
দুলে যাবে সমগ্র শরীরে।
নৌকো ছুটে চলে মহাদেশ সাড়া দেয় জলের অতলে।
জ্ব'লে ওঠে রহস্যপ্রদীপ : বস্তুর ভেতরে দৃশ্য স্বপ্নের নির্মাণ;
ফোটে রহস্যকুসুম : শত দলে নৃত্যরত পদ্মের মতোন পদধ্বনি;
পাখা মেলে রহস্যশাবক : ডানার পালকে কাঁপে সমুদ্রের স্বর।
অবলীলায় আঙুল গাঁথে শূন্যতার সাথে শূন্যতাকে,
অর্ধেক শিখায় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে মহাকাল,
মহাকবি নৌকো ছোটে, একটি অদৃশ্য হাত
বিশাল আকাশ জুড়ে মেলে দেয় স্তরেস্তরে দিগন্তের পাল।

AMARBOI.COM

সবুজ জলোচ্ছ্বাস

ভেদ ক'রে বস্তুর বিমল ত্বক সময়নিষ্ণাত শির শহরের উঠছি শূন্যের দিকে
আস্বপ্নশরীর এক জলোচ্ছ্বাস সবুজ রঙের, জনতারণিত কংক্রিটের শক্ত বেদীমূলে,
ফোটাই আঙুলে স্পর্শে পল্লবের পাতালে-লুকোনো সোনা, শাদা-লাল-হলুদ উর্মিকে।
ছড়াই সৌগন্ধ্যচূর্ণ কালস্তরে সবুজ খামের শোভাময় অন্তর্লোক, স্তর, ভাঁজ খুলে খুলে

তোমার উদ্দেশে অশ্রুভারাতুর বিরহী পাথর। এ-স্ট্রিট প্রবহমান অনন্তের কূল
যে-নদীর স্রোত তার ঢুকেছে স্মৃতিতে, পাথুরে ভূভাগপ্রিয় জল ব'য়ে যায় অতল নিভৃতে
বস্তুর প্রাণীর শোকী সময়ের। নিশ্চিত জেনেছি– আমি এক ভুল বৃন্তে আন্দোলিত ফুল,
তবুও সৌগন্ধ্যে মাতে রক্তমাংস, এবং একটি পদ্মের দোলা কিছুতে থামে না ধমনিতে।

ইস্পাতে ধাতুতে সময়ের চিৎকারে থাকি বস্তু ও প্রাণীর সংগোপন সকল ক্ষরণে
অনশ্বর সাক্ষ্য হ'য়ে, গড়াই ভবিষ্যে-ভূতে সময়ের সহযাত্রী ধাবমান নৈসর্গিক চাকা,
উড্ডীন সকল স্তম্ভে সময়ের সকল চূড়োয়, শিশুর জন্মোৎসবে বৃদ্ধের মরণে
পল্লবে সবুজ জলস্তম্ভে,– প্রত্যেক কালের দীপ্ত ব্যক্তিগত নিজস্ব রঙিন মৌলিক পতাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি

ওপড়ানো হলো চোখ; দশ নখে ছিঁড়ে ফেলা হলো নীলমণি;
অন্ধকার উঠলো জ্ব'লে কোটরের চার পাশে, সর্বলোক ভ'রে;
ছড়ালো বিবিধ রোগব্যাধি যকৃতে ও পিত্তাশয়ে; সমস্ত লাবনি
খুঁটে খায় ক্যান্সার, যক্ষ্মা, সিফিলিস, রক্তচাপ, গনোরিয়া, জ্বরে;
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিলো কাক, চিল, শকুনের পাল;
যৌনাঙ্গ পীড়ন ক'রে নেয়া হলো ভাণ্ড ভ'রে মধু, বিষ, জীবন, মরণ;
কামপ্রেম ক্ষান্ত হলো; আলো নেই আঁধি ফেলে জাল–
কবি : রচিত হয় সেই ক্ষণে, এই তার জীবনধরন।

সেও আছে পাশে

যখন ঝনঝন বাজে–! টিন-দস্তা-পেতল-শেকল!– সমস্ত আকাশে।
যতোই পালিয়ে থাক, বুঝি, বজ্রবিদ্যুৎ এড়িয়ে পেরিয়ে
রৌপ্য-চাঁদ অভ্র-বন্যা চন্দ্রাস্ত-সূর্যাস্ত তুষারের সাথে সেও আছে পাশে!

যখন কমলাগন্ধ, ভয়াবহ লাল ওষ্ঠে সাংঘাতিক কারুকার্যমণ্ডিত হাসি
তছনছ ছড়িয়ে যায় ডানা-মেলা বাসে,
টের পাই নৌকোর মাস্তুল দেখে, যতোই আড়াল যাক, সেও আছে পাশে।
যখন ঝাপিয়ে পড়ে লাল অন্ধকার উডডীন জাহাজে, শুকোয় রাংতার মতো
ঝলকিত কলকব্জা মূর্খ বালকের ত্রাসে,
অবিরাম অস্ত দেখে চারদিকে পল্লবে পাথরে, বুঝি, সেও আছে পাশে।

যখন সূর্যাস্ত বল্লমের মতো গেঁথে থাকে স্রোতে-ভাসা নামহীন লাশে,
মাটি জল নিসর্গের বাড়তি সৌন্দর্য দেখে
বুঝি ওই নিষ্প্রাণ বস্তুর সাথে, যতোই সুদূর যাক, সেও আছে পাশে।

যখন হঠাৎ দেখি আমার বধির চোখে এক ফোঁটা কালো জল
কেউ রেখে চ'লে গেছে জানুয়ারি মাসে,
জন্মান্ধ দু-চোখ অন্ধ, বুঝি, রক্ত-তাপ-মুমূর্ষার সাথে সেও আছে পাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধাংশ

যদি পুষ্প সুস্থ হয় পত্রপুঞ্জে জড়ো হয় ব্যাধির প্রকোপ
সারারাত সৌরলোক ভ'রে। যদি রাতে জ্বলে মাধবীর রূপ
দিনে তার ভস্ম ওড়ে শুধু। যখন চুম্বন ওষ্ঠে ঢালে সুখ
সঙ্গম রটিয়ে দেয় আমি এক উপদংশী ধর্ষণকামুক।
অর্ধাংশ অসুস্থ থাকে, যদি সুস্থ থাকে রক্তমাংসের শরীর
আত্মার অসুস্থ রক্তে ভেসে যায় সভ্যতা, ও মাটি পৃথিবীর।

শালগাছ

তখন ছিলাম ছোটো,
চোখেমুখে এসে পড়তো অন্যান্য গাছের বুড়ো ডালপালা।
স্বপ্নে-শিরে খ'সে পড়তো মরা পাতা, শুকনো বীজ,
হাড়ের মতোন শক্ত পোক-খাওয়া শাখা।
শিশিরঅবাক চোখে চাইতাম, চারপাশে বিছানো বিস্ময়!
সামনে দাঁড়ানো ছিলো, বেশ উঁচু, একটা হিজল;
ক্ষণেক্ষণে ভাবতাম ওর মতো হতে পারি যদি!
একটা বামন তরু– কী রকম রগড় করতো– যেনো সমকালে
পৃথিবীর কোনো বনে ওর মতো আর কেউ নেই।
একদিন দেখলাম : কী-একটা গাছের চুড়োয় ঢেউ খেলছে
লাল-নীল-সবুজ-হলুদ; কিন্তু সেই রঙিন উজান
ভাটায় গড়ালো আস্তে দু-দিন যেতেই।
সামনে আঁধার, পেছনে আঁধার, বাঁয়ে অন্ধকার,
ডানে অন্ধকার; চারপাশে গাছের আঁধার।
কখনো চোখের মণিতে ঢুকতো আঁধারের বিপরীত–
সোনার পানিতে গলছে তরল আঁধার, গ'লে গ'লে রুপো হচ্ছে
আবার গলানো লাল মাণিক্য হ'য়ে রাত্রি নামছে।
সোনা-জল-ঢালা সেই অদেখা সোনাকে মনে মনে ডাকলাম– সূর্য!
তারপর অন্ধকার নিজের মুখের রূপে ধুয়ে ফেললো এক নারী;
স্বপ্নে ডাকলাম– চাঁদ!
তরুণ শালের কোঁড়া গাছের আঁধার ভেদ ক'রে হিজল-বামন ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনা ও নারীর দিকে বাড়তে লাগলাম।
পাগল বাতাস এলো– আর সে-বাতাসে ভেসে এলো স্বপ্ন–
কে যেনো বসলো ডালে– কেঁপে উঠলাম আশিরশেকড়–
সে আমার আদিশিহরণ!
কে এসে বসেছিলো?– জানি না– তাকে ডাকলাম : পাখি!
সে উড়ে যাওয়ার কালে যে-জল ছড়িয়ে গেলো,
তাকে আমি আজো বলি– সুর!
বামন গাছটা এর মাঝে হাঁটুর তলায় প'ড়ে গেছে,
মাঝেমাঝে কুড়োয় সে আমার একটি-কী দুটো ঝরাপাতা।
হিজল তাকায় কেমন করুণ দু-চোখে।
এক মোহিনী– ডেকেছিলাম সঞ্চারিণী লতা–
গোপনে রক্তের মধ্যে ঘুমভরা ছোঁয়া ঢেলে
বেয়ে উঠতে লাগলো আমার হৃৎপিণ্ডের দিকে;
হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি এসেই মোহিনী লীলায় ফুটিয়ে দিলো
রঙ– সে-রঙিন লাস্যকে আমি বলি– ফুল!
মোহিনীর রূপ থেকে চোখ তুলে ওপরে তাকিয়ে দেখি নীল!
আন্দোলিত নীলের ভেতর থেকে ভেসে ওঠে একখণ্ড রক্তমাণিক্য
মধ্যমায় প'রে নিই,
দিনান্তে ধোয়ার জন্যে ছুড়ে দিই নীলেজলে;
পুনরায় পরিশুদ্ধ ভোরে এসে বসে সে আমার আংটিতে।
টের পেয়েছিলাম অনেক আগে মূল-শেকড়টি বেড়ে বেড়ে
গিয়ে পড়েছে এক মধুঝর্নার বক্ষস্থলে।
যতোই গভীরে যাই, মধু;
যতোই ওপরে যাই, নীল!
শিকড় চালাই, মাটির গভীর থেকে মধুর গভীরে;
শিখর বাড়াই, মেঘের ওপর থেকে নীলের ওপরে।
আমার সঙ্গী সেই বুড়ো ও বামন গাছগুলো আজকাল
ঝ'রে যাচ্ছে
ম'রে যাচ্ছে
আমি শুধু মধু থেকে নীলে নীল থেকে মধুর ভেতরে
ছড়াচ্ছি নিজেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মাদ ও অন্ধরা

'হুমায়ুন আজাদ, হতাশ ব্যর্থ শ্রান্ত অন্ধকারমুখি;
উৎফুল্ল হয় না কিছুতে– প্রেমে, পুষ্পে, সঙ্গমেও সুখী
হয় না কখনো; আপন রক্তের গন্ধে অসুস্থ, তন্দ্রায়
ধ্বংসের চলচ্চিত্র দেখে, ঘ্রাণ শুঁকে সময় কাটায়;
ওকে বাদ দেয়া হোক, নষ্ট বদমাশ হতাশাসংবাদী।'
–এ-আঁধারে উম্মাদ ও অন্ধরাই শুধু আশাবাদী।

ছেঁড়া তার

শান্তিকল্যাণ ঝরে, পতঙ্গেপল্লবে সুখ ঢেলে দিচ্ছে দয়াময় চাঁদ;
নিটোল হীরকখণ্ড সমস্ত উজাড় ক'রে বিতরণ করে দেহজ্যোতি;
সমস্ত অমর আজ, কেটে গেছে পৃথিবীর চিত্ত থেকে অসম্ভব অমা।

মরের রক্তের মধ্যে শতস্রোতে ঢুকে যাচ্ছে অমরার আমোদআহ্লাদ;
সর্বত্র সুষম ছাঁচে নিজস্ব ভাস্কর্য রচে জ্যোতির্ময় বিশুদ্ধ স্থপতি।
প্যাঁচা থেকে ইঁদুরের লাল রোমে সুষমা সুষমা আজ চারদিকে সুষমা সুষমা।

আমি শুধু গাঁথা তার হিংস্র নখে : পরিশুদ্ধ মাণিক্যখচিত অর্কেস্ট্রার
অনাহত ঐকতানে বেসুরো রোদনরত আহৃৎ আহত ছেঁড়া তার।

বন্যা

আবার এসেছে বন্যা, চারদিক জমজমাট হ'য়ে উঠবে পুনরায়।
সুখপাঠ্য হ'য়ে উঠবে অপাঠ্য দৈনিকগুলো,
গদশ্রান্ত সাংবাদিকদের পিচ্ছিল কলম থেকে
নিষ্ক্রান্ত হবে অভাবিত চিত্রকল্পমণ্ডিত কবিতাআক্রান্ত গদ্য,
সরকারি সম্পাদকের সুখ্যাত সৌন্দর্যবোধ
অবিনশ্বর ক'রে রাখবে অফসেটে ছাপা চিত্রাবলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার এসেছে বন্যা, বাঙলাদেশে শিল্পের মৌশুম।
বিশ্ব স্থিরচিত্র প্রতিযোগিতায় যে-ছবিটি প্রথম পদক পাবে
আগামী বছর, আশাহি পেন্টাক্সে সেটি
তুলে আনবেন শিল্পপ্রাণিত কোনো বাঙালি ফটোগ্রাফার,
শহরের সবচে অপাঠ্য দৈনিকটি, আগামী মাসেই,
টেলেক্সে লণ্ডনে দেবে লাইনো মেশিন অর্ডার।
টেলিভিশন পুনরায় বোধ করবে কবিতার প্রয়োজন,
ক্যামেরার মুখোমুখি বসবে আসর, হয়তো আমিই হবো
বন্যা ও কবিতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণকারী
দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গম্ভীর উপস্থাপক,
এবার কেবলমাত্র ক্যামেরামুখ কবিদেরই
আমন্ত্রণ জানাবে প্রযোজক।

আবার এসেছে বন্যা, আবার দেখতে পাবো পথেপথে
শোকভারাতুর সেবিকাপুঞ্জের ক্ষুধাহর, আশ্রয়-ইশারাভরা
পদ্মার ঢেউয়ের মতো ঢেউভরা মেদ,
আনন্দমুখর হবে সন্ধ্যাগুলো– দয়াবতী প্রধান বেশ্যার নাচ
ওয়েসিসে, আর্ন্তজাতিক কাঁপবে লাস্যময়ী গায়িকার
তীব্র শ্রোণিভারে।

আবার এসেছে বন্যা, ইতর গ্রাম্যলোক কাছে থেকে দেখতে পাবে
সুবেশ, সভ্যতা, কস্টার, লাল ওষ্ঠ, বিলিতি কম্বল,
সেবাময়ীদের উদ্ধত বক্ষ ও জংঘার নিপুণ আর
তীক্ষ্ণ আন্দোলন।

আবার এসেছে বন্যা, ক্ষমতার উৎস যারা তারা খুব কাছে থেকে
দেখতে পাবে ক্ষমতার পরিণতিদের, এবং বুঝতে পারবে
ক্ষমতার পরিণতি কী-রকম শোকাবহ করুণ ব্যাপার।
আবার এসেছে বন্যা, গৃহবন্দী রাজনীতিবিদদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার
এইতো সুযোগ। এবং সুযোগ তার– হ্যান্ডশেক, পচা গম,
আণ্ডার সমান অশ্রুবিন্দু, দ্রোহীদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি–
পাকা সিংহাসন।

আবার এসেছে বন্যা, বাঙলার সোনালি মৌশুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক বছর

যখন ছিলাম প্রিয় প্রতিভাসৌন্দর্যপ্রেমে ভূলোকে ছিলো না কেউ আমার সমান।
তরুণ শালের মতো এই দেহ– ঝকঝকে, নীলছোঁয়া, প্রোজ্জ্বল, নির্মেদ–
দু-চোখ জ্যোতিষ্কদীপ্র, কণ্ঠস্বরে লক্ষ লক্ষ ইস্পাহানি গোলাপের ঘ্রাণ,
তোমার প্রশংসাধন্য ছিলো এমনকি লোমকূপে-জ'মে-থাকা সংগোপন স্বেদ।

আমার চুম্বন ছিলো পুনর্জীবন মন্ত্র, যার আমি নষ্ট বিশ্বে শেষ অধিকারী।
উদ্দাম পদ্মার চেয়ে ঢেউভরা আমার বাহুর ব্যাপ্ত ব্যগ্র আলিঙ্গন,
আমি শেষ সেনাপতি, কোষে যার আন্দোলিত হননে সুদক্ষ তরবারি।
মাংসের প্রত্যেক ছিদ্রে বন্যার মত্ততা ঢালে আমার প্রত্যেক আরোহণ।

অন্য কেউ প্রিয় আজ, আমি তাই, যদিও যৌবনজ্বলা, পৃথিবীর নষ্টতম লোক।
চুম্বন দুর্গন্ধময়– আমার মুখটি এই শহরের সবচেয়ে নোংরা ছাইদানি,
এই দেহ হাসপাতাল– চারদিকে যক্ষ্মা, জ্বর, উপদংশ-বিভিন্ন অসুখ।
আশ্লেষে বর্বর আমি : মূর্খ চাষার মতো যেনোবা ঠেকিতে ধানভানি।

তুমিই সৌন্দর্য আজো দুই চোখে, তোমার ধ্যানেই মগ্ন আছি অহর্ণিশ,
পরিমাপ ক'রে যাই অনন্ত দ্রাক্ষার উৎস ঢালতে পারে কতোখানি বিষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব কিছু
নষ্টদের অধিকারে যাবে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে

আমি জানি সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।
নষ্টদের দানবমুঠোতে ধরা পড়বে মানবিক
সব সংঘ পরিষদ;– চ'লে যাবে অত্যন্ত উল্লাসে
চ'লে যাবে এই সমাজ সভ্যতা– সমস্ত দলিল–
নষ্টদের অধিকারে ধুয়েমুছে, যে-রকম রাষ্ট্র
আর রাষ্ট্রযন্ত্র দিকে দিকে চ'লে গেছে নষ্টদের
অধিকারে। চ'লে যাবে শহর বন্দর গ্রাম ধানখেত
কালো মেঘ লাল শাড়ি শাদা চাঁদ পাখির পালক
মন্দির মসজিদ গির্জা সিনেগগ নির্জন প্যাগোডা।
অস্ত্র আর গণতন্ত্র চ'লে গেছে, জনতাও যাবে;
চাষার সমস্ত স্বপ্ন আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে একদিন
সাধের সমাজতন্ত্রও নষ্টদের অধিকারে যাবে।

আমি জানি সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।
কড়কড়ে রৌদ্র আর গোলগাল পূর্ণিমার রাত
নদীরে পাগল করা ভাটিয়ালি খড়ের গম্বুজ
শ্রাবণের সব বৃষ্টি নষ্টদের অধিকারে যাবে।
রবীন্দ্রনাথের সব জ্যোৎস্না আর রবিশংকরের
সমস্ত আলাপ হৃদয়স্পন্দন গাথা ঠোঁটের আঙুল
ঘাইহরিণীর মাংসের চিৎকার মাঠের রাখাল
কাশবন একদিন নষ্টদের অধিকারে যাবে।
চ'লে যাবে সেই সব উপকথা : সৌন্দর্য-প্রতিভা-
মেধা;– এমনকি উন্মাদ ও নির্বোধদের প্রিয় অমরতা
নির্বোধ আর উন্মাদদের ভয়ানক কষ্ট দিয়ে
অত্যন্ত উল্লাসভরে নষ্টদের অধিকারে যাবে।

আমি জানি সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।
সবচে সুন্দর মেয়ে দুই হাতে টেনে সারারাত
চুষবে নষ্টের লিঙ্গ; লম্পটের অশ্লীল উরুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঁথা থাকবে অপার্থিব সৌন্দর্যের দেবী। চ'লে যাবে,
কিশোরীরা চ'লে যাবে, আমাদের তীব্র প্রেমিকারা
ওষ্ঠ আর আলিঙ্গন ঘৃণা ক'রে চ'লে যাবে, নষ্টদের
উপপত্নী হবে। এই সব গ্রন্থ শ্লোক মুদ্রাযন্ত্র
শিশির বেহালা ধান রাজনীতি দোয়েলের ঠোঁট
গদ্যপদ্য আমার সমস্ত ছাত্রী মার্কস-লেনিন,
আর বাঙলার বনের মতো আমার শ্যামল কন্যা–
রাহুগ্রস্ত সভ্যতার অবশিষ্ট সামান্য আলোক–
আমি জানি তারা সব নষ্টদের অধিকারে যাবে।

আমি কি ছুঁয়ে ফেলবো?

আমি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্তু ভালোবাসি।
ভোরের আকাশ, পদ্ম, ধবধবে পাঞ্জাবি, খাদহীন সোনা,
শাড়ির উজ্জ্বল পাড়, অনভিজ্ঞ অমল কিশোরী আমার পছন্দ।
কিন্তু আমি যা-ই ছুঁই, তা-ই ঘিনঘিনে নোংরা হ'য়ে যায়–
দেখে নাড়িভুড়ি উগড়ে ফেলার মতো বমি আসে।

ছেলেবেলায় সদ্য-ছাঁই-মাজা একটা ঝকঝকে পেতলের
প্লেট দেখে আমার ছোঁয়ার খুব ইচ্ছে হয়,
কিন্তু আমি ছুঁতে-না-ছুঁতেই সে-উজ্জ্বল পেতল
পচা ইঁদুরের মতো নোংরা হ'য়ে যায়।

আপা, তখনো অমল জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নার মতোই শাড়ি
পরেছিলো একবার; দেখে আমার ছোঁয়ার খুব
লোভ হয়; আর অমনি মরা রক্তে ভিজে ওঠে সেই
জ্যোৎস্না-শাদা শাড়ি।

ভোরের আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছিলাম একবার–
সে থেকে আকাশ কুষ্ঠরোগীর মুখের মতোই কুৎসিত।

ইস্কুলে, ১৯৬২-তে, নবম শ্রেণীর শালোয়ার-পরা স্বপ্ন
আমাকে দিয়েছিলো টকটকে লাল একটি গোলাপ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ধরতেই গোলাপের পাপড়ি থেকে পুঁজ ঝরতে থাকে–
তারপর থেকে আর পৃথিবীতে গোলাপ ফোটে নি।

এখন আমার মুখোমুখি তুমি মেয়ে–
বিশশতকের দ্বিতীয়াংশের সবচে পবিত্র পদ্ম–শুভ্র নিষ্কলঙ্কতা–
এতো কাছাকাছি মেলছো দীর্ঘ শত-দল; ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি–
তোমাকে কি আমি ছুঁয়ে ফেলবো– ছুঁয়ে ফেলবো–
ছুঁয়ে ফেলবো?

অন্ধ যেমন

অন্ধ যেমন লাঠি ঠুকেঠুকে অলিগলি পিচ্ছিল সড়ক
বিপজ্জনক বাঁক ঢাল ট্রাকের চক্রান্ত পেরিয়ে
অবশেষে পৌঁছে তার অনিবার্য গন্তব্যে–
উদ্ধারহীন খাদে–

আমিও কি তেমনি বহু খাদ পরিখা দেয়াল
প্রান্তর সভ্যতা অ্যাকাডেমি অ্যাংলো স্যাক্সন আলিঙ্গন
পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছোলাম–
তোমাতে?

AMARBOI.COM

তুমি সোনা আর গাধা করো

একবার দৌড়োতে দৌড়োতে ঢুকে গিয়েছিলাম তোমার ছায়ায়,
তাতেই তো আমি কেমন বদলে গেছি।

কিন্তু অই লোকটি, যে তোমার ছায়ায় বাস করে রাতদিন,
তোমার সঙ্গে এক রিকশায় যায়,
একই খাটে ঘুম যায়,– সে কেনো এমন হচ্ছে দিন দিন!

তোমার ছায়ায় ঢুকে গিয়েছিলাম,
আমাকে ছুঁয়ে ফেলেছিলো তোমার অন্যমনস্ক আঙুল–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতেই তো আমার বুকের বাম ভূখণ্ড জুড়ে জন্ম নিয়েছে জোহান্সবার্গের
সোনার খনির থেকেও গভীর ব্যাপক এক জোহান্সবার্গ!

কিন্তু অই লোকটি, যে তোমাকে বৃষ্টি না নামলেও আধঘণ্টা আদর করে,
সে কেনো এমন হচ্ছে দিন দিন? গালে তার চালকুমড়োর মতো মাংস
জমছে, দেখা দিচ্ছে চটের বেল্টের মতো গলকম্বল;
পেট বেরিয়ে পড়ছে ট্রাউজার ঠেলেঠুলে; এবং দিন দিন
আহাম্মক আহাম্মক হ'য়ে উঠছে!

আমি তো একবার শুধু স্বপ্নে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম,
তাতেই তো আমার ৭০০০, ০০০, ০০০, ০০০. ০০০, ০০০, ০০০ বাহু ওষ্ঠ
ঝকেঝকে সোনা হ'য়ে গেছে!

কিন্তু অই লোকটি, যে তোমাকে নিয়ে শোয় প্রতিরাত
কিন্তু অই লোকটি, যে তোমাকে কাছে পায় প্রতিদিন
কিন্তু অই লোকটি, যে তোমাকে জমজমাট গর্ভবতী করে বছর বছর
সে কেনো একটা আস্ত গাধা হ'য়ে যাচ্ছে দিন দিন!

তুমি যাকে দেহ দাও, তাকে সাধা করো
তুমি যাকে স্বপ্ন দাও, তাকে সোনা করো!

না, তোমাকে মনে পড়ে নি

সাত শতাব্দীর মতো দীর্ঘ সাত দিন পর নিঃশব্দে এসে তুমি
জানতে চাও : 'আমাকে কি একবারও মনে পড়েছে তোমার?'
–না; শুধু রক্তে কিছু মুমূর্ষা ও গোঙানি দেখা দিয়েছিলো
রোববার ভোর থেকে; ট্রাকের চাকার তলে খিন্ন প্রজাপতির মতোন রিকশা
আর শিশুটিকে দেখেও কষ্ট পাই নি; বুঝতে পারি নি কিংকর্তব্যবিমূঢ়
আঙুলে আবার কখন উঠেছে সিগ্রেট। চারটি ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বিকল
হ'য়ে খুব তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছিলো শ্রুতি– পৃথিবীর সমস্ত পায়ের শব্দের
বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বুঝেছি, শুধু একজোড়া স্যাণ্ডালের ঠুমরি শুনি নি।
বুঝেছি যা-কিছু লিখেছে পাঁচ হাজার বছর ধ'রে মানুষ ও তাদের
দেবতারা– সবই অপাঠ্য, অন্তঃসারশূন্য, ভারি বস্তাপচা। আর অই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীরবীন্দ্রনাথকে মনে হয়েছে নিতান্তই গদ্যলেখক, শোচনীয় গৌণ এক কবি।
জীবন, বিজ্ঞান, কলা, রাজনীতি– সমস্ত কিছুকে মনে হয়েছে সে-অভিধানে
সংকলিত শব্দপুঞ্জ, যাতে প্রত্যেক শব্দের অর্থ– 'শূন্যতা, নিরর্থ প্রলাপ'।
–না; সাত শতাব্দী ধ'রে তোমাকে একবারও মনে পড়ে নি।

তোমাকে ছাড়া কী ক'রে বেঁচে থাকে

তোমাকে ছাড়া কি ক'রে যে বেঁচে থাকে জনগণ!
তুমি যার পাশে নেই কী উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকে তারা?
আমি, কিছুতেই, বুঝতে পারি না কীভাবে তোমাকে ছাড়া
–উদ্দেশ্যবিহীন– বেঁচে আছে এ-দুর্দশাগ্রস্ত গ্রহের
দেড় হাজার মিলিয়ন মানুষ। অনাহার, রোগ, শোক,
খরা, ঝড়, ভূমিকম্প আর ব্যাপক মানবাধিকারহীনতায়
তারা যতো কষ্ট পায় তারও বেশি কষ্ট পায়
তোমার অভাবে। তুমি যার পাশে নেই, মেয়ে, সে-ই ভোগে
রক্তচাপে হৃদরোগে। দেশে ও বিদেশে যে শ্রমিকেরা
এতো ক্লান্ত তার মূলে তোমার অভাব, আর শতাব্দীপরম্পরায়
কৃষকেরা যে দুরারোগ্য হতাশায় ভোগে তারও কারণ
তুমি পাশে নেই কৃষকের। আমলার অনিদ্রার মূলে তুমি,
আইনশৃঙ্খলারক্ষীবাহিনী যে সামান্য উসকানিতে এতো হিংস্র
হ'য়ে ওঠে তারও কারণ তুমি, মেয়ে, তাদের মুখের
দিকে চোখ তুলে তাকাও নি কখনো · মন্ত্রীরা বিমর্ষ–
কারণ তাদের তুমি একযোগে প্রত্যাখ্যান করেছো।
সে তো অন্ধ যে তোমাকে অন্তত একবার চোখ ভ'রে কখনো দেখে নি।
যার সাথে অন্তত একবার তুমি কথা বলো নি, সে কখনো
শোনে নি সুর অথবা গান। তুমি যার মুঠো নিজের মুঠোতে
একবারও ধরো নি, সে কখনো জীবনচাঞ্চল্য আর
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বোঝে নি। আর যে তোমাকে ডানা-মেলা
ইস্কুটারে শহর পেরিয়ে নিয়ে একঝোপ কাশের গুচ্ছের পাশে
দু-হাতে জড়িয়ে ধ'রে অসাধারণ সূর্যাস্ত দ্যাখে নি,
সে কখনো অমরতার আস্বাদ পাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে ভালোবাসার পর

আমাকে ভালোবাসার পর আর কিছুই আগের মতো থাকবে না তোমার,
যেমন হিরোশিমার পর আর কিছুই আগের মতো নেই
উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত।
যে-কলিংবেল বাজে নি তাকেই মুর্হুমুর্হ শুনবে বজ্রের মতো বেজে উঠতে
এবং থরথর ক'রে উঠবে দরোজাজানালা আর তোমার হৃৎপিণ্ড।
পরমুহূর্তেই তোমার ঝনঝন-ক'রে-ওঠা এলোমেলো রক্ত
ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যেমন একাত্তরে দরোজায় বুটের অদ্ভুত শব্দে
নিথর স্তব্ধ হ'য়ে যেতো ঢাকা শহরের জনগণ।

আমাকে ভালোবাসার পর আর কিছুই আগের মতো থাকবে না তোমার।
রাস্তায় নেমেই দেখবে বিপরীত দিক থেকে আসা প্রতিটি রিকশায়
ছুটে আসছি আমি আর তোমাকে পেরিয়ে চ'লে যাচ্ছি
এদিকে-সেদিকে। তখন তোমার রক্তে আর কালো চশমায় এতো অন্ধকার
যেনো তুমি ওই চোখে কোনো দিন কিছুই দ্যাখো নি।

আমাকে ভালোবাসার পর তুমি ভুলে যাবে বাস্তব আর অবাস্তব,
বস্তু আর স্বপ্নের পার্থক্য। সিঁড়ি ভেবে পা রাখবে স্বপ্নের চুড়োতে,
ঘাস ভেবে দু-পা ছড়িয়ে বসবে অবাস্তবে,
লাল টকটকে ফুল ভেবে খোঁপায় গুঁজবে গুচ্ছ গুচ্ছ স্বপ্ন।

না-খোলা শাওয়ারের নিচে বারোই ডিসেম্বর থেকে তুমি অনন্তকাল দাঁড়িয়ে
থাকবে এই ভেবে যে তোমার চুলে ত্বকে ওষ্ঠে গ্রীবায় অজস্র ধারায়
ঝরছে বোদলেয়ারের আশ্চর্য মেঘদল।

তোমার যে-ঠোঁটে চুমো খেয়েছিলো উদ্যমপরায়ণ এক প্রাক্তন প্রেমিক,
আমাকে ভালোবাসার পর সেই নষ্ট ঠোঁট খসে প'ড়ে
সেখানে ফুটবে এক অনিন্দ্য গোলাপ।

আমাকে ভালোবাসার পর আর কিছুই আগের মতো থাকবে না তোমার।
নিজেকে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মনে হবে যেনো তুমি শতাব্দীর পর শতাব্দী
শুয়ে আছো হাসপাতালে। পরমুহূর্তেই মনে হবে
মানুষের ইতিহাসে একমাত্র তুমিই সুস্থ, অন্যরা ভীষণ অসুস্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহর আর সভ্যতার ময়লা স্রোত ভেঙে তুমি যখন চৌরাস্তায় এসে
ধরবে আমার হাত, তখন তোমার মনে হবে এ-শহর আর বিংশ শতাব্দীর
জীবন ও সভ্যতার নোংরা পানিতে একটি নীলিমা-ছোঁয়া মৃণালের শীর্ষে
তুমি ফুটে আছো এক নিষ্পাপ বিশুদ্ধ পদ্ম–
পবিত্র অজর।

তোমার পায়ের নিচে

আমার থাকতো যদি একটি সোনার খনি
তাহলে দিনরাত খুঁড়েখুঁড়ে আমি মুঠো ভ'রে ভ'রে তুলে আনতাম
সূর্য আর চাঁদ-জ্বলা সোনার কণিকা,
সোনায় দিতাম মুড়ে শহরের সমস্ত সড়ক–
অন্যমনস্ক তুমি হেঁটে যেতে তীক্ষ্ণ স্যান্ডলের শব্দ তুলে তুলে।

আমার থাকতো যদি মুক্তোয় ভরা একটা উপসাগর
তাহলে দিনরাত আমি ডুবুরির মতো মুঠো ভ'রে ভ'রে তুলে আনতাম
সবুজ আর লাল আর নীল আর উজ্জ্বল আর ঝলমলে মুক্তো,
মুক্তো ছড়িয়ে দিতাম শহরের সমস্ত সড়কে–
অন্যমনস্ক তুমি হেঁটে যেতে তীক্ষ্ণ স্যান্ডলের শব্দ তুলে তুলে।

একটি পদ্মদিঘি থাকলেও আমি মধ্যরাতে
মুখে ক'রে তোমার দরোজায় নিয়ে আসতাম শুভ্র পদ্মের কেশর।

পৃথিবীর শেষ প্রান্তে আমার থাকতো যদি
একটা লাল টকটকে গোলাপ বাগান, যাতে ফোটে শতবর্ষে একটি গোলাপ
তাহলে চোখের মণিতে গেঁথে নিয়ে আসতাম গোলাপ পাপড়ি,
বিছিয়ে দিতাম তোমার সড়কে–
অন্যমনস্ক তুমি হেঁটে যেতে তীক্ষ্ণ স্যান্ডলের শব্দ তুলে তুলে।

আমার কিছুই নেই–
আছে শুধু করুণ কম্প্র টলোমলো একরাশ বিষণ্ন স্বপ্ন–
সেই স্বপ্নগুলো আমি বিছিয়ে দিয়েছি শহরের সমস্ত সড়কে–
তুমি আস্তে হাঁটো–তোমার পায়ের নিচে
ডুকরে ওঠে দীর্ঘশ্বাসের চেয়েও কোমল কাতর আমার বিষণ্ন স্বপ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতোবার লাফিয়ে পড়েছি

কতোবার লাফিয়ে পড়েছি ঠোঁটে ছাই হ'য়ে গেছি।
গ্রীবা জুড়ে শত্রু শহরের মতো ঝলোমলো মানিক্যখচিত তিল,
ঝাঁপিয়ে পড়েছি কতোবার আত্মহত্যালুব্ধ কামিকাজি বোমারু বিমান।
চৌরাস্তায় বিনামেঘে ঝলসানো রৌদ্রে কালো চুলে
আকাশের এপারওপার ফেড়ে ঝনঝন ক'রে ছিটকে পড়েছি বজ্রপাত।
জংঘাস্রোত তোলপাড় ক'রে অতল মধ্যসাগরের দিকে
কতোবার পেখম ছড়িয়ে ছুটে গেছি উত্তেজিত লাল রুই,
জড়িয়ে পড়েছি কতোবার আদিম আগুনের লতাগুল্মজালে।
হাতুড়ি পেরেক ঠুকে, পিছলে প'ড়ে, আবার দাঁড়িয়ে, পুনরায় পিছলে প'ড়ে
এবং দাঁড়িয়ে আসন্ধ্যাসকাল শ্রমে সময়ের শেষ পারে
কতোবার একলা চড়েছি থরোথরো দ্বৈতশৃঙ্গে,
–এক শৃঙ্গ থেকে অন্য শৃঙ্গ অনন্তকাল দূরবর্তী–
ফসকে পড়েছি কতোবার মৃত্যুরঙ প্রবালপাথার অসমভূমিতে।
নখে ছিঁড়ে হলদে মোড়ক তামাটে টফির মতো
কতোবার ছুঁড়েছি জিভের খসখসে তলে,
চুষতে গিয়ে কতোবার আটকে গেছো তালুতে মূর্ধায়।
শুধু একবারই ঢুকে গিয়েছিলাম হৃৎপিণ্ডে– গেঁথে আছি
জীবনের বাট-পরা জংধরা মুর্মূষু ছুরিকা।

আমি যে সর্বস্বে দেখি

তুমি কি গতকাল ভোরে ধানমণ্ডি হ্রদের স্তরে স্তরে
বিন্যস্ত ঢেউয়ের সবুজ সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলে আনমনে
হেঁটে গিয়েছিলে?
–না–
গতকাল দুপুরে তুমি কি শহর পেরিয়ে গিয়ে দিগন্তপারের
সব গাছ, তৃণ, লতা, গুল্ম, প্রতিটি পল্লব
ছুঁয়েছিলে– যেমন আমাকে ছোঁও– তোমার ওই দীর্ঘ শ্যামল আঙুলে?
–না–
তুমি কি মধ্যাহ্ন বৃষ্টির পর গতকাল আকাশের এপারেওপারে
টাঙানো রঙধনুতে ঝুলিয়ে দিয়েছিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার শরীরের রঙে ঝলমল করা একান্ত ব্যক্তিগত শাড়ি?
–না–
তুমি কি গতকাল পদ্মার পশ্চিম প্রান্তে নারকোল বনের আড়ালে
টেনে এনে ওই লাল তীব্র ঠোঁটে চুমো খেয়েছিলে
সূর্যাস্তকে?
–না–
তুমি শুধু বলো না–না–না–না;
কিন্তু আমি যে সর্বস্বে দেখি তোমাকেই।
ধানমণ্ডি হ্রদে যদি তুমি না-ই গিয়ে
থাকো তবে আমি কেনো ওই জলধির ঢেউয়ের সিঁড়িতে সিঁড়িতে
দেখি তোমার পায়ের দাগ? শহর পেরিয়ে যদি না-ই গিয়ে
থাকো তুমি দিগন্তপারের বৃক্ষের প্রান্তরে
তাহলে সেখানে কেনো লেগে আছে তোমার ত্বকের
একান্ত শ্যামল বর্ণ? রঙধনুতে তোমার শাড়ি না ঝুললে কেনো আমি
ওই সাতরঙে অত্যন্ত স্পষ্ট দেখি একটি অষ্টম রঙ?
আর যদি তুমি চুমো না-ই খেয়ে থাকো সূর্যাস্তকে,
তবে তার সারা মুখে ভ্যানগগের তুলির
বিশাল পোচের মতো কেনো লেগে ছিলো তোমার ঠোঁটের
গাঢ়-ভেজা লাল রেভলন?

AMARBOI.COM

কবিতা– কাফনে-মোড়া অশ্রুবিন্দু

পংক্তির প্রথম শব্দ, ডানা-মেলা জেট,
দাঁড়িয়ে রয়েছে টার্মিনালে। শব্দের গতির চেয়ে দ্রুতবেগে
বায়ু-মেঘ-নীল ফেড়ে উড়াল মাছের মতো নামে
পংক্তির শেষ শব্দের বন্দরে। অতল সমুদ্রপারে, দ্বিতীয় পংক্তির
সম্মুখ জুড়ে, ভিড়ে আছে সাবমেরিন, ডুবে যায়
কালো তিমি, প্রবাল তুষার ভেঙে অসংখ্য সূর্যাস্ত দেখে
ভুশভুশ ক'রে ভেসে ওঠে দ্বিতীয় স্তবকের দিকচিহ্নহীন
মধ্যসাগরে। তৃতীয় স্তবকে আচমকা
জ্যোৎস্না ঠেলে ঝনঝনাৎ বেজে ওঠে নর্তকীনূপুর–
দশদিগন্তে মঞ্চেমঞ্চে ডানা মেলে বর্ণাঢ্য ময়ূর!
ব্লাউজ-উপচে-পড়া কিশোরীর ব্যাপ্ত বুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোধ করে পঞ্চম স্তবকের পথঘাট, উত্তেজিত ক্ষিপ্ত
ট্রাক রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাল দেয় লাল
টয়োটাকে। একনায়কের কামান মর্টার স্টেনগানে
বধ্যভূমি হ'য়ে ওঠে দ্বাদশ পংক্তির
উপান্তে অবস্থিত বিদ্রোহী শহর,
লাল গড়িয়ে গড়িয়ে স্বয়ং রচিত হ'য়ে ওঠে
ত্রয়োদশ-চতুর্দশ-পঞ্চদশ পংক্তি, এবং
টলমল করতে থাকে সমগ্র কবিতা–
কাফনে-মোড়া এক বিন্দু
অশ্রু!

বাঙলা ভাষা

শেকলে বাঁধা শ্যামল রূপসী, তুমি-আমি দুর্বিনীত দাসদাসী–
একই শেকলে বাঁধা প'ড়ে আছি শতাব্দীর পর শতাব্দী।
আমাদের ঘিরে শাঁইশাঁই চাবুকের শব্দ, স্তরেস্তরে শেকলের ঝংকার।
তুমি আর আমি সে-গোত্রের যারা চিরদিন উৎপীড়নের মধ্যে গান গায়–
হাহাকার রূপান্তরিত হয় সঙ্গীতে-শোভায়।

লকলকে চাবুকের আক্রোশ আর অজগরের মতো অন্ধ শেকলের
মুখোমুখি আমরা তুলে ধরি আমাদের উদ্ধত দর্পিত সৌন্দর্য :
আদিম ঝরনার মতো অজস্র ধারায় ফিনকি দেয়া টকটকে লাল রক্ত,
চাবুকের থাবায় সূর্যের টুকরোর মতো ছেঁড়া মাংস
আর আকাশের দিকে হাতুড়ির মতো উদ্যত মুষ্টি।

শাঁইশাঁই চাবুকে আমার মিশ্র মাংসপেশি পাথরের চেয়ে শক্ত হ'য়ে ওঠে
তুমি হ'য়ে ওঠো তপ্ত কাঞ্চনের চেয়েও সুন্দর।
সভ্যতার সমস্ত শিল্পকলার চেয়ে রহস্যময় তোমার দু-চোখ
যেখানে তাকাও সেখানেই ফুটে ওঠে কুমুদকহ্লার–
হরিণের দ্রুত ধাবমান গতির চেয়ে সুন্দর ওই ভ্রূ-যুগল
তোমার পিঠে চাবুকের দাগ চুনির জড়োয়ার চেয়েও দামি আর রঙিন
তোমার দুই স্তন ঘিরে ঘাতকের কামড়ের দাগ মুক্তোমালার চেয়েও ঝলোমলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার 'অ, আ' চিৎকার সমস্ত আর্যশ্লোকের চেয়েও পবিত্র অজর

তোমার দীর্ঘশ্বাসের নাম চণ্ডীদাস
শতাব্দীকাঁপানো উল্লাসের নাম মধুসূদন
তোমার থরোথরো প্রেমের নাম রবীন্দ্রনাথ
বিজন অশ্রু বিন্দুর নাম জীবনানন্দ
তোমার বিদ্রোহের নাম নজরুল ইসলাম

শাঁইশাঁই চাবুকের আক্রোশে যখন তুমি আর আমি
আকাশের দিকে ছুড়ি আমাদের উদ্ধত সুন্দর বাহু, রক্তাক্ত আঙুল,
তখনি সৃষ্টি হয় নাচের নতুন মুদ্রা; ফিনকি দেয়া লাল রক্ত
সমস্ত শরীরে মেখে যখন আমরা গড়িয়ে পড়ি ধূসর মাটিতে এবং আবার
দাঁড়াই পৃথিবীর সমস্ত চাবুকের মুখোমুখি,
তখনি জন্ম নেয় অভাবিত সৌন্দর্যমণ্ডিত বিশুদ্ধ নাচ।
এবং যখন শেকলের পর শেকল চুরমার ক'রে ঝনঝন ক'রে বেজে উঠি
আমরা দুজন, তখনি প্রথম জন্মে গভীর ব্যাপক শিল্পসম্মত ঐকতান
আমাদের আদিগন্ত আর্তনাদ বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের
একমাত্র গান।

AMARBOI.COM

ব্যাধিকে রূপান্তরিত করছি মুক্তোয়

একপাশে শূন্যতার খোলা, অন্যপাশে মৃত্যুর ঢাকনা,
প'ড়ে আছে কালো জলে নিরর্থ ঝিনুক।
অন্ধ ঝিনুকের মধ্যে অনিচ্ছায় ঢুকে গেছি রক্তমাংসময়
আপাদমস্তক বন্দী ব্যাধিবীজ। তাৎপর্য নেই কোনোদিকে–
না জলে না দেয়ালে– তাৎপর্যহীন অভ্যন্তরে ক্রমশ উঠছি বেড়ে
শোণিতপ্লাবিত ব্যাধি। কখনো হল্লা ক'রে হাঙ্গরকুমিরসহ
ঠেলে আসে হলদে পুঁজ, ছুটে আসে মরা রক্তের তুফান।
আকস্মিক অগ্নি ঢেলে ধেয়ে আসে কালো বজ্রপাত।
যেহেতু কিছুই নেই করণীয় ব্যাধিরূপে বেড়ে ওঠা ছাড়া
নিজেকে– ব্যাধিকে– যাদুরসায়নে রূপান্তরিত করছি শিল্পে–
একরত্তি নিটোল মুক্তোয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু

বাহাত্তরে, স্বাধীনতার অব্যবহিত-পরবর্তী কয়েক মাস,
একটি প্রতীকী চিত্রকল্প– রাইফেলের নলের শীর্ষে রক্তিম গোলাপ–
আমাকে দখল ক'রে থাকে। সেই চিত্রকল্পরঞ্জিত কোনো এক মাসে,
মধ্য-বাহাত্তরে, এখন আবছা মনে পড়ে, আমি
প্রথম দেখেছিলাম নাসিরুল ইসলাম বাচ্চুকে। সদ্য গ্রাম থেকে আসা
ওই ঝলমলে সবুজ তরুণকে দেখে আমার স্বাধীনতালব্ধ
চিত্রকল্প আরো জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছিলো, এবং এখন ব্যাপক
স্মৃতিবিনাশের পরেও আমার মনে পড়ে সংক্রামক আশাবাদের
বাহাত্তরে আমিও কিছুটা আশাবাদী হ'য়ে উঠেছিলাম।
স্বপ্ন দেখেছিলাম রাজিয়ার নখের মতো উজ্জ্বল লাল দিন,
সব ভুল সংশোধিত হবে, সংশোধিত হবে, সংশোধিত হবে
ব'লে আমিও অন্তর্লোকে জপেছিলাম অত্যন্ত অসম্ভব মন্ত্র।

কিন্তু আশা– অন্ধ আর নির্বোধের দুঃস্বপ্ন– টেকে নি; আরেক ডিসেম্বর
আসতে-না-আসতেই আমার স্বাধীনতালব্ধ প্রতীকী চিত্রকল্প
নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি স্বেচ্ছানির্বাসনে যাই, আর তিন বছরে
বাঙলাদেশ অনাহার, হাহাকার, অসুস্থতা, পরাবাস্তব খুনখারাবিতে
ভ'রে ওঠে অ্যালান পোর গল্পের মতোন। ফিরে এসে দেখি
বাঙলাদেশে বিদ্রোহ-বিপ্লব-স্বপ্ন ও আশার যুগের পর গভীর ব্যাপক
এক অপ্রকৃতিস্থতার যুগ শুরু হ'য়ে গেছে। এবং তখনি
এক দিন রাস্তায় আবার দেখা হয় নাসিরুল ইসলাম বাচ্চুর সাথে :
দেখি সেও নষ্ট হ'য়ে গেছে আমার স্বাধীনতালব্ধ চিত্রকল্পের
মতোই– সূক্ষ্ম তন্তুর এপারের বাস্তবতা পার হ'য়ে বাচ্চু অনেক দূরে
চ'লে গেছে তন্তুর ওপারে। এরপর তার ক্রমপরিণতি, অনেকের
মতো, আমিও দেখেছি। সে আবর্তিত হ'তে থাকে রোকেয়া হলের
স্বপ্নদরোজা থেকে নীলখেতের দুঃস্বপ্ন পর্যন্ত– বিড়বিড়
করতে করতে হাঁটে আর ভাঙা দেয়ালের ওপরে ব'সে 'প্রেম, প্রেম,
বিপ্লব, বিপ্লব' ব'লে চিৎকার ক'রে থুতু ছুঁড়ে দেয় শহর-স্বদেশ-
সভ্যতা-স্বাধীনতা প্রভৃতি বস্তুর মুখে। কয়েক বছরে
যৌবন জীর্ণ হ'য়ে নাসিরুল ইসলাম বুড়ো হ'য়ে যায়,
(এ-সময়ে, আমি লক্ষ্য করেছি, যুবকেরাই যৌবন হারিয়েছে
দ্রুতবেগে, আর বাতিল বুড়োরা সে-যৌবন সংগ্রহ ক'রে
বেশ টসটসে হ'য়ে উঠেছে দিন দিন) তার চোয়াল দিকে দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে পড়ে, মাথায় জন্ম নেয় বাঙলাদেশের মতো এক ভয়ংকর জট,
আর সে বাঁ-হাতে আস্তিনের তলে বইতে থাকে একখণ্ড ইট।

পাঁচ বছরে আমার বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প– রাইফেলের নলের শীর্ষে
রক্তিম গোলাপ– রূপান্তরিত হয় একমাথা ভয়ংকর জট আর
আস্তিনের তলে একখণ্ড ইটে। স্বাভাবিক বাস্তবতা পেরিয়ে যারা
অস্বাভাবিক বাস্তবতায় ঢুকে পড়ে, তারা নতুন বাস্তবতায় ঢোকার
আশ্চর্য মাসগুলোতে সবখানে দেখতে পায় নিজের প্রভাব। নাসিরুলও
তার দ্বিতীয় বাস্তবতায় ঢোকার প্রথম পর্যায়ে বাঙলা ভাষার
সমস্ত গদ্যেপদ্যে দেখতে পেতো নিজের প্রভাব। কলাভবনে একদিন
সে আমার ঘরে ঢুকে পড়ে, এবং টেবিল থেকে *সপ্তঋষিতা*
তুলে ওই অমর গ্রন্থের প্রত্যেকটি ছত্রে সে নিজের সুস্পষ্ট প্রভাব
দেখে প্রচণ্ড চিৎকার ক'রে ওঠে। বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের
সমস্ত কবিতা ওর কবিতার অক্ষম নকল ব'লে দাবি করে। আমি
ওর দিকে আমার একটি কবিতা বাড়িয়ে দিয়ে জানতে চাই
কবিতাটি ওর কোনো কবিতা নকল ক'রে লেখা কি না?
নাসিরুল কবিতাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে, দ্বিতীয় স্তবকে
'ভালোবাসি' শব্দটি পেয়েই শোরগোল ক'রে বলে, 'এইটা আমার শব্দ,
আমার কবিতা থেকে মেরে দিয়েছেন।' খলখল ক'রে হাসে নাসিরুল।
আমি জানি নাসিরুল ইসলাম বাচ্চুর কবিতার কোনো প্রভাব পড়ে নি
কারো ওপরেই– কিন্তু আজকাল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, রাস্তায়
হাঁটি, ক্লাবের আড্ডায় বসি, বন্ধুর সংসর্গে আসি, খবরের কাগজ
পড়ি, টেলিভিশনের বাক্স খুলি, তখন বুঝতে পারি চারদিকে কী গভীর
তীব্রভাবে পড়ছে নাসিরুল ইসলাম বাচ্চুর ব্যক্তিগত প্রভাব।
নাসিরুলকে অনুসরণ ক'রে দলে দলে লোকজন চ'লে যাচ্ছে তন্তুর ওপারে।
একুশের উৎসবে বাঙলা একাডেমিতে এক স্টলের সামনে
দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা কয়েকজন, দেখলাম রিকশা থেকে নামছেন
এক অর্ধপল্লী অর্ধআধুনিক কবি,– লাল টাই অদ্ভুত জাকেট
গায়ে তাঁর, সব কিছু অবহেলা ক'রে আমাদের কাছাকাছি এসে
কিছুক্ষণ এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেনো বাঙলা একাডেমির
বুড়ো বটের শাখায় দেখতে পাচ্ছিলেন গোটা দুই ফেরেশতার ডানা।
তিনি কথা শুরু করতেই আমি দেখলাম সরু সুতো পেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি,
রূপান্তরিত হচ্ছেন– তাঁর বিকট মাথায় জড়ো হ'য়ে উঠছে জট, জামা
ছিঁড়ে যাচ্ছে, দড়িতে রূপান্তরিত হচ্ছে টাই, এবং বাঁ-হাতে আস্তিনের
কাছাকাছি ধ'রে আছেন একখণ্ড হলদে ইট। কলাভবনের বারান্দায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয় কবিতার খণ্ড খণ্ড পংক্তি বিড়বিড় করতে করতে
আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন এক তরুণ অধ্যাপক, কুশলবিনিময় ছাড়াই
বললেন, 'আমার যে-লেখাটিতে আমি এক নতুন তত্ত্ব...আপনি কি...
সেটা'... অমনি দেখতে পেলাম আমি তরুণ অধ্যাপক রূপান্তরিত
হচ্ছেন জট-ছেঁড়া শার্ট-ইটখণ্ডের সমষ্টিতে। অত্যন্ত আতংকে
দৌড়ে আমি ঘরে ঢুকে হাঁপাতে লাগলাম। বেইলি রোডে এক আমলার
সাথে দেখা হলো, দীর্ঘ সিগারেট বের ক'রে যেই তিনি আত্মপ্রকাশ
আরম্ভ করলেন, অমনি তাঁর অভ্যন্তর থেকে এক মাথা জট, বাঁ-হাতে
হলদে ইট নিয়ে বেরিয়ে পড়লো নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু।

এক জনতাজাগানো রাজনীতিকের সাথে দেখা হলো পানশালায়।
'নাসিরুল এখানেও আসে?' আমি বিস্মিত হ'য়ে যেই স'রে পড়ছিলাম,
তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, 'হেই ডক্টর আজাদ, আমাকে কি
চিনতে পারছেন না?' আমি দেখলাম নাসিরুল আমার পেছনে ছুটছে,
আর বাঁ-হাতের ইট তুলে আমাকে ডাকছে। পানটান ভুলে আমি
লাফিয়ে রাস্তায় নামলাম। আমার একটি ছাত্রী, 'আসি স্যার'
বলতেই দরোজা জুড়ে দেখলাম এক স্ত্রীলিঙ্গ নাসিরুল;
আমার ক্লাশের বিনম্র ছেলেটি একদিন এমনভাবে তাকায় আমার
দিকে যে আমি তার জট আর ইট দেখে দৌড়ে বেরিয়ে
আসি, সাত দিন আমি আর ক্লাশে যাই না।

এখন যখনি রাস্তায় হাঁটি, খবরের কাগজ উল্টোই, টেলিভিশনের
চব্বিশ ইঞ্চি বাক্সটা খুলি, ক্লাবে বা বাজারে যাই,
সচিবালয়ে ঢুকি, আলোচনা কক্ষে বা সভায় গিয়ে বসি, দেখতে পাই
আমাকে ঘিরে ফেলছে অসংখ্য নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু–
মাথায় বাঙলাদেশের মতো জট, ছেঁড়া শার্ট, বাঁ-হাতে হলদে ইটের খণ্ড।
সেদিন সন্ধ্যায় তিনটা আধাশিক্ষিত কবি, দুটি দ্বান্দ্বিক
প্রবন্ধকার, একটা দালাল, তিনটি লুম্পেন, দুটি এনজিও, পাঁচটি আমলার
সাথে সমাজ ও শিল্পের সম্পর্ক, শিল্প আর জীবনের বৈপরীত্য,
অর্থের মূলতত্ত্ব, তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির নোংরা ব্যাকরণ,
গণতন্ত্র, জলপাইরঙের উত্থান ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র বাক্য ছুঁড়ে
যখন রাস্তায় একা হেঁটে ফিরছিলাম, তখন চমকে উঠে টের পাই :
আমার মাথায় শক্ত হ'য়ে উঠছে জট, শার্ট ছিঁড়ে যাচ্ছে, গাল ভাঙা,
বাঁ-হাতে অত্যন্ত যত্নে আমি ধ'রে আছি একখণ্ড হলদে ইট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির লাশ

উদ্যত তোমার দিকে একনায়কের পিস্তল বেয়নেট ছোরা।
স্বপ্নসৌন্দর্যের চেয়ে বহু দামি দেশলাই, ক্লিপ, চটিজোড়া,
অন্তর্বাস। তুমিই চিহ্নিত শত্রু;– তাই দানবিক ট্রাক
গাল ভ'রে রক্ত চায়। শহরের পথেপ্রান্তে হিংস্র দশলাখ
বৈদ্যুতিক তার ঝুলে পড়ে তীব্র তেজে! দীর্ঘ বিক্ষুব্ধ মিছিল
চণ্ডস্বরে গর্জে ওঠে, 'আমরা চাই ছন্দোবদ্ধ, যতি আর মিল
দেয়া কড়া পদ্য, কবিতার দরকার নাই।' মাংসল যুবতী
দশটা গুণ্ডার সাথে ঘুম যায়, তবুও কী বিস্ময়কর সতী!
তার কৌমার্য ক্ষুণ্ন হয় কবিতায়। সমাজের কালো কুকুরেরা
চিৎকারে সন্ত্রস্ত করে স্বপ্নলোক, আতঙ্কিত পদ্ম-জ্যোৎস্না-ঘেরা
পশু ও মানুষ। অন্ধ রাজধানি ভ'রে রটে প্রচণ্ড উল্লাস–
সদর রাস্তায় চাই রক্তমাখা ছিন্নভিন্ন ঘৃণ্যতম লাশ।

ভেতরে ঢোকার পর

এক সময় বাইরে ছিলাম;– যা কিছুর অভ্যন্তর,
দরোজাজানালা আছে, যথা– অট্টালিকা, নারী, সংঘ,
পরিষদ, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, সভ্যতা প্রভৃতি–
প্রবেশাধিকার ছিলো না সে-সবে। দাঁড়িয়ে থেকেছি
বাইরে– শিলাবৃষ্টিতে, ঘূর্ণিঝড়ে, বোশেখি আঁধিতে,
আভালাঁসে, দাবানলের চেয়েও ক্রুদ্ধ হিংস্র রৌদ্রে,
ক্ষুধার্ত রাস্তায়। আমার বর্বর গোড়ালি-ঘর্ষণে
পিচে জ্বলতো কর্কশ আগুন; ট্রাউজার ছিঁড়ে ফেড়ে
দিগ্বিদিক বেরিয়ে পড়তো বিভিন্ন অশ্লীল অঙ্গ–
অশীল, উদ্ধত, রাগী, বেয়াদব। ঝড়ে লণ্ডভণ্ড
নৌকোর পালের মতো ছেঁড়া শার্ট তোলপাড় ক'রে
দেখা দিতো অসভ্য পাঁজর। যতোবার আমি গেছি
অভ্যন্তরসম্পন্ন সামগ্রীর কাছে– দূর থেকে
উন্মুক্ত দরোজা দেখে, খোলা দেখে জানালাকপাট–
ততোবার সেই সব স্বয়ংক্রিয় দরোজাজানালা
ধাতব ক্রেংকার তুলে মুহূর্তেই বন্ধ হ'য়ে গেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী– সুপরিকল্পিত অট্টালিকা, স্ফটিকে গঠিত,
চতুষ্কোণ, দুর্গম, কারুকার্যমণ্ডিত। চারদিক
সাজানোগোছানো, সামনে বাগান, গম্বুজ-সুড়ঙ্গ-
ঘেরা; ঝাড়লণ্ঠনসজ্জিত বৈঠকখানায় তীব্র
উৎসব; কক্ষে কক্ষে দ্বৈতশয্যা;– আমাকে দেখলেই
নিভতো সমস্ত বাতি, বন্ধ হতো আলোঝলকিত
ওই রঙিন ক্যাস্‌ল্‌। সমাজ– নোংরা ডাস্টবিন;
প্রকট দুর্গন্ধে বোঝা যায় ওই আবর্জনাস্তূপে
জ'মে আছে উন্মাদের পাতলা মল, মরা ব্যাঙ, বমি,
গর্ভস্রাব, প্লেগের ইঁদুর, হিসি, অশনাক্ত লাশ;
তবু ওই আবর্জনা বেড়া দিয়ে ব'সে আছে ঝানু
মলের সম্রাট। পরিষদ– অভিজাত গোরস্তান;
দেয়ালে গিলাফে সুরক্ষিত কতিপয় মাননীয়
মৃতদেহ মেপে যায় অমরতা; জীবনে জীবিত
ছিলো না ব'লেই ঠিকঠাক করে তারা কবরস্থ
হওয়ার পরে গর্তে চিরকাল বাঁচার কৌশল।
পরস্পরের দিকে উদ্যতছুরিকা নিয়ে শক্ত
দেয়ালের অভ্যন্তরে ঘাতকেরা গড়ে যা, তাইতো
সংঘ;– ফিনকি-দেয়া রঙিন রক্তের চেয়ে মনোরম
দৃশ্য নেই, সংঘবদ্ধ ঘাতকেরা দরোজাজানালা
সেঁটে মনপ্রাণভ'রে রক্তের দৃশ্য দেখে যায়।
রাষ্ট্র– দেয়াল, প্রহরী, গুপ্তচর, ভয়াল পরিখা,
রক্ষী, সুড়ঙ্গ ও ঘনঘন ষড়যন্ত্র; মধ্যরাতে
বুটের অদ্ভুত শব্দ, পিস্তলের জঘন্য উল্লাস।
সভ্যতা– সম্ভ্রান্ত পতিতাপল্লী, যাতে আশ্লেষের
অধিকার পায় তারা যারা কোনো দিন দুঃস্বপ্নেও
দ্যাখেনি বর্বর রৌদ্র, গোখরোর দুর্দান্ত মস্তক।

আমি, প্রবেশাধিকারহীন ওই দরোজাজানালা
অভ্যন্তরমণ্ডিত সামগ্রীতে, বাইরে থেকেছি
যুগযুগ। যা কিছুর অভ্যন্তর, দরোজাজানালা
নেই, যা কিছু আপাদমস্তক বাইর, বহির্দেশ
আমি সে-সবে থেকেছি। এক পা রেখেছি টলোমলো
শিশিরবিন্দুর শিরে, অন্য পা রাখার স্থানাভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসারিত ক'রে তাকে পাঠিয়েছি অনন্তের দিকে।
ক্ষুধা ছিলো আমার খাদ্য ও পানীয়; দিনরাত
একশো ইন্দ্রিয় দিয়ে খেয়েছি ক্ষুধার মতো অসম্ভব সুধা।
ক্ষুধা- সুধা- ক্ষুধা- সুধা; সারা রাত্রি জেগে থেকে
সর্বস্বে ঢেলেছি বীর্য– ওই মেঘ, তন্বী চাঁদ, পাখি,
শস্যকণা, পলিমাটি, উপত্যকা, মগ্ন মহাদেশ,
নগ্ন নদী, টাওয়ার, নর্তকী ঝরনা, কাছে-দূরে
স্বপ্নে দ্যাখা কিশোরী যুবতী, সবাই আমার বীর্যে
কমবেশি গর্ভবতী। প্রাগৈতিহাসিক নদী ছিলো
আমার শিরায়; বন্য মোষের মতো সারাক্ষণ
গোঁ-গোঁ করতো আমার প্রচণ্ড রক্ত– আমার জীবন।
এক দিন সব কিছু খুলেছে দরোজা– বন্ধ নারী,
অট্টালিকা, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, সংঘ, পরিষদ,
সভ্যতা– যা কিছু দরোজাসম্পন্ন, অভ্যন্তরমণ্ডিত।
আমি আরো অভ্যন্তরে যাবো ব'লে পা বাড়াই, দেখি
আর অভ্যন্তর নেই, আছে শুধু গাঢ় অন্ধকার।

আমার চারদিকে আজ ভারি পর্দা দোলে; ভারি পর্দা
দোলে, ভারি পর্দা দোলে; জীবনের দারুণ গর্জন
শোনা যায় পর্দার ওপারে। আমি অন্ধকার ঘরে
ব'সে আছি– ক্ষুধা নেই, রক্ত নেই; বহু দিন ঝড়,
নৌকোর উদ্দাম নাচ, যুবতীর উত্তেজিত স্তন,
শস্য, বর্ষণ দেখি নি। একদা আমার ক্ষিপ্ত বীর্য
বন্ধ্যা পাথরকেও করেছে পুষ্পবতী; সেই আমি,
এখন সংরাগহীন, নপুংসক, নিরুত্তাপ, জীর্ণ,
প্রতিভাবঞ্চিত, ম্লান; না, আমি বেরিয়ে পড়বো;
এই পর্দা, দেয়াল, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা লণ্ডভণ্ড ক'রে
আবার বর্বর ঝড় রৌদ্র ক্ষুধাভরা বাইরে বেরোবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপ্রাণিত কবি আর প্রেমিকের মতো

রবীন্দ্রনাথ

নিজেকে ঈগল, রহস্যের যুবরাজ, নীলিমায় ডানা-ঝাপটানো
দেবদূত ভাবা দূরে থাক, অধিকাংশ সময় নিজেকে মানুষও
ভাবতে পারি না। বোধ করি আমি কুকুর-শুয়োর-তেলেপোকা
প্রভৃতি ইতর পশু আর পতঙ্গের বংশোদ্ভূত;– ওদের সাথেই
গোত্রভুক্ত হ'য়ে উল্লাসে হাহাকারে প্রাণবন্ত ক'রে রাখি আদিগন্ত
আবর্জনাস্তূপ। বিষ্ঠার অতলে পাই সুখ; অন্ধকার আমার গোত্রের
প্রিয় ব'লে ডুবে যাই অত্যন্ত পাতালে, যাতে কোনো জ্যোৎস্নারৌদ্র
আমাদের ছুঁতেও পারে না। দুঃস্বপ্ন ব্যতীত কোনো স্বপ্ন দেখি না;
খুলি আর বুকের ভেতরে যে-সামান্য সোনা ছিলো, সে-সমস্ত ঝেড়ে
ফেলে ওই শোচনীয় শূন্যস্থান ভরেছি জঞ্জালে। কখনো সৌন্দর্য
দেখি নি, দেখবো এরকম সাধও পুষি না। শিল্পের ঐতিহ্য শুধু
রক্ষা করি ছুরিকায়, অর্থাৎ খুনোখুনিই আমাদের শুদ্ধ শিল্প;
রাস্তায় ফিনকি দিয়ে ঝ'রে পড়া রক্তের কারুকাজই প্রশংসিত
চিত্রকলা; দিকে দিকে ধর্ষণই আমাদের থরোথরো প্রেম।
জানি না মেধার কথা; কখনো মহত্ত্ব মনুষ্যত্ব প্রীতি অমরতা
শিহরণ দেয় নি রক্তে। শুধু ভালোবাসি ক্রীতদাসের চেয়েও
ঘৃণ্য অধীনতা– দাও দাও চতুর্দিকে স্বৈরাচারী, পাড়ায় অজস্র
গুণ্ডা, রাশিরাশি লাশে আর গাঢ়তম লাল রক্তে সাজাবো সভ্যতা।
অর্থাৎ আমি নই তোমার উত্তরাধিকারী, রবীন্দ্রনাথ; পতঙ্গ-
পশুর বংশোদ্ভূত আমি– আবর্জনাবাসী, যেখানে কখনো কোনো
রৌদ্র আর জ্যোৎস্না জ্বলে না। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময় আর পীড়া বোধ
করি যখন অতল আবর্জনা-অন্ধকার ভেদ ক'রে এই নোংরা
পতঙ্গেরও অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে তোমার অজর রৌদ্র এবং
লোকোত্তর জ্যোৎস্না, আর এ-পতঙ্গ পঙ্কপুঞ্জে থরোথরো কাঁপতে থাকে
অমর অনুপ্রাণিত কবি ও উন্মথিত প্রেমিকের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার ফটোগ্রাফ

নজরুল

তোমার বেশ কিছু ফটোগ্রাফ বাল্যকাল থেকে
দেখে আসছি পাঠ্যপুস্তকে, দেয়ালপঞ্জিতে, এগারোই জ্যৈষ্ঠের
ক্রোড়পত্রে, দেয়ালে, ড্রয়িংরুমে, এখানে
সেখানে। ছবিগুলো দেখে বোঝা যায় পোজ দিতে
তোমার বেশ ভালোই লাগতো, রবীন্দ্রনাথের মতো
স্মরণীয় ভঙ্গিতে, একটু নকল ক'রে, ক্যামেরার সামনে
দাঁড়াতে তুমিও চমৎকার দক্ষ হ'য়ে উঠেছিলে।
একটি ছবিতে চোখ বুজে কৃষ্ণের মতোই ঠোঁটের একটু
নিচে ধ'রে আছো বাঁশির ওষ্ঠ– যেনো তার সুরে কমিল্লা কৃষ্ণনগর
চট্টগ্রাম মালদহ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসবে
যুবতীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে।

বিষ্ণুপুরে দলমাদল কামানের পাশে সাংঘাতিক পোজ দিয়েছিলে
একবার। হাবিলদার বেশে বুক টানটান-করা ছবিগুলো
দেখে মনে হয় সুযোগসুবিধা পেলে তৃতীয় বিশ্বের
কোনো মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাতারাতি আবির্ভূত
হ'তে পারতে স্বেচ্ছাচারী ত্রাণকর্তারূপে। সুরসাধক,
পিতা, বেদুইন, প্রেমাতুর কবি ও অন্যান্য ভঙ্গিতে যে-সমস্ত
ছবি আছে, তার প্রত্যেকটিতেই চোখে পড়ে
সাংঘাতিক পোজপাজ, ওই সমস্ত ছবিতেই তুমি প'রে আছো
রঙচঙে বিভিন্ন বানানো মুখোশ।

কিন্তু একটি ছবিতে তুমি সম্পূর্ণ মুখোশহীন,
কোনো পোজ নেই তাতে; ওই ছবিটিতে তুমি অত্যন্ত আন্তরিক,
সৎ, প্রসাধনহীন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগের একটি ছবিতে
তুমি তাকিয়ে রয়েছো বিপন্ন, বিমূঢ়, অসহায় উন্মাদের মতো
যেনো এই নষ্ট সমাজ সভ্যতা হাঁ করেছে তোমাকে আপাদমস্তক
গিলে ফেলার জন্যে; আর তুমি অসহায়, নিরস্ত্র,
পালানোর পথহীন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় উন্মাদের মতো কুঁকড়ে গেছো
নিজের ভেতরে। এ-ছবিটিতে কোনো পোজ ও মুখোশ নেই;
এটিতে স্থিরচিত্রিত হ'য়ে আছে ভয়ংকর এক সত্য :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-নষ্ট অশ্লীল জঘন্য দুশ্চরিত্র চক্রান্তপরায়ণ বদমাশ
সমাজসভ্যতাকে রূপান্তরিত করার জন্যে তুমি উত্তেজিত
থেকেছো দিনরাত, সে-নষ্ট বিষাক্ত বিশ্বাসঘাতক
সমাজসভ্যতা পারে শুধু একজন নজরুল ইসলামকে
পঙ্গু ও নির্বাক ও উন্মাদ ক'রে দিতে। যখন তোমার কথা ভাবি
আমার চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মতো দুলে ওঠে ওই ছবি,
বুকের ভেতরে দেখতে পাই অবিকল তোমার ছবির মতোই নিজের
ফটোগ্রাফ, যাতে আমি এক বিশাল পাগলা গারদে তোমার মতোই
বিপন্ন আক্রান্ত উন্মাদ হ'য়ে নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে চলছি দিনরাত।

পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে

ক্রাচে-ভর-দেয়া স্টেনগান
হুইলচেয়ারে ধ'সে-পড়া বিধ্বস্ত মর্টার
ফুটপাতে প'ড়ে-থাকা বাতিল গ্রেনেড
নষ্ট বোমা থাবাহীন রয়েলবেঙ্গল

AMARBOI.COM

যখন খুঁড়িয়ে চলো পা-আর-ডানা-ভাঙা আলবাট্রসের মতো
শেরেবাঙলা নগরের বাস ট্রাক পুলিশিগাড়ির
বিবেকহীন সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে
হামাগুড়ি দিয়ে কাৎ হ'য়ে প'ড়ে থাকো নাবাবপুরের
ড্রেন কিংবা আবর্জনাস্তূপের পাশে
আলুর বস্তার মতো প'ড়ে থাকো হৃদস্পন্দনহীন বঙ্গভবনের
দেয়াল আর সান্ত্রীদের পদতলে
যখন প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করতে গিয়ে ব্যাকফায়ার করা
রাইফেলের মতো আর্তনাদ ক'রে ওঠে তোমাদের কণ্ঠস্বর
বিকল মেশিনগানের নলের মতো একেকবার
ঝিলিক দিতে গিয়ে অসহায়ভাবে ঢ'লে পড়ে একদা উদ্ধত
মাটি থেকে আকাশে ছড়ানো বাহু
তোমাদের হাজার হাজার চোখের দুপাশে যখন
ভয়ঙ্কর বিস্ফোরকের মতো বিস্ফোরিত হ'তে গিয়ে
ভেজা বারুদের মতো গ'লে পড়ে এক একটা বিশাল অশ্রুবিন্দু
তখন মনে হয় তোমরা আর যুদ্ধাহত নও
তোমরা সবাই পঙ্গু, আভিধানিক অর্থেই পঙ্গু!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রাচে-ভর-দেয়া স্টেনগান
এখন তোমরা পঙ্গু
তোমাদের ট্রিগারের সাথে
কোনো ম্যাগাজিন সংযুক্ত নয়।
হুইলচেয়ারে ধ'সে-পড়া বিধ্বস্ত মর্টার
এখন পঙ্গু তোমরা
তোমাদের ভেতরে এখন আর
বারুদ আর ইস্পাতের সংমিশ্রণ নেই।
ফুটপাতে প'ড়ে-থাকা বাতিল গ্রেনেড
এখন পঙ্গু তোমরা
তোমাদের ছুঁড়ে দিলে এখন আর
সামান্য শব্দও হবে না।
নষ্ট বোমা
এখন পঙ্গু তোমরা
দশবছরের প্রতিক্রিয়াশীল বর্ষণে
তোমাদের ভয়ঙ্কর হৃৎপিণ্ড নষ্ট হ'য়ে গেছে।
থাবাহীন রয়েলবেঙ্গল
এখন পঙ্গু তোমরা
তোমাদের থাবা আর ভয়াবহভাবে
ঝকঝক ক'রে উঠবে না।

AMARBOI.COM

এক দশকেই যুদ্ধাহত তোমরা সব পঙ্গু হ'য়ে গেছো।
এখন বাঙলাদেশে সব বাঙালিই পঙ্গু।

যে-বাঙালিকেই কুশল জিজ্ঞেস করি
সে-ই জানায় সে আপাদমস্তক পঙ্গু হ'য়ে গেছে।
নদীর ঘোলাটে জলকে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছো?
ছলছল করে জল : আমরা পঙ্গু।
পাখির ঝাঁককে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছো?
চর জুড়ে উত্তর আসে : আমরা পঙ্গু।
বিমর্ষ জোনাকিকে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছো?
নিভে যেতে যেতে জবাব দেয় : আমরা পঙ্গু।
ধানের হলদে শিষকে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছো?
আর্তনাদ ক'রে ওঠে ধানখেত : আমরা পঙ্গু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছেন?
উত্তর পাই : আমি পঙ্গু।
স্ত্রীকে কাছে টানলে কান্না শুনি : আমি পঙ্গু।
আমার যে-কন্যা সমস্ত প্রতিরোধ সত্ত্বেও জন্মাতে পেরেছে
তাকে জিজ্ঞেস করি : আম্মু, তুমি কেমন আছো?
তার স্বর শুনি : আমি পঙ্গু।
আমার যে-সন্তান ভ্রূণ হ'য়ে মায়ের অভ্যন্তরে যুদ্ধরত
তাকে জিজ্ঞেস করি : অনাগত, কেমন রয়েছো?
তার কণ্ঠ শুনি : আমি পঙ্গু।
ছাত্রকে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছো?
উত্তর : পঙ্গু।
তার প্রেমিকাকে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছো?
উত্তর : পঙ্গু।
চাষীকে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছেন?
উত্তর : পঙ্গু।
শ্রমিককে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছেন?
উত্তর : পঙ্গু।
রিকশঅলাকে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছেন?
উত্তর : পঙ্গু।
ঠেলাঅলাকে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছো?
উত্তর : পঙ্গু।
কাজের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি : কেমন আছিস?
উত্তর : পঙ্গু।

আমার স্বপ্নকে আলিঙ্গনে বেঁধে ওষ্ঠে ঠোঁট রেখে
নিঃশব্দে জানতে চাই : কেমন রয়েছো প্রিয়তমা?
নিঃশব্দে জানায় সে : পঙ্গু।

পঙ্গু
পঙ্গু
পঙ্গু
পঙ্গু
পঙ্গু
পঙ্গু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন বাঙলাদেশে সব বাঙালিই আপাদমস্তক পঙ্গু।

ক্রাচে-ভর-দেয়া স্টেনগান
এখন বাঙলাদেশ তোমাদের মতোই পঙ্গু
হুইলচেয়ারে ধ'সে-পড়া বিধ্বস্ত মর্টার
এখন বাঙলাদেশ তোমাদের মতোই পঙ্গু

এক দশকেই মুক্তিযোদ্ধা
বাঙালি
আর বাঙলাদেশ
মাথা থেকে হৃৎপিণ্ড থেকে পা পর্যন্ত পঙ্গু হ'য়ে গেছে।

পৃথিবীতে একটিও বন্দুক থাকবে না

নিত্য নতুন ছোরা, ভোজালি, বল্লম উদ্ভাবনের নাম এ-সভ্যতা।
আমি যে-সভ্যতায় বাস করি
যার বিষ ঢোকে ঢোকে গিলে নীল হ'য়ে যাচ্ছে এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা
তার সারকথা হত্যা, পুনরায় হত্যা, আর হত্যা।

যেদিন আদিম গুহায় পাথর ঘ'ষে ঘ'ষে লাল চোখের এক মানুষ
প্রস্তুত করে ঝকঝকে ছুরিকা, সেদিন উন্মেষ ঘটে এ-সভ্যতার
সে যখন ওই ছুরিকা আমূল ঢুকিয়ে দেয়
প্রতিবেশীর লালরঙ হৃৎপিণ্ডে তখনি বিকাশ শুরু হয়
আমাদের আততায়ী সভ্যতার।

এ-সভ্যতা বাঁক নেয় একটা নতুন অস্ত্র আবিষ্কারের মুহূর্তে–
ভোজালি ছেড়ে বল্লমে উত্তরণ সূচনা করে নতুন যুগের,
বারুদের উদ্ভাবনে এ-সভ্যতা হ'য়ে ওঠে আপাদমস্তক আধুনিক।
এ-সভ্যতার যে-পর্যায়ে
মানুষকে খুবই পরিচ্ছন্ন সুচারুরূপে নিশ্চিহ্ন করা যায়,
সে-পর্যায়ই এ-সভ্যতার স্বর্ণযুগ–
আমাদের গৌরব আমরা আজ সভ্যতার অমানবিক স্বর্ণযুগে উপনীত হয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সৌভাগ্য আমরা খুনী সভ্যতার
চরম বিকাশ দেখতে দেখতে বিকলাঙ্গ, অন্ধ, বিকৃত
হ'য়ে চিহ্নহীন গোরে মিশে যাবো,
কিন্তু চমৎকার অক্ষত থাকবে নগর, আসবাবপত্র, পুঁজি, অর্থনীতি।

আমার শ্যামল কন্যা জন্ম নিয়ে দোলনায় উঠতেই দ্যাখে
তাকে ঘিরে ফেলেছে লাখলাখ সশস্ত্রবাহিনী।
আমার শ্যামল পুত্র জন্ম নিয়ে দোলনায় উঠতেই দ্যাখে
তার দিকে উদ্যত হ'য়ে আছে দশ কোটি অশ্লীল রাইফেল।
আমার কন্যা তার জননীর স্তনের দিকে তাকাতেই দ্যাখে
তাকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যে দশ হাজার ডিভিশন
পদাতিক বাহিনী কুচকাওয়াজ শুরু করেছে আমেরিকায়;
আমার পুত্র কোলে ওঠার জন্যে বাহু বাড়াতেই দ্যাখে
তিন শো বিমানবাহিনীর দশ হাজার বিমান
ছুটে আসছে তারই মাথা লক্ষ্য ক'রে;
আমার কন্যার বুক লক্ষ্য ক'রে সমুদ্রে সমুদ্রে
ছোটে আণবিক সাবমেরিন;
আমার পুত্রের মাথা লক্ষ্য ক'রে দশ দিক থেকে
নির্বিচারে নিক্ষিপ্ত হয় ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালাস্টিক মিসাইল।

কিন্তু না, পৃথিবীতে আর একটিও বন্দুক থাকবে না।

মানি কি না মানি
পাঁচ হাজার বছর ধ'রে পৃথিবীর সমস্ত
হোয়াইট হাউজ, ক্রেমলিন, দশনম্বর ডাউনিং স্ট্রিট আর বঙ্গভবন
দখল ক'রে আছে মাফিয়ার সদস্যরাই–
পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রপ্রধান মাফিয়ার সক্রিয় সদস্য।
শিশুর হাসির থেকে
বুলেটের খলখল শব্দ ওদের বহু গুণে প্রিয়,
গোলাপের গন্ধের চেয়ে লাশের গন্ধ ওদের কাছে বেশি প্রীতিকর।
শয়তান ওদের আত্মা গন্ধক বারুদ দিয়ে প্রস্তুত করেছে।

কিন্তু না, পৃথিবীতে আর একটিও বন্দুক থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ার চেয়েও মারাত্মক এক তেজস্ক্রিয়ায়,
যার নাম ক্ষুধা,
বিকলাঙ্গ হ'য়ে যাচ্ছে আফ্রিকা
অন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে এশিয়া
বিকৃত হ'য়ে যাচ্ছে আমেরিকা
পঙ্গু হ'য়ে যাচ্ছে ইউরোপ
তখনো মাফিয়ার সদস্যরা পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ার দুঃস্বপ্নে উন্মাদ।

মানুষের দুর্ভাগ্য মানুষ একটি মিশ্র প্রজাতি।
চিরকাল গাধার গর্ভে আর ঔরসে জন্ম নেয় গাধা,
গরুর গর্ভে ও ঔরসে জন্ম নেয় সরল শান্ত গরু,
বাঘের ঔরসে আর গর্ভে কখনো কালকেউটে জন্মে না,
যেমন কালকেউটে কোনো দিন কালকেউটে ছাড়া
প্রসব করে না হরিণ বা রাজহাঁস বা স্বপ্নের মতো কবুতর।
কিন্তু মানুষের ঔরসে আর গর্ভে আমি জন্ম নিতে
দেখেছি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাধা, নর ও নারীর সঙ্গমে
আমি ভূমিষ্ঠ হ'তে দেখেছি আফ্রিকার নেকড়ের চেয়েও
ভয়াবহ হিংস্র নেকড়ে। ওই নেকড়েরাই চির দিন পৃথিবী চালায়।

কিন্তু না, পৃথিবীতে আর কোনো নেকড়ে থাকবে না।
কিন্তু না, পৃথিবীতে আর একটিও বন্দুক থাকবে না।
পৃথিবীতে আর কোনো শিরস্ত্রাণ থাকবে না
পৃথিবীতে আর কোনো বুট থাকবে না
পৃথিবীতে থোকায় থোকায় জলপাই থাকবে
কিন্তু কোনো জলপাইরঙের পোশাক থাকবে না
আকাশভরা তারা থাকবে কিন্তু কারো বুকভরা তারা থাকবে না
পৃথিবীতে একটিও বন্দুক থাকবে না।

এখন নতুন সভ্যতায় উঠে যেতে হবে পৃথিবীকে
যাতে জন্মেই শিশু শিউরে না ওঠে
তিন বাহিনীর সম্মিলিত কুচকাওয়াজ দেখে,
ট্যাংকের অন্ধ ঘড়ঘড় আর বিমানের কোলাহল শুনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্ম নেয়ার পর তার দিকে দুলে উঠবে ধান আর গমের গুচ্ছ
তাকে কোলে নেয়ার জন্যে দু-বাহু বাড়াবে আফ্রিকা
দোলনা দুলে উঠবে ইউরোপে
এশিয়ার সমস্ত আকাশে উড়বে লাল নীল রঙিন বেলুন
ঘুমপাড়ানিয়া গান ভেসে আসবে দুই আমেরিকা থেকে
মনুষ্যমণ্ডল থেকে তার জীবনের মাঠে মাঠে অঝোর ধারায়
ঝরবে মানবিকতার উর্বর মেঘদল

না, পৃথিবীতে আর একটিও বন্দুক থাকবে না।

আশির দশকের মানুষেরা

এই দশকের মানুষেরা সব গাধা ও গরুর খাদ্য– বিমর্ষ মলিন,
মাথা থেকে ফাঁড়া দোমড়ানো ভাঙাচোরা আত্মা আর অণ্ডকোষহীন।
নৈর্ব্যক্তিক : রেডিমেইড জামা পরে, শয়তানের বাক্য আর বাজারি বুলিতে
ঠাণ্ডা রাখে দেহমন; দ্রুতবেগে মল জমে দশকোটি মগজখুলিতে।
পিছমুখো গাড়ি চড়ে, হৃৎপিণ্ড খুঁড়ে ফেলে দুই হাতে ভরে আবর্জনা,
রমণীসন্ত্রস্ত ব'লে ঘরে ব'সে মধ্যদিনে স্বহস্তে মেটায় উত্তেজনা।
আলো নেই কোনো দিকে, ঘেন্না করে চাঁদ তারা জোনাকির দ্যুতি,
লাউডস্পিকারে গায় দিনরাত পুচকে ছিচকে একনায়কের স্তুতি।
স্বপ্ন নেই বুকে ও বগলে : কবিতার চেয়ে পদ্য ভালোবাসে,
প্রেমিকাকে ধর্ষকের ঘরে ঠেলে তারা পতিতার ঘরে চ'লে আসে।
চুরি করে ছুরি মারে, হঠাৎ পেছনে ছোরা গেঁথে ভাসে ড্রেনে নর্দমায়,
তারা নায়কের রক্তে হোরি খেলে আর ভিলেনের শোকে মূর্ছা যায়।

যতোবার জন্ম নিই

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক–
ঠিক করি শত্রু হবো মানুষের, হবো শয়তানের চেয়েও চক্রান্তকুশল।
গণতন্ত্রের শত্রু হবো, প্রগতি-সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে থাকবো চিরকাল।
প্রকাশ্যে করবো স্তব জনতার, গোপনে তাদের পিঠে
অতর্কিতে ঢোকাবো ছোরা : উল্লাসে হেসে উঠবো প্রগতির সমস্ত পতনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক–
ঠিক করি জুতো হবো স্বৈরাচারী– চেঙ্গিশ বা অন্য কোনো– একনায়কের।
তার পায়ে সেঁটে থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠবো ওপরে,
বলবো, 'স্বৈরতন্ত্র ছাড়া মানুষ আর সভ্যতার কোনো বর্তমান-ভবিষ্যৎ নেই।'
বলবো, 'চিরকাল অস্ত্রই ঈশ্বর।'
প্রতিক্রিয়াশীল হবো হাড়েহাড়ে, হৃৎপিণ্ড বেজে যাবে,
'আমি প্রতিক্রিয়াশীল। আমি প্রতিক্রিয়াশীল।'

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক–
ঠিক করি অত্যন্ত বিনীত হবো, মাথাটাকে তুলতেও শিখবো না।
মেরুদণ্ড খুলে ছুঁড়ে দেবো আঁস্তাকুড়ে, ওই বিপজ্জনক অস্থি
অসাবধান মুহূর্তে উদ্ধতভাবে তুলে ধরতে পারে বিনীত মস্তক।

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক–
ঠিক করি হবো ধর্মান্ধ জঘন্যতম, পারলৌকিক ব্যবসা ফেঁদে
রঙিন বেহেশ্‌ত্ তুলবো দুনিয়ায়। বলবো, 'বিধাতাই পুঁজিবাদী।'
বলবো, 'তিনি স্বৈরাচারী; গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র তাঁর বিধানে নিষিদ্ধ।'
শোষণে হবো পরাক্রম; বলবো, 'শোষণই স্রষ্টার শাশ্বত বিধান।'

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক–
ঠিক করি হবো রাজনীতিবিদ : জনতার নামে জমাবো সম্পদ।
জাতির দুর্যোগে পালাবো নিরাপদ স্থানে, সুসময়ে ফিরে এসে
পায়রার মতো খুঁটে খাবো পাকা ধান। কোন্দলে ভাঙবো দল, হবো
বিদেশি এজেন্ট– সারা দেশ বেচে দেবো শস্তায় বিদেশি বাজারে।

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক–
ঠিক করি আমলা হবো, ঝকঝকে জীবন কাটাবো! বনানীতে বাড়ি করবো,
গাড়ি চড়বো চিরকাল। মাসিক বেতন, ঘুষ, কালোবাজারিতে
কাটবে জীবন। কোনো পাকা প্রতিক্রিয়াশীলের রূপসী কন্যাকে স্ত্রী ক'রে
ঘরে রাখবো, বাইরে ফষ্টিনষ্টি ক'রে যাবো বন্ধুপত্নীদের সাথে।
স্ত্রী চল্লিশ পেরিয়ে গেলে আমলাদের ঐতিহ্য অনুসারে অধস্তন
কোনো আমলার যুবতী বউকে ভাগিয়ে তুলবো ঘরে
শুরু করবো কামের জ্বলজ্ব'লে রঙিন উৎসব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতোবার জন্ম নিই ঠিক করি থাকবো ঠিকঠাক–
কিন্তু প্রত্যেক জন্মে আমার জন্যেই থাকে রূঢ় রাস্তা আর ফাঁসিকাঠ।

নৌকো, অধরা সুন্দর

একটি রঙচটা শালিখের পিছে ছুটে ছুটে
চক পার হয়ে ছাড়াবাড়িটার কামরাঙা গাছটার
দিকে যেই পা বাড়িয়েছি, দেখি– নৌকো–
ভেসে আসে অনন্ত দু-ভাগ ক'রে। পাল নেই
মাঝি নেই, শুধু ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে আসে
ধ্রুবতারা আমারই দিকে। রঙধনু একবার খেলে
গেলো আগ থেকে পাছ-গলুই পর্যন্ত, চাড়টে গুড়ায়
আছড়ে পড়লো চাঁদ। একটা শাদা-লাল রুই
বৈঠার মতো লাফিয়ে উঠলো পাছ-গলুইয়ের কাছে।
কামরাঙা গাছ থেকে ছুটলাম সেই স্বপ্নের দিকে–
লাফিয়ে উঠতে যাবো দেখি সাতশো বাদামে
ফুলে উঠেছে লাল-নীল-হলদে বাতাস। বাদামের
দিগন্তে দিগন্তে রাঙা মেঘ, পাঁচশো সূর্যাস্ত ও
উদীয়মান সূর্য, আমার সামনে দিয়ে ভেসে যায়
জ্যোতির্ময়। আমি ছুটছি পেছনে, দেখি দিন অস্ত
গেলে পাটাতনে ঝনঝন বেজে দুলে কেঁপে ওঠে একঝাঁক
শাদা নাচ! তাদের শরীর থেকে খ'সে পড়ে এলোমেলো
রঙিন আকাশ– তখন চোখের চারদিকে শুধু ঢেউ
অন্তহীন। এমন সময় কোথা থেকে উঠে এলো
একদল স্বাস্থ্যবান নর্তক কিষাণ, মেতে উঠলো সকলের
সাথে এক বিস্ময়-খেলায়! ধানে ভ'রে উঠলো নৌকো
গানে ভ'রে উঠলো গলা, ঝলমলালো পাটখেতের
দুর্দান্ত সবুজ, ইলশের রঙে গন্ধে আপাদমস্তক নৌকো
অবিকল পূর্ববঙ্গ। আমি তখনো ছুটছি সেই নাচ-গান-
ইলশের পিছে পিছে, কিন্তু যতো কাছে আসি
ততো দূর ছুটে যায় গতিময় পরম সুন্দর!
থেকে থেকে বদলে যায় রঙ, রূপ বদলায়
পলকে পলকে। কখনো সে মাস্তুলে মাস্তুলে ফাড়ে
মেঘ, বৃষ্টি নামে ঝড় ওঠে নৌকোর গুড়ায় গুড়ায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কখনো পাল নেই মাঝি নেই শুধু নৌকো
অনন্তের অনন্ত মধ্যে– স্থির পদ্ম। ভাটিয়ালি টান
শোনা যায় কখনো বা, পরমুহূর্তেই আবার বুকের
রক্তাক্ত তন্ত্রি থেকে ওঠে শর-গাঁথা পাখির চিৎকার।
সেই যে শৈশবে সাত বছর বয়সে নৌকোর পেছনে
পেছনে ছোটা শুরু হয়েছিলো, তারপর
আমার শরীরে একসময় ঝলমল ক'রে উঠেছিলো
স্বাস্থ্য, বহুবার কলকল করেছে অসুখ,
কখনো সমস্ত চোখে নেমেছে অন্ধতা, সব ইন্দ্রিয়ে
ঘনিয়েছে বধিরতা। তবু আজো ছুটছি সেই
নৌকোর পেছনে পেছনে;– আমি ছুটি আর
আমার সামনে দিয়ে ভেসে যায় চিরকাল অধরা সুন্দর।

খাপ-না-খাওয়া মানুষ

কারো সাথেই খাপ খেলাম না। এ-ঠোঁট আঙুল
পা থেকে মস্তক ও মধ্যবর্তী হৃৎপিণ্ড যখন যেখানে রাখি
সেখানেই সূচারু শান্তিশৃংখলার মধ্যে জন্ম নেয় ঝড়-ত্রাস-বিপর্যয়।
বাতাস লাফিয়ে ওঠে, লকলকে জিভ দেখা দেয় আগুনের,
গোলাপ রূপান্তরিত হয় বারুদস্তূপে, শত্রু গ্রহের হিংস্র রবোটের
মতো ঝাঁপ দেয় চাঁদ। সরষে খেতের হলুদ বন্যার
মধ্যে এক বিকেলবেলায় একরত্তি মিল হয়েছিলো এক কিশোরীর
ঠোঁটের সঙ্গে, কিন্তু সন্ধ্যার আভাসেই সে দানবীতে
রূপান্তরিত হ'তে থাকলে আমাদের বিরোধ বাঁধে।
সূর্যাস্তের সাথে বনিবনা না হওয়ায় চাঁদ ওঠার অপেক্ষায় রইলাম
আর সারারাত কাটলো আমাদের প্রচণ্ড উত্তেজনা, গালাগাল,
হাতাহাতিতে। উত্তেজনা এখনো কাটে নি;– গলির অন্ধ
মোড়ে বা পার্কের ঝোপের আড়ালে কোনো দিন একলা দেখা হ'য়ে গেলে
ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি একে অন্যের দিকে।
পতিতার সাথে খাপ খেলাম না সে-রাতে যেতেতু সে আমার মতো
সমস্ত সভ্যতা-শাস্ত্র-আসবাবসহ উদ্ধারহীন অতলে পাতালে
নামতে রাজি নয়; সতীর সাথেও মিললো না, কেননা সে
আমার মতো লিঙ্গ ও যোনিহীন সৎ হ'তে ঘৃণা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দুকের সাথে বন্ধুত্বের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হলো যেহেতু সে
যথেষ্ট হিংস্র হ'তে রাজি নয়; গোলাপের সাথেও জমলো না
কেননা সে আমার সমান কাঁটাহীন ঘ্রাণ হ'তে রাজি নয়।
সে-সমস্ত রেডিমেইড পাজামা-ট্রাউজার-শার্ট-অন্তর্বাস বাধ্য হ'য়ে
পরতে হয় সকলকে, তার কোনোটার সাথে মিল হচ্ছে না
জংঘা বা নিতম্ব বা বুকের। ইতরের মলে নোংরা পাজামার মতো
বঙ্গীয় সমাজ পরতে গিয়েই দেখি একমাত্র বিশুদ্ধ বদমাশ
ছাড়া আর কেউ ওই ন্যাকড়া পরতে পারে না। পুঁজিবাদী ট্রাউজার
সংঘতান্ত্রিক শালোয়ার পরতেই শোষণ শুরু হয় রক্তনালিতে।
দ্বান্দ্বিক ইউনিফর্মও জ্যোৎস্নায় চেপে ধরে স্বপ্নের স্বরযন্ত্র।
গোলাপ-বন্দুক-সংবিধান ইত্যাদি ব্যবস্থার সাথে
খাপ না খাওয়ায় ধীরে ধীরে হ'য়ে উঠছি আমি– কবি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতোই গভীরে যাই মধু
যতোই ওপরে যাই নীল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরিবদের সৌন্দর্য

গরিবেরা সাধারণত সুন্দর হয় না।
গরিবদের কথা মনে হ'লে সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ে না কখনো।
গরিবদের ঘরবাড়ি খুবই নোংরা, অনেকের আবার ঘরবাড়িই নেই।
গরিবদের কাপড়চোপড় খুবই নোংরা, অনেকের আবার কাপড়চোপড়ই নেই।
গরিবেরা যখন হাঁটে তখন তাদের খুব কিম্ভূত দেখায়।
যখন গরিবেরা মাটি কাটে ইট ভাঙে খড় ঘাঁটে গাড়ি ঠেলে পিচ ঢালে তখন তাদের
সারা দেহে ঘাম জবজব করে, তখন তাদের খুব নোংরা আর কুৎসিত দেখায়।
গরিবদের খাওয়ার ভঙ্গি শিম্পাঞ্জির ভঙ্গির চেয়েও খারাপ।
অশ্লীল হাঁ ক'রে পাঁচ আঙুলে মুঠো ভ'রে সব কিছু গিলে ফেলে তারা।
থুতু ফেলার সময় গরিবেরা এমনভাবে মুখ বিকৃত করে
যেনো মুখে সাত দিন ধ'রে পচছিলো একটা নোংরা বিচ্ছিরি ইঁদুর।
গরিবদের ঘুমোনোর ভঙ্গি খুবই বিশ্রী।
গরিবেরা হাসতে গিয়ে হাসিটাকেই মাটি ক'রে ফেলে।
গান গাওয়ার সময়ও গরিবদের একটুও সুন্দর দেখায় না।
গরিবেরা চুমো খেতেই জানে না, এমনকি শিশুদের চুমো খাওয়ার সময়ও
থকথকে থুতুতে তারা নোংরা ক'রে দেয় ঠোঁট নাক গাল।
গরিবদের আলিঙ্গন খুবই বেঢপ।
গরিবদের সঙ্গমও অত্যন্ত নোংরা, মনে হয় নোংরা মেঝের ওপর সাংঘাতিকভাবে
ধস্তাধস্তি করছে দুটি উলঙ্গ অশ্লীল মানুষ।
গরিবদের চুলে উকুন আর জট ছাড়া কোনো সৌন্দর্য নেই।
গরিবদের বগলের তলে থকথকে ময়লা আর বিচ্ছিরি লোম সব জড়াজড়ি করে।
গরিবদের চোখের চাউনিতে কোনো সৌন্দর্য নেই,
চোখ ঢ্যাবঢ্যাব ক'রে তারা চার দিকে তাকায়।
মেয়েদের স্তন খুব বিখ্যাত, কিন্তু গরিব মেয়েদের স্তন শুকিয়ে শুকিয়ে
বুকের দু-পাশে দুটি ফোড়ার মতো দেখায়।
অর্থাৎ জীবনযাপনের কোনো মুহূর্তেই গরিবদের সুন্দর দেখায় না।
শুধু যখন তারা রুখে ওঠে কেবল তখনি তাদের সুন্দর দেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার দিকে আসছি

অজস্র জন্ম ধ'রে আমি তোমার দিকে আসছি; কিন্তু পৌঁছোতে পারছি না।
তোমার দিকে আসতে আসতে আমার এক-একটি দীর্ঘ জীবন
ক্ষয় হয়ে যায় পাঁচ পয়সার মোমবাতির মতো।

আমার প্রথম জন্মটা কেটে গিয়েছিলো শুধু তোমার স্বপ্ন দেখে দেখে।
এক জন্ম আমি শুধু তোমার স্বপ্ন দেখেছি।
আমার দুঃখ তোমার স্বপ্ন দেখার জন্যে আমি মাত্র একটি জন্ম
পেয়েছিলাম।

আরেক জন্মে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম তোমার উদ্দেশে।
পথে বেরিয়েই আমি পলিমাটির ওপর আঁকা দেখি তোমার পায়ের দাগ।
তার প্রতিটি রেখা আমাকে পাগল ক'রে তোলে।
ওই আলতার দাগ আমার চোখ আর বুক আর স্বপ্নকে এতো লাল ক'রে তোলে
যে আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাই। ওই রঙিন পায়ের দাগ
প্রদক্ষিণ করতে করতে আমার ওই জন্মটা কেটে যায়।
আমার দুঃখ মাত্র একটি জন্ম আমি পেয়েছিলাম সুন্দরকে প্রদক্ষিণ করার।

AMARBOI.COM

আরেক জন্মে তোমার কথা ভাবতেই আমার বুকের ভেতর থেকে
সবচেয়ে দীর্ঘ আর কোমল আর ঠাণ্ডা নদীর মতো কী যেনো প্রবাহিত হ'তে
শুরু করে। সেই দীর্ঘশ্বাসে তুমি কেঁপে উঠতে পারো ভেবে আমি
একটা মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে কাটিয়ে দিই সম্পূর্ণ জন্মটা।
আমার দুঃখ আমার কোমলতম দীর্ঘশ্বাসটি ছিলো মাত্রা এক জন্মের সমান দীর্ঘ।

আমার ষোড়শ জন্মে একটি গোলাপ আমার পথরোধ করে।
আমি গোলাপের সিঁড়ি বেয়ে তোমার দিকে উঠতে থাকি– উঁচুতে– উঁচুতে,
আরো উঁচুতে–; আর এক সময় ঝ'রে যাই চৈত্রের বাতাসে।
আমার দুঃখ মাত্র একটি জন্ম আমি গোলাপের পাপড়ি হয়ে তোমার উদ্দেশে
ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিলাম।

এখন আমার সমস্ত পথ জুড়ে টলমল করছে একটি অশ্রুবিন্দু।
ওই অশ্রুবিন্দু পেরিয়ে এ-জন্মে হয়তো আমি তোমার কাছে পৌঁছোতে পারবো না।
কেনো পৌঁছোবো? তাহলে আগামী জন্মগুলো আমি কার দিকে আসবো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রাযাত্রীদের প্রতি

তোমরা চন্দ্রা যাচ্ছো আমি জানি।
তোমাদের গাড়ি যে-ভাবে চলছে আর তোমাদের যে-বয়স
এখন, তাতে তোমরা ইচ্ছে করলে চন্দ্রেও পারতে
যেতে। আমি ওই বনে গিয়েছিলাম একবার, এত ঝড়– বৃষ্টি–
দাবানল গেলো, তবু সেই কথা মনে পড়ে।
যদি দেখো কোনো শালগাছ কাঁপছে থরথর ক'রে, তবে জেনো
একুশ বছর আগে ওই শালের ছায়ায় আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম তাকে,
যাকে আমি পাই নি, আর পাবো না কোনো দিন।
যদি কোনো সবুজ ঝোপের নিচে দেখতে পাও অত্যন্ত গোপনে
ঝ'রে প'ড়ে আছে একটা টকটকে লাল ফুল,
তাহলে জেনো সেটি আমাদের ঠোঁট থেকে খ'সে পড়া রক্তিম চুম্বন।
আর সবচেয়ে উঁচু শালগাছটির নিচে যদি টলমল
করতে দেখো কোনো অবিনাশী অশ্রুবিন্দু,
তাহলে জেনো সেটি আমারই দুই অন্ধ চোখের মণি ফেটে
উপচে পড়েছিলো।

AMARBOI.COM

ভিখারি

আমি বাঙালি, বড়োই গরিব। পূর্বপুরুষেরা– পিতা, পিতামহ
ভিক্ষাই করেছে; শতাব্দী, বর্ষ, মাস, সপ্তাহ, প্রত্যহ।
এমন সৌন্দর্য নেই তুমি সব কিছু ফেলে
ছুটে আসবে আমার উদ্দেশে দুই বাহু মেলে।
এত শৌর্যবীর্য নেই যে সদম্ভে ফেলবো চরণ
আর দিনদুপুরে সকলের চোখের সামনে তোমাকে করবো হরণ।
হে সৌন্দর্য হে স্বপ্ন হে ক্ষুধা হে তৃষ্ণার বারি,
আমি শুধু দুই হাত মেলে দিয়ে ভিক্ষা চাইতে পারি।
তুমি শুধু দেখবে দিনরাত,
সব কিছু পেরিয়ে তোমার সামনে মেলে আছি এক জোড়া ভিক্ষুকের হাত।
বই খুলতে গেলে
দেখবে তুমি বই হয়ে আছি আমি দুই হাত মেলে।
প্লেয়ারে রেকর্ড চাপিয়ে যদি তুমি গান শুনতে চাও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমকে উঠে শুনবে তুমি সব রেকর্ডে বাজে একই গান– 'আমাকে ভিক্ষা দাও।'
ফুল তুলতে গিয়ে বাগানের গাছে
দেখবে আমার ভিক্ষুক হাত গোলাপ চামেলি হয়ে চার দিকে ফুটে আছে।
অন্ধকার নেমে এলে ঘুমে গাঢ় হ'লে রাত
স্বপ্নে দেখবে তুমি দশদিগন্ত ঢেকে দিয়ে মেলে আছি ভিখারির হাত।
হে স্বপ্ন হে সৌন্দর্য হে ক্ষুধা হে আমার নারী,
তোমাকেই ঘিরে আছি আমি– বাঙালি, বড়োই গরিব, আর একান্ত ভিখারি।

শ্রেষ্ঠ শিল্প

শিল্পের লক্ষ্য সুখ, বলেছে শিলার।
আমাদের মিলনই শ্রেষ্ঠ শিল্প–
এর বেশি সুখ আছে আর!

সামরিক আইন ভাঙার পাঁচ রকম পদ্ধতি

AMARBOI.COM

তুমি তো জানোই ভালো ক'রে আমাদের অশ্লীল সমাজে
এক রকম সামরিক আইন চিরকালই আছে।
দ্বাদশ শতকে ছিলো, আছে আজো, হয়তো থাকবে আগামী শতকে।
এতে কিন্তু আসলে সুবিধা সকলেরই– অর্থাৎ দালাল ও সুবিধাবাদীরা
অর্থাৎ সমস্ত বাঙালি এতে খুবই সুবিধা বোধ করে। শুধু অসুবিধা
তোমার আমার, প্রিয়তমা। আমরা কি তিলে তিলে বুঝতে পারছি না
সামরিক শাসনে সিদ্ধ সব কিছু; নিষিদ্ধ শুধু আমাদের প্রেম?
তাই প্রেমের নামেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমাদেরই ভাঙতে হবে
সামরিক সমস্ত বিধান।

সামরিক আইন ভাঙার প্রথম পদ্ধতিটি এতোই নির্দোষ
যে কারোই মনেও হবে না আমরা দুজনে মিলে একটা হিংস্র আইন
অমান্য করেছি। তুমি চৌরাস্তায় বর্বর সব মানুষের সামনে
সভ্যতার প্রথম দীপের মতো তুলে ধরতে পারো তোমার অমল মুখ
আমার সামনে। আমি তার দুর্লভ আলোতে আলোকিত হয়ে
উঠতে পারি সমসাময়িক প্রচণ্ড আঁধারে। এভাবেই
আমরা দুজনে প্রকাশ্যে ভাঙতে পারি সামরিক কয়েকটি বিধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক আইন ভাঙার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আরেকটু স্পষ্ট আর
দৃষ্টিগ্রাহ্য। তুমি আর আমি এইসব প্রেমহীন প্রাণীর জঙ্গলে সব কিছু
অবহেলা ক'রে হাতে রাখতে পারি হাত। প্রকাশ্য রাস্তায় হাতে হাত ধ'রে
আমরা দুজনে ভাঙতে পারি সামরিক সমস্ত বিধি ও বিধান।

সামরিক আইন ভাঙার তৃতীয় পদ্ধতিটি একটু তীব্র, কিছুটা মারাত্মক।
আমার উদ্দেশে তুমি দৌড়ে আসতে পারো মালিবাগ থেকে আর
তোমার উদ্দেশে আমি ছুটে আসতে পারি সমস্ত বস্তি আর
কলোনি পেরিয়ে। পিজি হাসপাতালের চৌরাস্তায় কোটি কোটি
চোখের সামনে আমরা তীব্র আলিঙ্গনে বাঁধতে পারি পরস্পরকে।
আলিঙ্গনে জ্ব'লে উঠে অত্যন্ত প্রকাশ্যে আমরা ভাঙতে পারি ১৭৪
নম্বর সামরিক নির্দেশ।

সামরিক আইন ভাঙার চতুর্থ পদ্ধতিটি ওইসব মিছিল, শ্লোগান, পোস্টার,
বক্তৃতার চেয়ে বহুগুণে কার্যকর। আমরা দুজনে সমস্ত কামানবন্দুক
অবহেলা ক'রে ময়লার মতো বয়ে যাওয়া মানুষ আর যানবাহনের
মধ্যে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে সুদীর্ঘ চুম্বনে রঙিন ক'রে
তুলতে পারি সমগ্র বাঙলাকে। একটি প্রকাশ্য চুম্বনে আমরা খান খান
ক'রে ভেঙে দিতে পারি হাজার বছর বয়স্ক বাঙলার
সামরিক আইন ও বিধান।

সামরিক আইন ভাঙার পঞ্চম পদ্ধতিটি বিপ্লবের চেয়েও তীব্র, ও অত্যন্ত গোপন।
তোমাকে তো শেখাতে পারি নিভৃতে গোপনে। প্রকাশ্যে কী ক'রে শেখাই,
তাতে শুধু সামরিক আইন নয়, অসামরিক আইনও ক্ষেপে উঠবে
ভয়ঙ্করভাবে। দুপুরে আমার ঘরে এসো তুমি– আমরা দুজনে সমস্ত দুপুর ভ'রে
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে চর্চা করবো গণতন্ত্র। আমাদের রক্তমাংস জপবে
এমন মন্ত্র, যাতে বাঙলার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে খ'সে পড়বে সামরিক শৃঙ্খল।
সবাই বিস্মিত হয়ে দেখতে পাবে বাঙলায় একটিও শিরস্ত্রাণ নেই।
আমরা দুজনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে এক দুপুরেই এমনভাবে ভাঙতে পারি
সামরিক বিধি ও বিধান যে বাঙলায় আর কখনো সামরিক
অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ভালোবাসা

একশো মাইল বেগে ঝড় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বয়ে যেতে পারে না কখনো।
আধঘণ্টায় মেঘ ও মানুষ ও গাছপালার হৃৎপিণ্ডে
নতুন জন্মের প্রচণ্ড চিৎকার পুরে দিয়ে মিশে যায়–
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

দিনের পর দিন অবিরাম চলতে পারে না ভূমিকম্প।
মাটি ও মানুষকে কয়েক মুহূর্তে থরথর ক'রে
আলোড়িত এলোমেলো ক'রে থেমে যায়–
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

স্থিরবিদ্যুৎ ব'লে কিছু নেই নতুন মেঘের আকাশে।
আকাশের এপারওপার একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকায় ছিঁড়েফেড়ে
জীবনের মতো অন্ধকার ঝলসে দিয়ে মুহূর্তেই নিভে যায়–
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

পদ্মায় জোয়ার স্থির হয়ে থাকে না কোনো দিন।
তীব্র স্রোতে তার সব রক্তনালি ভ'রে দিয়ে
গড়িয়ে পড়ে অবধারিত ভাটায়–
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

বাঙলার বসন্ত থাকে কয়েক সপ্তাহ।
বনের পর বন উতলা আর হলদে আর চঞ্চল আর লাল
ক'রে চ'লে যায় অধীর বসন্ত–
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

চৈত্রের গোলাপ টকটকে লাল হ'য়ে জ্বলে তিন চার দিন।
দীর্ঘশ্বাসের মতো এক গোপন বাতাসে
অগোচরে ঝ'রে যায় অমল পাপড়ি–
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

আমাদের দীর্ঘশ্বাসের আয়ু এতো কম।
রক্ত-মাংস আর বুকের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা নদীর মতো
বয়ে গিয়ে নিঃশেষে মিলায়–
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দু এতো সুন্দর ক্ষণায়ু।
আমাদের অস্তিত্বের মতো টলমল ক'রে উঠে
মুহূর্তেই অনন্তে ঝ'রে যায়–
যে-রকম আমাদের ভালোবাসা।

বিশ্বাস

জানো, তুমি, সফল ও মহৎ হওয়ার জন্যে চমৎকার ভণ্ড হতে হয়?
বলতে হয়, এই অন্ধকার কেটে যাবে,
চাঁদ উঠবে, পুব দিগন্ত জুড়ে ঘটবে বিরাট ব্যাপক
সূর্যোদয়। বলতে হয়, প্রেমেই মানুষ বাঁচে,
বলতে হয়, অমৃতই সত্য বিষ সত্য নয়।

জানো, তুমি, মহৎ ও সফল হওয়ার জন্যে ভীষণ বিশ্বাসী হ'তে হয়?
বিশ্বাস রাখতে হয় সব কিছুতেই।
বলতে হয়, আমি বিশ্বাসী, আমি বিশ্বাস করি সভ্যতায়,
বলতে হয়, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।
তাই তো এখন সবাই খুব বিশ্বাস করে,
চারদিকে এখন ছড়াছড়ি বিভিন্ন শ্রেণীর বিশ্বাসীর।
একদল বিশ্বাস পোষে ধর্মতন্ত্রে,
চিৎকার মিছিল ক'রে আরেক দল বিশ্বাস জ্ঞাপন করে প্রভুতন্ত্রে।
পুঁজিবাদে বিশ্বাসীরা ছড়িয়ে রয়েছে
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও সম্ভাব্য চতুর্থ বিশ্ব ভ'রে।
এখন গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এমনকি একনায়কেরা,
কী সুন্দর স্তব করে তারা জনতার।
আমার শহরের প্রতিটি মস্তান এখন বিশ্বাস করে সমাজতন্ত্রে,
বিশ্বাস ছাড়া সাফল্য ও মহত্ত্বের কোনো পথ নেই।

আমি জানি সবচে বিশ্বাসযোগ্য তোমার ওই চোখ
আমি জানি সবচে বিশ্বাসযোগ্য তোমার ওই ওষ্ঠ
সবচে নির্ভরযোগ্য তোমার বিস্তীর্ণ দেহতন্ত্র।
তবুও আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস রাখতে পারি না
অবিরাম ভূমিকম্পেধ'সে পড়ে বিশ্বাসের মোটা মোটা স্তম্ভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন কি মিলনের পর আমাকে জড়িয়ে ধ'রে
অন্যমনস্কভাবে যখন তুমি দূর নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থাকো
তখন যে আমি তোমাতেও বিশ্বাস রাখতে পারি না।

যদি ওর মতো আমারও সব কিছু ভালো লাগতো

আমার আট বছরের মেয়ে মৌলির সব কিছুই ভালো লাগে।
ওকে একটি গোলাপ এনে দিলে তো কথাই নেই,
গোলাপের দিকে ও এমনভাবে তাকায় যে ওর ভালো লাগার রঙ
গোলাপের পাপড়ির চেয়েও রঙিন হয়ে চারদিকে
ছড়িয়ে পড়ে।

ওকে একটা শস্তা ফ্রক কিনে দিলাম একবার।
ফ্রকটি পেয়ে ও আনন্দে এতোটা লাফিয়ে উঠলো যে আমি খুব
বিব্রত বোধ করলাম।

চিড়িয়াখানায় হরিণ আর খরগোশ দেখে ও যখন ঝলমল করছে
আমি তখন গাধা দেখানোর জন্যে নিয়ে গেলাম ওকে।
ভেবেছিলাম গাধা ওর ভালো লাগবে না, কিন্তু দেখেই ও
চিৎকার করতে থাকে, 'গাধাটা কী সুন্দর, গাধাটা কী সুন্দর!'

রাস্তায় একবার একটা নোংরা বেড়ালকে
'কী মিষ্টি' ব'লে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলো ও।

খুব শস্তা, চার আনা দামের, লজেন্স্ ওকে এনে দিলাম একবার।
ভাবলাম ও নিশ্চয়ই ঠোঁট বেঁকোবে; কিন্তু হাতে পেয়েই
মৌলি 'কী মজার, কী মজার' ব'লে ঝলমলে ক'রে তুললো বাড়িঘর।

একজন বাজে ছড়াকার আমাকে উপহার দিয়েছিলো
তার একটি ছড়ার বই। একটা ছড়া প'ড়েই আমি বাজে কাগজের
ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেললাম সেটা। দুপুরে ঘরে ফিরে দেখি
ও সেটি পড়ছে দুলে দুলে; আর আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে
একটা ছড়া মুখস্থ শুনিয়ে বললো, 'আব্বু, ছড়াগুলো কী যে মিষ্টি!'
আমি স্তম্ভিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁদ ওর ভালো লাগে, ছাইঅলীকেও ওর ভালো লাগে।
হরিণ ওর ভালো লাগে, গাধাও ওর ভালো লাগে।
ওকে যাই দিই, তাই ওর ভালো লাগে।
ওকে যা দিই না, তাও ওর ভালো লাগে।
ওকে যা দেখাই, তাই ওর ভালো লাগে।
ওকে যা দেখাই না, তাও ওর ভালো লাগে।
ও যখন একটা গণ্ডারের ছবি বা দেয়ালের টিকটিকির দিকে
মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে, তখন ভেতরে আমি তীব্র বিষের ক্রিয়া
বোধ করি; আর বারবার ভাবি
যদি ওর মতো আমারও সব কিছু ভালো লাগতো।

ও ঘুমোয়, আমি জেগে থাকি

AMARBOI.COM

আমার দেড় বছরের মেয়ে স্মিতা কিছুতেই ঘুমোতে চায় না।
মায়ের চুমো আর রূপকথা কিছুতেই ওকে ঘুম পাড়াতে পারে না।
মাঝে মাঝে আমার ওপর ওকে ঘুম পাড়ানোর ভার পড়ে–
যেনো আমি যাদু জানি যা দিয়ে ওর মতো চাঞ্চল্যকে
আমি নিমেষেই নিশ্চল ক'রে দিতে পারি।
মাঝে মাঝে আমারও খুব ঘুম পায়। ঘুমে চোখ ভেঙে আসে,
দেহ ভেঙে পড়ে। ওকে ডাকি, 'এসো আব্বু, আমরা ঘুমোই।'
ও কিছুতেই ঘুমোবে না– মেঝেতে চঞ্চল পায়ে নাচতে থাকে,
আলনা থেকে টেনে নামায় কাপড়চোপড়, দাদুর জুতোর ভেতর পা ঢুকিয়ে
ভ্রমণ করতে থাকে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে। চোখে ঘুম নেই।
কিন্তু আমার চোখ ভ'রে ঘুম, সন্ধ্যায়ই ভেঙে পড়ছি বৃদ্ধের মতোন।
চিৎকার ক'রে ডাকি, 'এসো আব্বু, আমরা ঘুমোই।'
ও কিছুতে আসে না। আমি জোর ক'রে তুলি ওকে বিছানায়, পাশে শোয়াই
জোর ক'রে। ও চিৎকার ক'রে কাঁদে, কিছুতেই ও ঘুমোবে না।
কিন্তু আমি যে নিদ্রায় কাতর। এক সময় হঠাৎ টের পাই
ও ঘুমিয়ে গেছে মধ্যরাতে দিঘির জলের মতো; আমি জেগে আছি।
দেয়াল ঘড়িটা তখন তিনবার বজ্রের মতো বেজে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌন্দর্যের সৌন্দর্য

সৌন্দর্য, যেভাবেই তাকায়, সেভাবেই সুন্দর।

সৌন্দর্য, যখন সরাসরি তাকায়, তখন সুন্দর।
সৌন্দর্য, যখন চোখ নত ক'রে থাকে, তখনো সুন্দর।
সৌন্দর্যের গ্রীবায় যখন তিল থাকে সৌন্দর্য তখন সুন্দর।
সৌন্দর্যের গ্রীবায় যখন তিল থাকে না সৌন্দর্য তখনো সুন্দর।

সৌন্দর্যের গালে যখন টোল পড়ে সৌন্দর্য তখন সুন্দর।
সৌন্দর্যের গালে যখন টোল পড়ে না সৌন্দর্য তখনো সুন্দর।
সৌন্দর্যের চুল যখন মেঘের মতো ওড়ে সৌন্দর্য তখন সুন্দর।
সৌন্দর্যের চুল যখন কালো গোলাপের মতো খোঁপা বাঁধা থাকে
সৌন্দর্য তখনো সুন্দর্।

সৌন্দর্য, যেভাবেই থাকে, সেভাবেই সুন্দর।

সৌন্দর্য যখন কাতান পরে আগুনের মতো জ্বলে
সৌন্দর্য তখন সুন্দর্।
সৌন্দর্য যখন নগ্ন ধবধবে বরফের মতো গলে
সৌন্দর্য তখনো সুন্দর।

স্নানাগারে সৌন্দর্য সুন্দর।
সরোবরে সৌন্দর্য সুন্দর।
সৌন্দর্যের জংঘা সুন্দর।
সৌন্দর্যের বক্ষ সুন্দর।

সৌন্দর্য যখন ধান ভানে সৌন্দর্য তখন সুন্দর।
সৌন্দর্য যখন গান গায় সৌন্দর্য তখনো সুন্দর।
সৌন্দর্য যখন শিল্প সৌন্দর্য তখন সুন্দর।
সৌন্দর্য যখন অশিল্প সৌন্দর্য তখনো সুন্দর।

সৌন্দর্য যখন চুমো খায় সৌন্দর্য তখন সুন্দর।
সৌন্দর্য যখন শোকে ভেঙে পড়ে সৌন্দর্য তখনো সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌন্দর্য যখন প্রেমিকের আলিঙ্গনে কেঁপে ওঠে
সৌন্দর্য তখন সুন্দর।
সৌন্দর্য যখন অথর্ব বৃদ্ধের দেহতলে পিষ্ট হয়
সৌন্দর্য তখনো সুন্দর।

সৌন্দর্য যখন ট্রাকের চাকার নিচে থেৎলে প'ড়ে থাকে
সৌন্দর্য তখন সুন্দর।
বেয়নেটের খোঁচায় খোঁচায় যখন সৌন্দর্যের হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ঝরে
সৌন্দর্য তখনো সুন্দর।

সৌন্দর্য, যেভাবেই থাকে, সেভাবেই সুন্দর।
সৌন্দর্য, যেভাবেই তাকায়, সেভাবেই সুন্দর।

আর্টগ্যালারি থেকে প্রস্থান

AMARBOI.COM

দুই যুগ আগে সবে শুরু হয়েছে তখন আমার যৌবন।
কেঁপে কেঁপে উঠছি আমি যেমন বাঁশির অভ্যন্তর আলোড়িত
হয় সুরে সুরে, সুন্দরে সৌন্দর্যে। স্বপ্নে জাগরণে শুধু চাই
সুন্দর ও সৌন্দর্যকে; আর কিছুকেই চাওয়ার যথেষ্ট যোগ্য
ব'লে ভাবতেও পারি না। ঘৃণা করি সব কিছু, তীব্র ঘৃণা করি
মুদ্রাকে, তোমরা যেমন ঘৃণা করো আবর্জনাকে। ধ্যান করি
শুধু সুন্দরের, সৌন্দর্যের। অথচ আমার চারদিকে শুধু
পরিব্যাপ্ত বাস্তবতা, আর সেই অশ্লীল নোংরা কদর্যতা,
যাকে মানুষেরা পুজো করে 'জীবন' অভিধা দিয়ে। ভিখিরিরা
যাকে সযত্নে লালন করে, বিকলাঙ্গ যাকে ধ'রে রাখে সারা অঙ্গে;
কুষ্ঠরোগী যাকে বোধ করে দেহের প্রতিটি ক্ষতে; রূপসীর
রূপ যার খাদ্য হয়ে পরিণত হয় মলে। আমি প্রাণভ'রে
ঘেন্না করেছি সেই কুৎসিত, নোংরা, তুচ্ছ জীবনকে।

আমি চেয়েছি সুন্দর, আর সৌন্দর্যকে, আর শিল্পকলাকে,
জীবনের চেয়েও যা শাশ্বত ও মূল্যবান। আমার দয়িতা
ছিলো বিমানবিক্ সুন্দর, যা নেই নারীতে, রৌদ্রে, মেঘে, জলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখিতে, পশুতে, পুষ্পে। আছে শুধু শিল্পে, শাশ্বত শিল্পকলায়। সৌন্দর্যের খোঁজে আমি ঢুকে গিয়েছিলাম কলামন্দিরে; এবং ঢুকেই সেঁটে দিয়েছিলাম সমস্ত দরোজা; এবং ভুলে গিয়েছিলাম দরোজা খোলার মন্ত্র, জানালা খোলার সব গোপন কৌশল। আমি মনে রাখতে চাই নি; আমি জানতাম ওই সৌন্দর্যের গ্যালারিতে প্রবেশের পর আমার কখনো আর দরকার পড়বে না জীবনে ঢোকার। ওই মানুষেরা যাকে সুখ বলে, আমি তার চেয়ে অনেক বিশুদ্ধ কিছু পেয়েছি আমার বুকে, জীবনপাগল মানুষেরা যা কখনো বুঝতে পারবে না।

দুই যুগ ধ'রে আমি সৌন্দর্যের গ্যালারিতে সৌন্দর্য যেপেছি। আমার সম্মুখে ছিলো অনিন্দ্য সুন্দর, আর পশ্চাতে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য। চারপাশে অনশ্বর শিল্পকলা : চোখের মণিতে গাঁথা থাকতো সবুজ রঙের চাঁদ; মণিমাণিক্যের দ্যুতি নাচতো করতলে অহর্নিশ; এমন সুগন্ধ উঠতো বুক জুড়ে যা কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ্য নয়। অতীন্দ্রিয় সুগন্ধে ভ'রে ছিলো রক্তমাংস; এমন নারীরা ছিলো যারা শুধু স্তবযোগ্য, সম্ভোগের জন্যে যারা নয়। দুই যুগ ধ'রে আমি আমার অজস্র চোখ নিবদ্ধ রেখেছি সৌন্দর্যের পদতলে ফোটা একটি পুষ্পের শতদলে; দুই যুগ ধ'রে আমি আমার ওষ্ঠকে মানবিক কোনো স্থূল স্বাদ আস্বাদ করতে দিই নি। যা কিছু শিল্প নয় এমন কিছুর স্বাদ নিতে ভুলে গিয়েছিলো আমার ওষ্ঠ। সৌন্দর্য ও শিল্পকলা ছাড়া আর সব কিছু দেখতে অনভ্যস্ত হয়ে ওঠে আমার সমস্ত চোখ। আমার শরীর ভুলে যায় সৌন্দর্যপ্রবাহ ছাড়া আর কোনো প্রবাহ রয়েছে।

যা কিছু পচনশীল, যা কিছু মাংসে গঠিত আমার তা নয়; আমি তার নই। পার্থিব পুষ্প দেখেছি; জলাশয়ে প্রাণবন্ত মাছ, আর বনভূমে পশুপাখি অনেক দেখেছি। পৃথিবী যে রমণীয়, তার মৌল কারণ যে-রমণীরা, তাদেরও দেখেছি। কিন্তু সবই প'চে যায়, মানবিক সব কিছু প'চে নষ্ট হ'য়ে যায়। শুধু থাকে শিল্পকলা, যা কিছু পবিত্র শুদ্ধ অনশ্বর, যার জন্যে আমার জীবন আমি ভৃত্যদের বকশিশ দিয়ে দিতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই যুগ পরে আস্তে আমার চোখের সামনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে
খুলে যায় আর্টগ্যালারির দরোজাজানালা। দরোজার কথা
আমি ভুলেই গিয়েছিলাম পুরোপুরি, আর যে-কোনো গৃহে যে
জানালা গবাক্ষ থাকে, আমার স্মৃতিতে তা একেবারেই ছিলো না।
আমি কেনো মনে রাখবো প্রবেশ বা প্রস্থানের পথ, বাহ্যজগত?
একটি দরোজাকে শিল্পকলা ভেবে এগোতেই ইট-কাঠ-কাঁচ
চুরমার ক'রে আর্টগ্যালারিতে ঢোকে সদ্যভূমিষ্ঠ এক
শিশুর চিৎকার; আর সমস্ত গ্যালারি কেঁপে ওঠে ভূমিকম্পে।
আমি বাইরে বেরোই : দুটি ছাগশিশু নাচছিলো সমস্ত শিল্পিত
হরিণের চেয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে, মুখে কাঁপছিলো সবুজ কাঁঠাল
পাতা, যুবকের রক্তে রূপময় হয়ে উঠছিলো চৌরাস্তার
শুকনো কংক্রিট, যুবতীর অবিনাশী অশ্রুতে ফুটে উঠছিলো
দিকে দিকে গন্ধরাজ রঙিন গোলাপ। দুই যুগ পরে
আমি জীবনশিল্পের মধ্যে টলতে টলতে হুঁ হুঁ ক'রে উঠি।

AMARBOI.COM

গরু ও গাধা

আজকাল আমি কোনো প্রতিভাকে ঈর্ষা করি না।
মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ এমন কি সাম্প্রতিক ছোটোখাটো
শামসুর রাহমানকেও ঈর্ষাযোগ্য ব'লে গণ্য
করি না; বরং করুণাই করি। বড় বেশি ঈর্ষা
করি গরু ও গাধাকে;– মানুষের কোনো পর্বে গরু
ও গাধারা এতো বেশি প্রতিষ্ঠিত, আর এতো বেশি
সম্মানিত হয় নি কখনো। অমর ও জীবিত
গরু ও গাধায় ভ'রে উঠছে বঙ্গদেশ; যশ খ্যাতি
পদ প্রতিপত্তি তাদেরই পদতলে। সিংহ নেই,
হরিণেরা মৃত; এ-সুযোগে বঙ্গদেশ ভ'রে গেছে
শক্তিমান গরু ও গাধায়। এখন রবীন্দ্রনাথ
বিদ্যাসাগর বাঙলায় জন্ম নিলে হয়ে উঠতেন
প্রতিপত্তিশালী গরু আর অতি খ্যাতিমান গাধা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞাপন : বাঙলাদেশ ১৯৮৬

হ্যাঁ, আপনিই সেই প্রতিভাবান পুরুষ, যাঁকে আমরা খুঁজছি।
যদি আপনার কোনো মগজ না থাকে, শুধু পেশি থাকে
যদি আপনার কোনো হৃৎপিণ্ড না থাকে, শুধু লিঙ্গ থাকে
যদি আপনার কোনো ওষ্ঠ না থাকে, শুধু দাঁত থাকে
তাহলে আপনিই সেই প্রতিভাবান পুরুষ, যাঁকে আমরা খুঁজছি

যদি আপনি অবলীলায়, একটুও না কেঁপে, শিশুপার্কে
একঝাঁক কবুতরের মতো ক্রীড়ারত শিশুদের মধ্যে একের পর এক
ছুঁড়ে দিতে পারেন হাতবোমা
যদি আপনি কল্লোলমুখর একটা কিন্ডারগার্টেনে পেট্রল ছড়িয়ে
হাসতে হাসতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারেন প্রাতরাশের আগেই
এবং পকেটে হাত রেখে সেই দাউদাউ অগ্নিশিখার দিকে
তাকিয়ে খুব স্থিরভাবে টানতে পারেন ফাইভ ফিফটি ফাইভ
হ্যাঁ, তাহলে আপনিই সে-প্রতিভাবান পুরুষ, যাঁকে আমরা খুঁজছি

যদি আপনি প্রেমিকাকে বেড়াতে নিয়ে উপর্যুপরি ধর্ষণের পর
খুন ক'রে ঝোপে ছুঁড়ে ফেলে একশো মাইল বেগে সাইলেন্সারহীন হোন্ডা
চালিয়ে ফিরে আসতে পারেন ন্যাশনাল পার্ক থেকে
কলাভবনের বারান্দায় যদি আপনি অকস্মাৎ বেল্ট থেকে ছোরা টেনে নিয়ে
আমূল ঢুকিয়ে দিতে পারেন সহপাঠীর বক্ষদেশে,
যদি আপনি জেব্রাক্রসিংয়ে পারাপাররত পথচারীদের ওপর দিয়ে
উল্লাসে চালিয়ে দিতে পারেন হাইজ্যাক করা ল্যান্ডরোভার
তাহলে আপনিই সেই প্রতিভাবান পুরুষ, যাঁকে আমরা খুঁজছি

যদি আপনার ভেতরে কোনো কবিতা থাকে, শুধু হাতুড়ি থাকে
যদি আপনার ভেতরে কোনো গান না থাকে, শুধু কুঠার থাকে
যদি আপনার ভেতরে কোনো নাচ না থাকে, শুধু রিভলবার থাকে
যদি আপনার ভেতরে কোনো স্বপ্ন না থাকে, শুধু নরক থাকে
তাহলে আপনিই সেই প্রতিভাবান পুরুষ, যাঁকে আমরা খুঁজছি

যদি আপনি পিতার শয্যার নিচে একটা টাইমবোম্ব ফিট ক'রে
যাত্রা করতে পারেন পানশালার দিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি আপনি জননীকে ঠেলে ফেলে দিতে পারেন টাওয়ারের
আঠারো তলার ব্যালকনি থেকে
যদি আপনি আপনার এলাকার ফুলের চেয়েও রূপসী মেয়েটির মুখে
এসিড ছুঁড়ে তাকে রূপান্তরিত করতে পারেন
পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত দুঃস্বপ্নে
তাহলে আপনিই সেই প্রতিভাবান পুরুষ, যাঁকে আমরা খুঁজছি

হ্যাঁ, আপনাকেই নিয়োগ করা হবে আমাদের মহাব্যবস্থাপক
আপনার ওপর ভার দেয়া হবে সমাজের
আপনার ওপর ভার দেয়া হবে রাষ্ট্রের
আপনার ওপর ভার দেয়া হবে সভ্যতার
আপনার খাদ্য হিশেবে বরাদ্দ করা হবে গুদামের পর গুদাম ভর্তি বারুদ
আপনার চিত্তবিনোদনের জন্যে সরবরাহ করা হবে লাখ লাখ স্টেনগান

আপনিই যদি হন আমাদের আকাঙ্খিত প্রতিভাবান পুরুষ
তাহলে 'পোস্টবক্স : বাঙলাদেশ ১৯৮৬'তে
আজই আবেদন করুন

AMARBOI.COM

এসো, হে অশুভ

চারদিকে শুনছি তোমার রোমাঞ্চকর কণ্ঠস্বর।
মেঘে মেঘে ঝিলিক দিচ্ছে তোমার দীর্ঘ শরীরের রূপরেখা।
ঘন কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে পুব থেকে পশ্চিমে,
উত্তর থেকে দক্ষিণে, মেঘ থেকে মাটিতে।
তোমার ঢেউ খেলানো মস্তক থেকে পল্লীর পথপ্রান্তে খ'সে পড়ছে
দু-চারটি ঝলমলে বিস্ময়কর চুল,
তোমার হাত থেকে খ'সে পড়া অশুভ রুমালে ঢেকে যাচ্ছে
শহরের পর শহর, সমুদ্র আর বিমানবন্দর।
হে অশুভ, হে অশুভ, হে সমকালীন দেবতা, তুমি মহাসমারোহে এসো।

তোমার জন্যে খোলা স্থলপথ, তুমি স্থলপথে এসো।
তোমার জন্যে খোলা জলপথ, তুমি জলপথে এসো।
তোমার জন্যে খোলা সমস্ত আকাশ, তুমি আকাশপথে এসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে অশুভ, হে অশুভ, হে সমকালীন দেবতা, তুমি মহাসমারোহে এসো।

তোমার জন্যে খোলা সব গৃহ, তুমি সব গৃহে এসো।
তোমার জন্যে খোলা সব প্রাঙ্গণ, তুমি সব প্রাঙ্গণে এসো।
তোমার জন্যে খোলা সব মন্দির, তুমি সব মন্দিরে এসো।
হে অশুভ, তুমি ফাল্গুনের ফুল হয়ে এসো
হে অশুভ, তুমি চৈত্রের কৃষ্ণচূড়া হয়ে এসো
হে অশুভ, ঝড় হয়ে এসো তুমি বোশেখের প্রত্যেক বিকেলে
হে অশুভ, শ্রাবণের বৃষ্টি হয়ে এসো তুমি অঝোর ধারায়।

এখানে কি কেউ জনককে হত্যা ক'রে জননীর সাথে
লিপ্ত অজাচারে? বাঙলা কি পৃথিবীর নতুন করিন্থ?
হে অশুভ, দিন হয়ে এসো তুমি রাত্রি হয়ে এসো
হে অশুভ, সূর্য হয়ে ওঠো পুবে চাঁদ হয়ে ওঠো পশ্চিমে
হে অশুভ, শস্য হয়ে ফ'লে ওঠো প্রতিটি সাকা ধান্যবীজে
হে অশুভ, হে সমকালীন বাঙলার দেবতা,
তুমি সমস্ত দিক আর দিগন্ত থেকে এসো।

পাড়ার গুণ্ডা হয়ে এসো তুমি পাড়ায় পাড়ায়
ধর্ষণকারী হয়ে এসো তুমি প্রতিটি রাস্তায়
ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে থাকো বালিকা বিদ্যালয়ের পাশের গলিতে
দশটা হেডলাইট জ্বালিয়ে এসো শহরের প্রধান সড়কে
এসো তুমি সাইলেন্সারহীন মোটর সাইকেলে
এসো তুমি দূরপাল্লার লাকশারি কোচে
হে অশুভ, হে সমকালীন বাঙলার দেবতা, সর্বব্যাপী
হয়ে তুমি এসো।

এসো বুট পায়ে ইউনিফর্ম প'রে
এসো পতাকাখচিত মার্সিডিস চ'ড়ে
এসো বাসে ঝুলে রিকশায় চেপে
এসো ব্যাংকের কাউণ্টারে ঝলমলে নোটের বাণ্ডিল হয়ে
এসো গ্রন্থাগারে সারিসারি গ্রন্থ হয়ে
আমার ছাত্র হয়ে এসো তুমি ঘণ্টায় ঘণ্টায়
অধ্যাপক হয়ে এসো শ্রেণীতে শ্রেণীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসো সচিব ও যুগ্ম সচিব হয়ে
এসো মন্ত্রী হয়ে
ব্যবস্থাপক হয়ে এসো সংস্থায় সংস্থায়।

হে অশুভ, তুমি প্রেমিকপ্রেমিকার প্রেমালাপে এসো
হে অশুভ, তুমি প্রত্যেকের চুম্বনে আলিঙ্গনে এসো
হে অশুভ, প্রতিটি শয্যায় তুমি পুলক হয়ে এসো
হে অশুভ, তুমি প্রতিটি কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে এসো
হে অশুভ, তুমি আমাদের প্রত্যেকের প্রার্থনায় এসো
হে অশুভ, ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল হয়ে তুমি এসো।

নষ্ট হৃৎপিণ্ডের মতো বাঙলাদেশ

তোমার দুই চির-অপ্রতিষ্ঠিত পুত্র কবি ও কৃষক (নিষাদেরাই
প্রতিষ্ঠিত চিরকাল) তোমার রূপের কথা
রটায় দিনরাত। একজন ধানখেতে তোমার দেহের
স্তব ক'রে যেই গান গেয়ে ওঠে অন্যজন অমনি পুথির ধূসর
পাতা ভ'রে তোলে সমিল পয়ারে।
একজনকে তুমি এক বিঘে ধান দিলে সে তোমার দশ বিঘে
ভ'রে তোলে গানে। অন্যজনকে যখন তুমি
একটি পংক্তি দাও সে তখন দশশ্লোক স্তব রচে তোমার রূপের।
এ ছাড়া তোমার স্তব কোনো কালে বেশি কেউ
করে নি কখনো, বরং কুৎসাই রটিয়েছে শতকে শতকে।
এখন তো তুমি অপরিহার্য নও তোমার অধিকাংশ পুত্রের জন্যেই।
অনেকের চোখেই এখন মরুভূমি তোমার চেয়েও বেশি
সবুজ ও রূপসী, আর শীতপ্রধান অঞ্চলের উষ্ণতা রক্তেমাংসে
উপভোগে উৎসাহী সবাই, তাই তোমাকে 'বিদায়' না ব'লেই তারা
ছেড়ে যাচ্ছে তোমার উঠোন। আর চিরকালই
ঝোপঝাড়ে পাটখেতে ওৎ পেতে আছে অজস্র ধর্ষণকারী।
কতোবার যে দশকে দশকে ধর্ষিতা হয়েছো তুমি, তোমার আর্ত চিৎকার
মিশে গেছে মাঠে ঘাটে তুমি তার হিশেবও রাখো নি।
তুমি সেই কৃষক-কন্যা, যে ধর্ষিতা হ'লে প্রতিবাদে কোনো দিন
সরব হয় না গ্রাম। আমিও যে খুব ভক্তি করি ভালোবাসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে, তা নয়; ভাগ্যগুণে অন্য গোলার্ধে আমিও বিস্তর রূপসী
দেখেছি। তাদের ওষ্ঠ গ্রীবা বাহু এখনো রক্তে
তোলে ঢেউ, অর্থাৎ তোমার রূপে আমার দু-চোখ অন্ধ হয় নি কখনো।
অপরিহার্য ভাবি না তোমাকে, তবু যেই রক্তে চাপ পড়ে
টের পাই পাঁজরের তলে নষ্ট হৃৎপিণ্ডের মতো বাঙলাদেশ
সেঁটে আছো অবিচ্ছেদ্যভাবে।

আমার চোখের সামনে

আমার চোখের সামনে প'চে গ'লে নষ্ট হলো কতো শব্দ,
কিংবদন্তি, আদর্শ, বিশ্বাস। কতো রঙিন গোলাপ
কখনোবা ধীরে ধীরে, কখনো অত্যন্ত দ্রুত, পরিণত হলো
নোংরা আবর্জনায়।

আমার বাল্যে 'বিপ্লব' শব্দটি প্রগতির উত্থান বোঝাতো।
যৌবনে পা দিতে-না-দিতেই দেখলাম শব্দটি প'চে যাচ্ছে–
ষড়যন্ত্র, বুটের আওয়াজ, পেছনের দরোজা দিয়ে
প্রতিক্রিয়ার প্রবেশ বোঝাচ্ছে।

'সংঘ' শব্দটি গত এক দশকেই কেমন অশ্লীল হয়ে উঠেছে।
এখন সংঘবদ্ধ দেখি নষ্টদের, ঘাতক ডাকাত ভণ্ড আর
প্রতারকেরাই উদ্দীপনাভরে নিচ্ছে সংঘের শরণ। যারা
মানবিক, তারা কেমন নিঃসঙ্গ আর নিঃসংঘ ও
অসহায় হয়ে উঠছে দিনদিন।

আমার চোখের সামনে শহরের সবচেয়ে রূপসী মেয়েটি
প্রথমে অভিনেত্রী, তারপর রক্ষিতা, অবশেষে
বিখ্যাত পতিতা হয়ে উঠলো।

এক দশক যেতে-না-যেতেই আমি দেখলাম
বাঙলার দিকে দিকে একদা আকাশে মাথা-ছোঁয়া মুক্তিযোদ্ধারা
কী চমৎকার হয়ে উঠলো রাজাকার।

আর আমার চোখের সামনেই রক্তের দাগ-লাগা সবুজ রঙের
বাঙলাদেশ দিন দিন হয়ে উঠলো বাঙলাস্তান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্রকন্যাদের প্রতি, মনে মনে

মাতৃগর্ভে অন্ধকারে ছিলে; এখন তথাকথিত
আলোতে এসেছো। ভাবছো চারদিক আলোকখচিত।
অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যা, শিশু পুত্র আমি বারেবারে
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এক কূট অন্ধকারে
আসলে পৌঁচেছো। এ-সূর্য, বিদ্যুৎ, নিঅন টিউব
বড়ো বড়ো বেশি প্রবঞ্চক : পৃথিবীতে অন্ধকার খুব।
পথ দেখানোর ছলে এরা কোনো ভয়াবহ খাদে
পৌঁছে দেবে তোমাদের; বিপজ্জনক সব ফাঁদে
আটকে যাবে। চারদিকে ধ্বনিত হবে আর্ত চিৎকার,
নিজেদের ঘিরে দেখবে থাবা-মেলা ক্রূর অন্ধকার।
তথাকথিত এ-আলো ঠাণ্ডা, দুষ্ট, কদর্য, কুটিল,
চক্রান্তপরায়ণ, অন্ধকারের চেয়েও অশ্লীল।
আর ওই সমাজরাক্ষস, তোমরা যে-দিকেই যাবে
সে-দিকেই মেলে দেবে হিংস্র হাত– ধ'রে গিলে খাবে
সুযোগ পেলেই। তাই সাবধান, একটু ফসকালে
পৌঁছে যাবে উদ্ধাররহিত কোনো নিচুতলা পাতালে।

আমি শুধু জন্মদাতা, পিতা নই; জনক যদিও–
এ-বাস্তবে, অন্ধকারে আমি নই অনুসরণীয়।
আমি গেছি যেই পথে সেটা ভুল পথ; গেছে যারা
সরল সঠিক পুণ্য পথে পথপ্রদর্শক তারা
তোমাদের। সামাজিক পিতাদের পদাংক মুখস্থ
কোরো দিনরাত; অক্ষয় ধৈর্যে জেনে নিয়ো সমস্ত
পবিত্র গন্তব্য। কারণ তারাই এই অন্ধকারে
মোক্ষধামে পৌঁছোনোর ঠিক পথ ব'লে দিতে পারে।

হে পুত্র, তুমি কিছুতেই বিশ্বাস রেখো না। ইস্কুলে
শেখাবে যে-সব মস্ত মিথ্যা, তাতে কখনোও ভুলে
বিশ্বাস কোরো না। তোমার সামনে খোলা যে-পুস্তক
জেনো তা প্রচণ্ড ভণ্ড, মিথ্যাভাষী, আর প্রতারক।
মনে রেখো যারা গলে ওই সব মুদ্রিত মিথ্যায়,
পরাজয় নিয়তি তাদের, তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘৃণা কোরো সততাকে সামাজিক পিতাদের মতো
প্রত্যেক মুহূর্তে, অসত্যকে জপ কোরো অবিরত।
সুনীতি বর্জন কোরো, মহত্ত্বের মুখে ছুঁড়ো থুতু,
মনুষ্যত্বকে মাড়াতে দ্বিধাহীন হয় যেনো জুতো
তোমার পায়ের। দুর্বলকে নিশ্চিন্তে পদাঘাত কোরো
পায়ের আভাস পেলে সবলের নত হয়ে পোড়ো
তার দিকে, চিরকাল সবলের থেকো পদানত,
তার পদযুগলের চকচকে পাদুকার মতো।
শত্রু হোয়ো মানুষের, দানবের পক্ষে চিরদিন
দিয়ো জয়ধ্বনি; প্রতিক্রিয়াশীলতার নিশান উড্ডীন
রেখো গৃহে ও গাড়িতে; নিয়ো তুমি প্রত্যহ উদ্যোগ
যাতে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসে মধ্যযুগ।
যা কিছুই মানবিক তার শিরে, হে আমার পুত্র,
সকালে দুপুরে রাত্রে ঢেলো তুমি মল আর মূত্র।

তুমি তো জানো না কন্যা, শ্যামলাঙ্গী, অমৃত হৃদয়া,
চলছে আজ উজ্জ্বল পতিতাবৃত্তি, এবং মৃগয়া
এ-গ্রহে, পৃথিবীতে, পতিতারাই প্রসিদ্ধ এখন।
জেনো প্রতিভা-সৌন্দর্য নয় শুধু যৌন আবেদন
তোমার সম্পদ। শিখে নিয়ো তুমি তার নিপুণ প্রয়োগ,
চিত্ত নয়, দেহ দিয়ে পৃথিবীকে কোরো উপভোগ।
তোমাকে সম্ভোগ করতে দিয়ো না কাউকে; প্রীতি-স্নেহ
থেকে দূরে থেকো; যাকে ইচ্ছে হয় তাকে দিয়ো দেহ,
কিন্তু কক্ষণো কাউকে হৃদয় দিয়ো না। তুমি তবে
পরিণত হবে লাশে; আমন্ত্রিত হবে না উৎসবে।

পুত্র তুমি জপ কোরো দিনরাত– টাকা, টাকা, টাকা,
টাকা, টাকা। একমাত্র ওই বস্তু ইন্দ্রজাল মাখা
পৃথিবীতে; সব কিছু নষ্ট হয়, সবই নশ্বর;
টিকে থাকে শুধু টাকা– শক্তিমান, মেধাবী, অমর।
জেনো পুত্র মহত্ত্বে গৌরব নেই, কালোবাজারিতে
নিহিত গৌরব; অমর্ত্য গীতাঞ্জলির থেকে পৃথিবীতে
জুতোও অনেক দামি, অমরত্বের চেয়ে শোনো প্রিয়,
বহুগুণে মনোরম শীততাপনিয়ন্ত্রিত গৃহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুল পথে, আমার মতোন, যেয়ো নাকো; অবিকল
হয়ো তুমি সামাজিক পিতাদের মতোই গাড়ল।

মাতৃগর্ভে অন্ধকারে ছিলে; এখন তথাকথিত
আলোতে এসেছো। ভাবছো চারদিক আলোকখচিত।
অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যা, শিশু পুত্র আমি বারেবারে
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এক কূট অন্ধকারে
আসলে পৌঁচেছো। এ-সূর্য, বিদ্যুৎ, নিঅন টিউব
বড়ো বেশি প্রবঞ্চক : পৃথিবীতে অন্ধকার খুব।

ডানা

একদা অজস্র ডানা ছিলো, কোনো আকাশ ছিলো না।
আকাশ মানেই ছিলো ঝড়, বজ্র, শাণিত বিদ্যুৎ
আর সীমাহীন অন্ধকার। তবু ওই ঝড়ে, বজ্রে, শাণিত বিদ্যুতে
উড়েছি বারবার। ডানা থাকলে ওড়ার জন্যে কোনো
আকাশ লাগে না– ঝড়ই হয়ে ওঠে আকাশ, বিদ্যুৎ নীলিমা।
বজ্র জ্ঞাপন করে আকাশের স্তরেস্তরে ওড়ার উল্লাস।
জানি নি কখন বজ্রে-বিদ্যুতে খ'সে গেছে সংখ্যাহীন ডানা
আর মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেছি উদ্ধারহীন নর্দমায়।
বহু দিন পর চোখে মেলে দেখি চারদিকে ছড়ানো আকাশ–
নীল হয়ে, তারকাখচিত হয়ে, শরীরে জ্যোৎস্না প'রে
ছড়িয়ে রয়েছে– বজ্র নেই, ঝড় নেই, বিদ্যুতের ছুরিকাও নেই।
দূরস্মৃতির মতোন মনে পড়ে বজ্র, আর বিদ্যুৎকে।
উড়েতে গিয়েই দেখি খ'সে গেছে আমার সে-সংখ্যাহীন ডানা,
আর আমি ঢুকে গেছি স্বপ্নের প্রধান শত্রু অশ্লীল বাস্তবে।

সাহস

এখন, বিশশতকের দ্বিতীয়াংশে, সব কিছুই সাহসের পরিচায়ক।
কথা বলা সাহস, চুপ ক'রে থাকাও সাহস।
দলে থাকা সাহস, দলে না থাকাও সাহস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন, এ-দুর্দশাগ্রস্ত গ্রহে, সব কিছুই সাহসের পরিচায়ক।
তোমাকে ভালোবাসি বলা সাহস।
তোমাকে ভালোবাসি না বলাও সাহস।
এখন, বিশশতকের দ্বিতীয়াংশে, সব কিছুই সাহসের পরিচায়ক।
ঘরে একলা থাকাটা সাহস।
আবার রাস্তায় অনেকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়াও সাহস।
এখন, এ-দুর্দশাগ্রস্ত গ্রহে, সব কিছুই সাহসের পরিচায়ক।
ঝলমলে গোলাপের দিকে তাকানোটা সাহস।
তার থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়াও সাহস।
এখন, বিশশতকের দ্বিতীয়াংশে, সব কিছুই সাহসের পরিচায়ক।
আমি কিছু চাই বলাটা সাহস।
আবার আমি কিছুই চাই না বলাও সাহস।
এখন, এ-দুর্দশাগ্রস্ত গ্রহে, বেঁচে থাকাটাই এক প্রকাণ্ড দুঃসাহস।

মুক্তিবাহিনীর জন্যে

AMARBOI.COM

তোমার রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসছে গোলাপ
তোমার মেশিনগানের ম্যাগাজিনে ৪৫টি গোলাপের কুঁড়ি
তুমি ক্যামোফ্লেজ করলেই মরা ঝোপে ফোটে লাল ফুল
আসলে দস্যুরা অস্ত্রকে নয় গোলাপকেই ভয় পায় বেশি
তুমি পা রাখলেই অকস্মাৎ ধ্বংস হয় শত্রুর কংক্রিট বাংকার
তুমি ট্রিগারে আঙুল রাখতেই মায়াবীর মতো যাদুবলে
পতন ঘটে শত্রুর দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ঢাকা নগরীর

তোমার রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসছে ভালোবাসা
সর্বাঙ্গে তোমার প্রেম দাউদাউ জ্বলে
তুমি পা রাখতেই প্রেমিকার ব্যাকুল দেহের মতো যশোর কুমিল্লা ঢাকা
অত্যন্ত সহজে আসে তোমার বলিষ্ঠ বাহুপাশে
আর তোমাকে দেখলেই উঁচু দালানের শির থেকে
ছিঁড়ে পড়ে চানতারামার্কা বেইমান পতাকা

তোমার রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসছে জীবন
তুমি দাও থরোথরো দীপ্ত প্রাণ বেয়নেটে নিহত লাশকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার আগমনে প্রাণ পায় মরা গাছ পোড়া প্রজাপতি
তোমার পায়ের শব্দে বাঙলাদেশে ঘনায় ফাল্গুন
আর ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই বিধ্বস্ত বাগানে
এক সুরে গান গেয়ে ওঠে সাত কোটি বিপন্ন কোকিল
১৯৭২

যা কিছু আমি ভালোবাসি

কী অদ্ভুত সময়ে বাস করি।
যা কিছু আমি ভালোবাসি তাদের কথাও বলতে পারি না।
বলতে গেলেই মনে হয় আমি যেনো চারপাশের
সমস্ত শোষণ, পীড়ন, অন্যায়, ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে
সমর্থন করি।

রজনীগন্ধার নাম উচ্চারণ করতে গেলেই মনে হয়
আমি যেনো চাই রাস্তায় উলঙ্গ যে-শিশুটি অনাহারে চিৎকার করছে
সে চিরকাল এভাবেই চিৎকার করুক।

AMARBOI.COM

কৃষ্ণচূড়ার লাল মেঘের দিকে মুগ্ধচোখে তাকাতে গেলেই
মনে হয় আমি যেনো পৃথিবীব্যাপী সামরিক শাসন ও সমরবাদকে
সমর্থন করি।

আমার মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেতে গেলেই মনে হয়
আমি যেনো ভুলে গেছি পৃথিবীর কোনো চুল্লিতে
এ-মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে পৃথিবীধ্বংসী একটা পারমাণবিক বোমা।

কবিতার কোনো পংক্তি অন্যমনস্কভাবে আবৃত্তি করার সাথে সাথে
মনে হয় আমি যেনো সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়ভাবে
সমর্থন করছি।

ওই মেঘের দিকে তাকানোর সময় মনে হয়
আমি যেনো রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত
বদমাশিকে সমর্থন করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন আত্মার ভেতরে গুঞ্জরণ করে গীতবিতানের কোনো পংক্তি
তখন মনে হয় আমি যেনো ইস্কুলে যাওয়ার পথে
অপমৃত শিশুদের কথা ভুলে গেছি।

একটি ইন্দ্রিয়কাঁপানো চিত্রকল্প সৃষ্টির মুহূর্তে মনে হয়
আমি যেনো কৃষ্ণ বিদ্রোহী কবির মৃত্যুদণ্ডকে
সমর্থন করি।

আর 'তোমাকে ভালোবাসি'
বলার সময় মনে হয় আমি যেনো ত্রিশ লক্ষ মানুষের
মৃত্যু আর বাঙলার স্বাধীনতার সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা করছি।

সিংহ ও গাধা ও অন্যান্য

১
মানুষ সিংহের প্রশংসা করে,
তবে গাধাকেই আসলে পছন্দ করে।
আমার প্রতিভাকে প্রশংসা করলেও
ওই পুঁজিপতি গাধাটাকেই
আসলে পছন্দ করো তুমি।

২
তোমাকে নিয়ে এতোগুলো কবিতা লিখেছি।
তার গোটাচারি শিল্পোত্তীর্ণ
আর অন্তত একটি কালোত্তীর্ণ।
এতেই সবাই বুঝবে তোমাকে আমি পাই নি কখনো।

৩
প্রাক্তন দ্রোহীরা যখন অর্ঘ্য পায়
তাদের কবরে যখন স্মৃতিস্তম্ভ মাথা তোলে
নতুন বিদ্রোহীরা কারাগারে ঢোকে
আর ফাঁসিকাঠে ঝোলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪
মেয়ে, তোমার সুন্দর মনের থেকে
অনেক আকর্ষণীয়
তোমার সুন্দর শরীর।

৫
যখন তোমার রিকশা উড়ে আসে
সামনের দিক থেকে প্রজাপতির মতো
তখন পেছন দিক থেকে দানবের মতো ছুটে আসে
একটা লকলকে জিভের ট্রাক
প্রজাপতি আর দানবের মধ্যে আমি পিষ্ট চিরকাল।

AMARBOI.COM

তুমি, বাতাস ও রক্তপ্রবাহ

বাতাসের নিয়মিত প্রবাহ বোধহয় করা যায় না।
যখন নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক মতো চলে
তখন কে বোধ করে বাতাসের অস্তিত্ব?
স্বাভাবিক রক্তসঞ্চালন টেরই পাওয়া যায় না।
বোঝাই যায় না হৃৎপিণ্ড
অবিরাম সঞ্চালিত ক'রে চলেছে রক্ত শিরায় শিরায়।
সমগ্র শরীর কেঁপে ওঠে
যখন অভাব ঘটে বাতাসের।
ভূমিকম্প হয় যখন ব্যাঘাত ঘটে রক্তপ্রবাহে।
তুমি ওই রক্ত আর বাতাসের মতো–
টেরই পাই না তোমাকে।
কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বোধ করি তোমার অস্তিত্ব
যখন তোমার অভাব ঘটে
আমার জীবনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবারে সম্পূর্ণ দেখবো

তোমাকে প্রথম দেখি মুখোমুখি; শুধু মুখটিই চোখে পড়ে।
ওই মুখে চোখ, ঠোঁট, একটা বিস্ময়কর তিল ছিলো
সে-সব পৃথকভাবে লক্ষ্য করি নি। শুধু একটি মুখই দেখেছি।
তারপর একবার দেখি তুমি হেঁটে যাচ্ছো; তোমার গ্রীবার
সৌন্দর্যই শুধু আমার দু-চোখে ঢোকে;– গ্রীবা নয়,
গ্রীবার সৌন্দর্যকেই শুধু সত্য মনে হয়। তারপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে
তোমাকে দেখেছি; কিন্তু সম্পূর্ণ দেখি নি। করতল দেখার সময়
দেখতে পাই নি হাতের পেছন ভাগ, খোঁপার গঠন
দেখার সময় আমার দু-চোখ থেকে অন্তহীন দূরত্বে থেকেছে
তোমার চিবুক। পরম সত্যের মতো উদঘাটিত স্তনের দিকে
নিবদ্ধ রেখেছি চোখ যুগযুগ; আর ওই সৌন্দর্যমথিত
যুগযুগান্তরব্যাপী আমি দেখতে পাই নি তোমার পিঠের
রূপ, তার ঢেউ রেখা বাঁক ও অন্যান্য খণ্ড সত্য।
তোমার পায়ের তালুতে একটা উল্লেখযোগ্য জ্যোতিশ্চক্র রয়েছে;
ওই জ্যোতিশ্চক্রে নিবদ্ধ থাকার কালে দেখতে পাই নি
জ্যোতির্ময় আশ্চর্য ত্রিভুজ। আমি শুধু এক সত্য থেকে আরেক সত্যে
পৌঁচেছি তোমাকে প্রথম দেখার আশ্চর্য মুহূর্ত
থেকে। তুমি কি পরম সত্য? তোমাকে কখন
আমি একবারে, এক দৃষ্টিতে, আপাদমস্তকআত্মা সম্পূর্ণ দেখবো?

এপিটাফ

এখানে ঘুমিয়ে আছে– কবি।
স্ত্রী যাকে ভালোবাসতো
উপস্ত্রী যাকে ভালোবাসতো
প্রেমিকা যাকে ভালোবাসতো।

এখানে ঘুমিয়ে আছে– কবি।
স্ত্রী যাকে ঘৃণা করতো
উপস্ত্রী যাকে ঘৃণা করতো
প্রেমিকা যাকে ঘৃণা করতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি ও জনতাস্তাবকতা

সকলেই আজকাল স্তাবকতা করে জনতার।
স্বৈরাচারী, রাজনীতিব্যবসায়ী, ও তাত্ত্বিকেরা তো বটেই,
জনতার কবিসম্প্রদায়ও অক্লান্ত স্তাবকতা করে জনতার।
স্তাবকতা আত্মোন্নতির উপায় মাত্র; এতে জনতার
কোনো লাভ নেই। স্বৈরাচারী স্তাবকতা করে
সিংহাসনে টেকার জন্যে; রাজনীতিব্যবসায়ী স্তাবকতা
করে সিংহাসনে ওঠার আশায়। তাত্ত্বিকেরা
স্তাবকতা করে, কারণ তাদেরও চোখ নিবদ্ধ
সিংহাসনের আশেপাশে।
জনতার কবিসম্প্রদায়ও লাভের আশায়ই
স্তাবকতা করে জনতার।
তবে যে প্রকৃত কবি, যার ভালোবাসা বিশুদ্ধ প্রকৃত,
সে স্তব করতে পারে, কিন্তু স্তাবকতা
করে না কখনো। সে জানে জনতাও দেবতা নয়,
জনতাও বিপথগামী হয় অন্ধকারে;
পদস্খলিত হয় পিচ্ছিল রাস্তায়। তাই সে স্তাবকতার বদলে
নিজেকেই ক'রে তোলে অগ্নিশিখা, জনতা তখন
পথ খুঁজে পায়। জনতা অনুসরণ করে কবিকে।
কবি, অগ্নিশিখা, কখনো অনুসরণ
করে না জনতাকে।

আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর

আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর শুনেছি তুমি খুব কষ্টে আছো।
তোমার খবরের জন্যে যে আমি খুব ব্যাকুল,
তা নয়। তবে ঢাকা খুবই ছোট্ট শহর। কারো কষ্টের
কথা এখানে চাপা থাকে না। শুনেছি আমাকে
ছেড়ে যাওয়ার পর তুমি খুবই কষ্টে আছো।

প্রত্যেক রাতে সেই ঘটনার পর নাকি আমাকে মনে পড়ে
তোমার। পড়বেই তো, পৃথিবীতে সেই ঘটনা
তুমি-আমি মিলেই তো প্রথম সৃষ্টি করেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-গাধাটার হাত ধ'রে তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে সে নাকি এখনো
তোমার একটি ভয়ংকর তিলেরই খবর পায় নি।
ওই ভিসুভিয়াস থেকে কতোটা লাভা ওঠে তা তো আমিই প্রথম
আবিষ্কার করেছিলাম। তুমি কি জানো না গাধারা কখনো
অগ্নিগিরিতে চড়ে না?

তোমার কানের লতিতে কতোটা বিদ্যুৎ আছে, তা কি তুমি জানতে?
আমিই তো প্রথম জানিয়েছিলাম ওই বিদ্যুতে
দপ ক'রে জ্বলে উঠতে পারে মধ্যরাত।
তুমি কি জানো না গাধারা বিদ্যুৎ সম্পর্কে কোনো
খবরই রাখে না?

আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর শুনেছি তুমি খুব কষ্টে আছো।
যে-গাধাটার সাথে তুমি আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলে সে নাকি ভাবে
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শয্যাকক্ষে কোনো শারীরিক তাপের
দরকার পড়ে না। আমি জানি তোমারকেতোটা দরকার
শারীরিক তাপ। গাধারা জানে না।

আমিই তো খুঁজে বের করেছিলাম তোমার দুই বাহুমূলে
লুকিয়ে আছে দুটি ভয়ংকর ত্রিভুজ। সে-খবর
পায় নি গাধাটা। গাধারা চিরকালই শারীরিক ও সব রকম
জ্যামিতিতে খুবই মূর্খ হয়ে থাকে।

তোমার গাধাটা আবার একটু রাবীন্দ্রিক। তুমি যেখানে
নিজের জমিতে চাষার অক্লান্ত নিড়ানো, চাষ, মই পছন্দ করো,
সে নাকি আধ মিনিটের বেশি চষতে পারে না। গাধাটা জানে না
চাষ আর গীতবিতানের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য!

তুমি কেনো আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে? ভেবেছিলে গাড়ি, আর
পাঁচতলা ভবন থাকলেই ওষ্ঠ থাকে, আলিঙ্গনের জন্যে বাহু থাকে,
আর রাত্রিকে মুখর করার জন্যে থাকে সেই
অনবদ্য অর্গান?

শুনেছি আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর তুমি খুবই কষ্টে আছো।
আমি কিন্তু কষ্টে নেই; শুধু তোমার মুখের ছায়া
কেঁপে উঠলে বুক জুড়ে রাতটা জেগেই কাটাই, বেশ লাগে,
সম্ভবত বিশটির মতো সিগারেট বেশি খাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।
আমার খাদ্যে ছিলো অন্যদের আঙুলের দাগ,
আমার পানীয়তে ছিলো অন্যদের জীবাণু,
আমার বিশ্বাসে ছিলো অন্যদের ব্যাপক দূষণ।
আমি জন্মেছিলাম আমি বেড়ে উঠেছিলাম
আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।
আমি দাঁড়াতে শিখেছিলাম অন্যদের মতো,
আমি হাঁটতে শিখেছিলাম অন্যদের মতো,
আমি পোশাক পরতে শিখেছিলাম অন্যদের মতো ক'রে,
আমি চুল আঁচড়াতে শিখেছিলাম অন্যদের মতো ক'রে,
আমি কথা বলতে শিখেছিলাম অন্যদের মতো।
তারা আমাকে তাদের মতো দাঁড়াতে শিখিয়েছিলো,
তারা আমাকে তাদের মতো হাঁটার আদেশ দিয়েছিলো,
তারা আমাকে তাদের মতো পোশাক পরার নির্দেশ দিয়েছিলো,
তারা আমাকে বাধ্য করেছিলো তাদের মতো চুল আঁচড়াতে,
তারা আমার মুখে গুঁজে দিয়েছিলো তাদের দূষিত কথামালা।
তারা আমাকে বাধ্য করেছিলো তাদের মতো বাঁচতে।
আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।
আমি আমার নিজস্ব ভঙ্গিতে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম,
আমি হাঁটতে চেয়েছিলাম নিজস্ব ভঙ্গিতে,
আমি পোশাক পরতে চেয়েছিলাম একান্ত আপন রীতিতে,
আমি চুল আঁচড়াতে চেয়েছিলাম নিজের রীতিতে,
আমি উচ্চারণ করতে চেয়েছিলাম আমার আন্তর মৌলিক মাতৃভাষা।
আমি নিতে চেয়েছিলাম নিজের নিশ্বাস।
আমি আহার করতে চেয়েছিলাম আমার একান্ত মৌলিক খাদ্য,
আমি পান করতে চেয়েছিলাম আমার মৌলিক পানীয়।
আমি ভুল সময়ে জন্মেছিলাম। আমার সময় তখনো আসে নি।
আমি ভুল বৃক্ষে ফুটেছিলাম। আমার বৃক্ষ তখনো অঙ্কুরিত হয় নি।
আমি ভুল নদীতে স্রোত হয়ে বয়েছিলাম। আমার নদী তখনো উৎপন্ন হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভুল মেঘে ভেসে বেরিয়েছিলাম। আমার মেঘ তখনো আকাশে জমে নি।
আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।
আমি গান গাইতে চেয়েছিলাম আমার আপন সুরে,
ওরা আমার কণ্ঠে পুরে দিতে চেয়েছিলো ওদের শ্যাওলা-পড়া সুর।
আমি আমার মতো স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলাম,
ওরা আমাকে বাধ্য করেছিলো ওদের মতো ময়লা-ধরা স্বপ্ন দেখতে।
আমি আমার মতো দাঁড়াতে চেয়েছিলাম,
ওরা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলো ওদের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়াতে।
আমি আমার মতো কথা বলতে চেয়েছিলাম,
ওরা আমার মুখে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলো ওদের শব্দ ও বাক্যের আবর্জনা।
আমি খুব ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিলাম,
ওরা আমাকে ওদের মতোই দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিলো বাইরে।
ওরা মুখে এক টুকরো বাসি মাংস পাওয়াকে ভাবতো সাফল্য,
ওরা নতজানু হওয়াকে ভাবতো গৌরব,
ওরা পিঠের কুঁজকে মনে করতো পদক,
ওরা গলার শেকলকে মনে করতো অমূল্য অলংকার।
আমি মাংসের টুকরো থেকে দূরে ছিলাম। এটা ওদের সহ্য হয় নি।
আমি নতজানু হওয়ার বদলে নিগ্রহকে বরণ করেছিলাম। এটা ওদের সহ্য হয় নি।
আমি পিঠে কুঁজের বদলে বুকে ছুরিকাকে সাদর করেছিলাম। এটা ওদের সহ্য হয় নি।
আমি গলার বদলে হাতেপায়ে শেকল পরেছিলাম। এটা ওদের সহ্য হয় নি।
আমি অন্যদের সময়ে বেঁচে ছিলাম। আমার সময় তখনো আসে নি।
ওদের পুকুরে প্রথাগত মাছের কোনো অভাব ছিলো না,
ওদের জমিতে অভাব ছিলো না প্রথাগত শস্য ও শব্জির,
ওদের উদ্যানে ছিলো প্রথাগত পুষ্পের উল্লাস।
আমি ওদের সময়ে আমার মতো দিঘি খুঁড়েছিলাম ব'লে
আমার দিঘিতে পানি ওঠে নি।
আমি ওদের সময়ে আমার মতো চাষ করেছিলাম ব'লে
আমার জমিতে শস্য জন্মে নি।
আমি ওদের সময়ে আমার মতো বাগান করতে চেয়েছিলাম ব'লে
আমার ভবিষ্যতের বিশাল বাগানে একটিও ফুল ফোটে নি।
তখনো আমার দিঘির জন্যে পানি উৎসারণের সময় আসে নি।
তখনো আমার জমির জন্যে নতুন ফসলের সময় আসে নি।
তখনো আমার বাগানের জন্যে অভিনব ফুলের মরশুম আসে নি।
আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সব কিছু পর্যবসিত হয়েছে ভবিষ্যতের মতো ব্যর্থতায়,
ওরা ভ'রে উঠেছে বর্তমানের মতো সাফল্যে।
ওরা যে-ফুল তুলতে চেয়েছে, তা তুলে এনেছে নখ দিয়ে ছিঁড়েফেড়ে।
আমি শুধু স্বপ্নে দেখেছি আশ্চর্য ফুল।
ওরা যে-তরুণীকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছে, তাকে জড়িয়ে ধরেছে দস্যুর মতো।
আমার তরুণীকে আমি জড়িয়ে ধরেছি শুধু স্বপ্নে।
ওরা যে-নারীকে কামনা করেছে, তাকে ওরা বধ করেছে বাহুতে চেপে।
আমার নারীকে আমি পেয়েছি শুধু স্বপ্নে।
চুম্বনে ওরা ব্যবহার করেছে নেকড়ের মতো দাঁত।
আমি শুধু স্বপ্নে বাড়িয়েছি ওষ্ঠ।
আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।
আমার চোখ যা দেখতে চেয়েছিলো, তা দেখতে পায় নি।
তখনো আমার সময় আসে নি।
আমার পা যে-পথে চলতে চেয়েছিলো, সে-পথে চলতে পারে নি।
তখনো আমার সময় আসে নি।
আমার হৃদয় যা নিবেদন করতে চেয়েছিলো, তা নিবেদন করতে পারে নি।
তখনো আমার সময় আসে নি।
আমার কর্ণকুহর যে-সুর শুনতে চেয়েছিলো, তা শুনতে পায় নি।
তখনো আমার সময় আসে নি।
আমার ত্বক যার ছোঁয়া পেতে চেয়েছিলো, তার ছোঁয়া পায় নি।
তখনো আমার সময় আসে নি।
আমি যে-পৃথিবীকে চেয়েছিলাম, তাকে আমি পাই নি।
তখনো আমার সময় আসে নি। তখনো আমার সময় আসে নি।
আমি বেঁচে ছিলাম
অন্যদের সময়ে।

AMARBOI.COM

কথা দিয়েছিলাম তোমাকে

কথা দিয়েছিলাম তোমাকে রেখে যাবো
পুষ্ট ধান মাখনের মতো পলিমাটি পূর্ণ চাঁদ ভাটিয়ালি
গান উড্ডীন উজ্জ্বল মেঘ দুধেল ওলান মধুর চাকের মতো গ্রাম
জলের অনন্ত বেগ রুইমাছ পথপাশে শাদা ফুল অবনত গাছ
আমের হলদে বউল জলপদ্ম দোয়েল মৌমাছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি নষ্ট ফলে দুষ্ট কীট
ধানের ভেতরে পুঁজ টায়ারের পোড়া গন্ধ পঙ্কিল তরমুজ
দুঃস্বপ্নআক্রান্ত রাত আলকাতরার ঘ্রাণ ভাঙা জলযান অধঃপাত
সড়কে ময়লা রক্ত পরিত্যক্ত ভ্রূণ পথনারী বিবস্ত্র ভিখারি
শুকনো নদী হন্তারক বিষ আবর্জনা পরাক্রান্ত সিফিলিস

কথা দিয়েছিলাম তোমাকে রেখে যাবো
নিকোনো শহর গলি লোকোত্তর পদাবলি রঙের প্রতিভা
মানবিক গূঢ় সোনা অসম্ভব সূত্রে বোনা স্বাধীনতা শুভ্র স্বাধিকার
অন্তরঙ্গ অক্ষরবৃত্ত দ্যুতিময় মিল লয় জীবনের আনন্দনিখিল
গাঢ় আলিঙ্গন সুবাতাস সময়ের অমল নিশ্বাস

তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি নোংরা বস্তি সৈন্যাবাস
বর্বর চিৎকার বুট রাষ্ট্রধর্ম তেলাপোকা মধ্যযুগ অন্ধ শিরস্ত্রাণ
মৌলবাদ রেখে যাচ্ছি মারণাস্ত্র আততায়ীর উল্লাস পোড়া ঘাস সন্ত্রাস
মরচে-পড়া মাংস রেখে যাচ্ছি কালরাত্রি সান্ধ্য আইন অনধিকার
সমূহ পতন খাদ তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি অসংখ্য জল্লাদ

তৃতীয় বিশ্বের একজন চাষীর প্রশ্ন

আগাছা ছাড়াই, আল বাঁধি, জমি চষি, মই দিই,
বীজ বুনি, নিড়োই, দিনের পর
দিন চোখ ফেলে রাখি শুকনো আকাশের দিকে। ঘাম ঢালি
খেত ভ'রে, আসলে রক্তই ঢেলে দিই
নোনা পানি রূপে; অবশেষে মেঘ ও মাটির দয়া হ'লে
খেত জুড়ে জাগে প্রফুল্ল সবুজ কম্পন।
খরা, বৃষ্টি, ও একশো একটা উপদ্রব কেটে গেলে
প্রকৃতির কৃপা হ'লে এক সময়
মুখ দেখতে পাই থোকা থোকা সোনালি শস্যের।
এতো ঘামে, নিজেকে ধানের মতোই
সেদ্ধ ক'রে, ফলাই সামান্য, এক মুঠো, গরিব শস্য।
মূর্খ মানুষ, দূরে আছি, জানতে ইচ্ছে করে
দিনরাত লেফ-রাইট লেফ-রাইট করলে ক'মন শস্য ফলে
এক গণ্ডা জমিতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণী সন্ত

যেখানে দাঁড়াও তুমি সেখানেই অপার্থিব আলো।

তুমি হেঁটে যাচ্ছো, আমি বহু দূর থেকে দেখেছি, তোমার স্যাণ্ডল
থেকে পুঞ্জপুঞ্জ জোনাকিশিখার মতো গ'লে পড়ছে আলো,
কংক্রিট, ধুলোবালি, ঝরা পাতা রূপান্তরিত হ'য়ে যাচ্ছে অলৌকিক হীরে মুক্তো
সোনা প্রবাল পান্নায়। তোমার স্যাণ্ডলের ছোঁয়ায় সোনা-হয়ে-যাওয়া
এক টুকরো মাটি আমি সেই কবে থেকে বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি দিনরাত।

যে-দিকে তাকাও তুমি সেদিকেই গুচ্ছগুচ্ছ আশ্চর্য গোলাপ।

একবার, চোতমাসের প্রচণ্ড দুপুরে, তুমি দাঁড়ালে পথের পাশে।
তোমার পেছনে একটি মরা গাছ– হাড়ের মতো শুকনো ডাল, জংধরা
পেরেকের মতো সংখ্যাহীন কাঁটা ছাড়া কিছুই ছিলো না তার।
তোমার আঁচল উড়ে গিয়ে যেই স্পর্শ করলো সেই মরা গরিব গাছকে
অমনি তার কাঁটা আর শুকনো ডাল ঢেকে দিয়ে থরেথরে
ফুটে উঠলো লাল লাল আশ্চর্য গোলাপ।

যে-দিকে ফেরাও মুখ সেদিকেই আবির্ভূত অমল সুন্দর।

কলাভবন থেকে বেরোচ্ছিলে তুমি– হঠাৎ দুটো গুণ্ডা, হয়তো তোমার
সহপাঠী, হোস্টায় চেপে এসে থামলো তোমার পাশে। তুমি ফেরালে মুখ
ওদের কুৎসিত মুখের দিকে;– আমি দেখলাম– ওদের ঘা
আর দাগ-ভরা মুখ নিমেষেই হয়ে উঠলো দেবদূতদের
মুখের মতোন জ্যোতির্ময়।

যে-দিকে তাকাও তুমি সেদিকেই অভাবিত অনন্ত কল্যাণ।

বাসস্টপে প'ড়ে-থাকা কুষ্ঠরোগীটির মুখের দিকে তুমি তাকিয়েছিলে
একবার। তখন কুষ্ঠরোগীটিকে মনে হয়েছিলো
রূপসীর করতলে প'ড়ে আছে রজনীগন্ধার বৃষ্টি–ভেজা অমল পাপড়ি।

তুমি তো তাকাও সব দিকে; শুধু তুমি আমার মুখের দিকে,
মানুষের দুরূহতম দুঃখের দিকে, এক শতাব্দীতে
একবারো– ভুলেও– তাকালে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে তুমি ফোটাও ফুল

যে তুমি ফোটাও ফুল ঘ্রাণে ভরো ব্যাপক সবুজ,
জমিতে বিছিয়ে দাও ধান শিম খিরোই তরমুজ
কুমড়োর সুস্বাদ, যে তুমি ফলাও শাখে ফজলি আম
কামরাঙা পেয়ারা, বাতাসে দোলাও গুচ্ছগুচ্ছ জাম,
যে তুমি বহাও নদী, পাললিক নদীর ভেতরে
লালনপালন করো ইলিশ বোয়াল স্তরেস্তরে,
যে তুমি ওঠাও চাঁদ মেঘ ছিঁড়ে নীলাকাশ জুড়ে
বাজাও শ্রাবণ রাত্রি নর্তকীর অজস্র নূপুরে,
যে তুমি পাখির ডাকে জেগে ওঠো, এবং নিশ্চুপে
বালিকার সারা দেহ ভ'রে দাও তিলেতিলে রূপে
আর কণকচাঁপার গন্ধে আর ভাটিয়ালি গানে,
যে তুমি বইয়ে দাও মধুদুগ্ধ গভীর ওলানে
খড় আর ঘাস থেকে, ওগো তুমি ফোটাও মাধবী
আর অজস্র পুত্রকে দাও ছন্দ– ক'রে তোলো কবি,
যে তুমি ফোটাও ফুল বনে বনে গন্ধভরপুর–
সে তুমি কেমন ক'রে, বাঙলা, সে তুমি কেমন ক'রে
দিকে দিকে জন্ম দিচ্ছো পালেপালে শুয়োরকুকুর?

রঙিন দারিদ্র্য

আমি ঠিক জানি না
কোন স্বাপ্নিকের কালে বাঙলাদেশে
টেলিভিশন রঙিন হয়েছে।
যার কালেই হোক, তাকে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন
ব'লে মানতেই হবে। টেলিভিশনে
এখন আমাদের দারিদ্র্যকে
কী সুন্দর, রঙিন, আর মনোরম দেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুনের ছোঁয়া

আমি ছুঁলে বরফের টুকরোও জ্ব'লে ওঠে দপ ক'রে।
আমি ছুঁলে গোলাপের কুঁড়ি জ্বলে,
সারা রাত জ্বলতে থাকে আগুন-গোলাপ।
বনে গেলে শুরু হয় লাল দাবানল।
পায়ের ঘষায় বারুদস্তূপের মতো লেলিহান
হয়ে ওঠে সুসজ্জিত মঞ্চ।
আমি ছুঁলে তোমার শরীর জুড়ে
দাউদাউ জ্বলে প্রাচীনতম রক্তের আগুন।
ছুঁয়েছি গোলাপ-কুঁড়ি, বরফটুকরো,
বনের সবুজ ত্বক, সাজানো মঞ্চ,
আর স্বপ্ন তোমাকে ছুঁয়েছি।
সাধ আছে ছুঁয়ে যাবো নষ্ট সভ্যতাকে,
যাতে এই ভেজাল বস্তু
পেট্রলপাম্পের মতো ভয়াবহভাবে জ্ব'লে ওঠে।

AMARBOI.COM

অশ্রুবিন্দু

ওই চোখ থেকে, মেয়ে, ঝরে জ্যোতি।
তোমার ফসল দেখে ইচ্ছে হয় কায়মনোবাক্যে স্তুতি
করি শেষ পারমাণবিক বিস্ফোরণ অবধি।
সাঁতারে অভিজ্ঞ তবু দেখি নাই এরকম খরস্রোতা নদী।
ওই অসম্ভব গীতিভারাতুর গ্রীবা
দেখে বুঝলাম কাকে বলে সৌন্দর্যের পরম প্রতিভা।
কিন্তু যেই আসি হৃদয়ের কাছে
দেখতে পাই তোমার চোখের কোণে
একবিন্দু কালো অশ্রু পেরেকের মতো গেঁথে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমুদ্রে প'ড়ে গেলে

কখনো সমুদ্রে প'ড়ে গেলে আমাকে উদ্ধার করতে হয়তোবা
ছুটে আসবে নৌবহর। বিমানবাহী যান থেকে উদ্ধত ডানার শোভা
মেলে আসবে ছুটে উদ্ধারপরায়ণ ক্ষীপ্র হেলিকপ্টার।
ছুঁড়ে দেবে দীর্ঘ দড়ি, ভাসমান বয়া, দশ দিক থেকে প্রচণ্ড সাঁতার
কেটে ছুটে আসবে ডুবুরীরা। অসংখ্য অতিমানবিক সাবমেরিন
আমাকে খুঁজবে সমুদ্রের স্তরেস্তরে সারা রাতদিন।
আমাকে পাবে না ওরা, আমাকে উদ্ধারের শক্তি ওদের তো নেই।
শুধু ওই হাতে আছে আমার উদ্ধার, তুমি যেই
বাড়াবে তোমার হাত– অনন্তের থেকে ব্যাপ্ত শুভ্র করতল–
উঠে আসবো আমি যে-কোনো পতন থেকে
নিষ্পাপ পবিত্র অমল।

মৃত্যু

AMARBOI.COM

যখন ছিলাম খুব ছোটো চারদিকে আমি
প্রেতের মুখের মতো দেখতে পেতাম মৃত্যুর অদ্ভুত মুখচ্ছবি।
ফুলে দুলে উঠতো তার মুখ, এলোমেলো
জ্যোৎস্নায় আঁকা দেখতাম তার ভয়াল মুখের রূপরেখা।
ভয়ে মাকে আমার দু-লক্ষ হাতে জড়িয়ে ধরতাম।

যখন আঠারো তখন আমার সমগ্র বাস্তব-অবাস্তব জুড়ে
বিষণ্ন চাঁপার গন্ধ, কার্তিকের কুয়াশার মতো
ভাসতো মৃত্যুর দেহের ঘ্রাণ। তার শরীরের করুণ মধুর ঘ্রাণ
একযুগ ধ'রে আমি শুঁকেছি সঙ্গীতে, পূর্ণিমার ভয়াবহ
চাঁদে, ভাটিয়ালি গানে, মেঘ, শস্য, উথালপাথাল বৃষ্টি,
কবিতার পঙক্তি, খাদ্য, পানীয়, প্রতিটি কিশোরী-
যুবতীর অসম্ভব, অসহ্য সৌন্দর্যে। তখন যৌবন–
প্রেমে আমি আমার দু-কোটি হাতে সারা পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরতাম।

এখন চল্লিশ পেরিয়েছি, জীবনের সারকথা কিছুটা বুঝেছি।
এখন অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পাই মানুষ ও সভ্যতার পরিণতি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকটা বুঝি শিল্পকলা আর অসম্ভব সৌন্দর্যের অর্থ–
অদ্ভুত আঁধারে ঘেরা মানুষের আবেগ, উৎসাহ, প্রেম, কাম ও কামনা।
এখন আমার মাঝে মাঝে মৃত্যুর কথা মনে পড়ে;
মনে পড়লেই আমার ভেতরে কে যেনো হঠাৎ
হো হো ক'রে হেসে ওঠে, হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

একবার তাকাও যদি

একবার তাকাও যদি পুনরায় দৃষ্টি ফিরে পাবো।
বড়োবেশি ছাইপাশ দেখে দেখে দুই চোখে ছানি প'ড়ে গেছে–
যদি চোখ ফিরে পাই তবে শুধু একবার তাকাবো
তোমার মুখের দিকে, তারপর পুনরায় অন্ধ হয়ে যাবো।
একবার তাকাও যদি লোকোত্তর অসহ্য গর্বে
আমি আর কোনো দিকে তাকাবো না। যদি একবার তাকাও তবে
বাঙলা কবিতার ওপর তার পাঁচশো বছর ধ'রে প্রভাব পড়বে।

AMARBOI.COM

চুপ ক'রে থাকার সময়

আজ চুপ ক'রে থাকার সময়। চুপ ক'রে দেখে যেতে হবে
ঘাতকের শিল্পকলা। এই রক্ত, ছুরিকা, ও উন্মাদের অশ্লীল উৎসবে
হ'তে হবে নির্বাক দর্শক। দেখবো বান্ধব
অনুপস্থিত হ'য়ে গেছে, শুনে যাবো সংঘবদ্ধ দস্যুর কলরব
ঢেকে দিচ্ছে পাখির সঙ্গীত, জানি আমরণ
স'য়ে যেতে হবে রাজপথে শ্যামল শিখার মতো কন্যার বস্ত্রহরণ।
জানতে চাইবো না পুত্রের দ্বিখণ্ডিত লাশ
প'ড়ে আছে কোনখানে, দেখে যাবো দূরের আকাশ
কীভাবে উপড়ে ফেলে জল্লাদের সংখ্যাহীন অন্ধ উন্মাদ কুঠার।
চুপ ক'রে আশরীর বুঝে নেবো কী রকম ঠাণ্ডা ওই কুঠারের ধার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ'লে গেছো বহু দূর

চ'লে গেছো বহু দূর বহু রাজধানি
তোমাকে হারানো তবু অসম্ভব মানি।
সকালে ক্ষুরের ক্রোধে কেটে গেলে গাল
ফিনকি দেয় যেই রক্ত তুমি তার লাল।
সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকে যখন হাঁপাই
ভাঙা হৃৎপিণ্ড জুড়ে তোমাকেই পাই।
যখন রক্তের ক্ষোভে কাঁপি থরথর
ধ'সে পড়ে ঘরবাড়ি অজস্র শহর,
লাভাগ্রস্ত লোকালয় জ্বলে ধিকিধিকি
বুক ভ'রে বাজো তুমি দ্রিমিকি দ্রিমিকি।
রক্ত আর মাংস জ্বলে চারদিকে দাহ
ধমনীতে টের পাই তোমার প্রবাহ।
পাই নি তোমাকে ঠোঁটে থরোথরো বুকে
তবু তো তোমাকে পাই সমস্ত অসুখে।

পার্টিতে

অজস্র গাড়ল চারদিকে, মাঝেমাঝে মানুষের
মুখ চোখে পড়ে একটি দুটি। বাতাসে কর্কশ ক্রোধ,
ফেটে পড়তে চায় জলবায়ু। স্কচের আভাস পেয়ে
অসুস্থ শরীরে এসেছেন শ্রীমধুসূদন, তাঁকে
কেউ চিনতে পারছে না। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন
নিঃসঙ্গ বঙ্কিম, একঝোপ দাড়ি সত্ত্বেও মহান
রবীন্দ্রনাথকে একটি বালিকাও চিনতে পারছে না।
শক্ত দাঁড়িয়ে আছেন সুধীন্দ্রনাথ, খুব কাঁপছেন
বুদ্ধদেব, নজরুল, একটি গাধাও তাঁদের চিনতে
পারছে না। রঙিন একটা গর্দভকে নিয়ে ব্যস্ত পাঁচটি
মাংসবতী গাভী, একটা ভাঁড়ের গায়ে ঝুলে আছে
গোটা দুই আধাপণ্যনারী, দশটি বালিকা আর
দুটি খোজা চুমো খায় নপুংসক নিমাইয়ের গালে।
পা ঘষছেন রবীন্দ্রনাথ, তবু কেনো এই
অট্টালিকা খড়ের গাদার মতো দাউদাউ জ্ব'লে উঠছে না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আর কিছুই বলবো না

যা ইচ্ছে করো তোমরা আমি আর কিছুই বলবো না।
রক্তে সাজাও উঠোন, শিরচ্ছেদ করো জনকের,
কন্যাকে পীড়ন করো, আমি আর কিছুই বলবো না।
বাইরে বাগান ক'রে অভ্যন্তরে কুটিল গোখরো
ছাড়ো, বান্ধবের পানীয়তে মেশাও ঘাতক বিষ,
সৌন্দর্য ধর্ষণ করো, আমি আর কিছুই বলবো না।
সত্যের বন্দনা করো দিবালোকে, মিথ্যার মন্দিরে
গিয়ে প'ড়ে থাকো নষ্ট আঁধারের নিপুণ আশ্রয়ে,
মঞ্চে স্তব করো মানুষের আর শাণাও কুঠার
সংযোপন ষড়যন্ত্রে, আমি আর কিছুই বলবো না।
পাঠ করো কপটতা, দিনে দানবকে দুয়ো দাও
রাতে বসো পদতলে, আমি আর কিছুই বলবো না।
দেখবো শিশুর মুখ বৃষ্টিধারা পাখির উড়াল
অথবা দু-চোখ উপড়ে মুখ ঘষবো সুগন্ধী মাটিতে।

AMARBOI.COM

পর্বত

ছোটোবেলায় উঠোনের কোণে স্বপ্নের মতো একরত্তি লাল
একটা ঘাসফুল দেখে বিভোর হ'য়ে গিয়েছিলাম।
তারপর কতো ভোরে সেই একরত্তি ফুল হ'য়ে উঠোনের কোণে
আমি অত্যন্ত নিঃশব্দে ফুটেছি।

আট বছর বয়সে আমার খুব ভালো লেগেছিলো ডালিমের ডালে
ঘুমের মতোন ব'সে থাকা দোয়েলটিকে।
তারপর অসংখ্য দুপুরে আমি ঘুম হ'য়ে ডালিমের শাখায় বসেছি।

পুকুরে পানির সবুজ কোমল ঢেউ হয়েছি অজস্র সন্ধ্যায়।
মাঝপুকুরে বোয়ালের হঠাৎ ঘাইয়ে জন্ম নিয়ে টলমল ক'রে গিয়ে
মিশেছি ঘাস, শ্যাওলা, কচুরিপানার সবুজ শরীরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘ হ'য়ে কতো দিন উড়ে গেছি আড়িয়ল বিলের ওপর দিয়ে,
গলগলে গজল হ'য়ে কতো রাতে ঝরেছি টিনের চালে,
নৌকো হ'য়ে ভেসে গেছি থইথই ঢেউয়ের ওপর।
কতো গোধুলিতে তারা হ'য়ে ফুটেছি আকাশের অজানা কোণে।
দুঃখ হ'য়ে ব'সে থেকেছি পার্কের বিষণ্ন গাছের নিচে।
অশ্রু হ'য়ে টলমল করেছি তার চোখের কোণায়।

কিন্তু আজ, এই অসম্ভব দুর্দিনে, একরত্তি ফুল, পাখি, মেঘ,
বৃষ্টি, ঢেউ, নৌকো, তারা, অশ্রু, বা কুয়াশা নয়
আমি মাথা তুলছি উদ্ধত পর্বতের মতো। চারপাশে নষ্টদের রোষ,
আর শুয়োরের আক্রোশ, বিচিত্র পশুদের আক্রমণ মাথা কুটে
মরে পাদদেশে। আমি বেড়ে উঠছি অবিচল পর্বতের মতো, যখন আমার
পাদদেশে পশুদের কোলাহল, তখন আমার গ্রীবা ঘিরে মেঘ,
বুক জুড়ে বৃষ্টি, আর চূড়োর ওপর ঘন গাঢ় নীল!

AMARBOI.COM

কিছু কিছু সুর আমার ভেতরে ঢোকে না

নানান রকম সুর ওঠে চারপাশে। কিছু কিছু সুর গোলগাল,
কিছু সুর চারকোণা, ত্রিভুজ আর সরল রেখার মতো সুর শোনা যায়
কখনো কখনো। সিল্ক, গোলাপপাপড়ি, ধানের অঙ্কুর, গমবীজ,
পেপারওয়েট, ডাস্টবিন, সাঁকো, ইস্ত্রি, বিষণ্ন বালিকার মতো
সুর ওঠে মাঝে মাঝে। কিছু সুর রক্তাক্ত, অশ্রুসিক্ত, ভেজা, গাদা ফুলের মতোই
অত্যন্ত হলদে, গোলাপের মতো লাল আর পাখির বুকের মতো
কোমল মসৃণ কিছু সুর। প্রথাগতভাবে একটি নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় দিয়ে
আমরা ভেতরে গ্রহণ করি ওইসব স্বরসুর। অর্থাৎ আমরা সুর শুনি।
শোনা একটি অক্রিয় ক্রিয়া– শোনার জন্যে সক্রিয় হ'তে হয় না
আমাদের। শব্দের সীমার মধ্যে থাকলে শব্দ নিজেই সংক্রামিত হ'য়ে
যায় আমাদের রক্তের ভেতরে। তবে কিছু কিছু সুর আমার ভেতরে
ঢোকে না। তা ছাড়া আমি শুধু শ্রুতি দিয়ে শুনি না সর্বদা। চোখ দিয়ে
আমি নিয়মিত সুর শুনি– সূর্যাস্তের চেয়েও রঙিন তরুণীদের চিবুক,
ওষ্ঠ থেকে যে-সুর বেরিয়ে আসে, তা শোনার জন্যে আমার অজস্র
চোখ আছে। কাউকে নিবিড়ভাবে ছুঁলে শোনা যায় শোনা-অসম্ভব
স্বরসুর, ওই সুর এতো উচ্চ, এতো তীব্র, এতো দীর্ঘ, এতোই রঙিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর গভীর যে ওই সুর কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করলে কানের পর্দা
ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। শুধু স্পর্শেরই রয়েছে অশ্রুতকে
শোনার প্রতিভা। লিলিআনকে প্রথম ছোঁয়ার কালে আমি যে-সুর শুনতে পাই
তা আমি কানে শোনার সাহস করি না। আমি কি অসংখ্য আণবিক বিস্ফোরণ
সম্ভোগের শক্তি রাখি? বহু সুর ঢোকে আমার ভেতরে, কিন্তু কিছু কিছু
সুর কিছুতেই আমার ভেতরে ঢোকে না। বীজ ছড়ানোর পর জমি যখন সবুজ
সুরে মেতে ওঠে খুবই নীরবে, আমার ভেতরে সে-সুর সহজে ঢোকে।
নিঃসঙ্গ দিঘির পারে হিজলের সুর শুনি আমি প্রতিদিন হিজলের ছায়া
থেকে পঁচিশ বছর ধ'রে সুদূরে থেকেও। মাঝিদের গলা থেকে ঝ'রে-পড়া
ভাটিয়ালি আমার শরীরে ঢোকে জোয়ারের জলের মতোই। কিন্তু ধ্রুপদী
সুরমালা কিছুতেই ভেতরে ঢোকে না। আমি একবার সন্ধ্যে থেকে
সারারাত চেষ্টা করেছি আমার শরীর বা আত্মার ছিদ্র দিয়ে ওই
অলৌকিক স্বরমালা ভেতরে ঢোকাতে। সারারাত আমার শরীর,
আমার নির্বোধ আত্মা বন্ধ ও বধির হয়ে থাকে। ট্রাকের চাকার সুর
আমার ভেতরে ঢোকে অনায়াসে– মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু, সুর শহর– নগর–
মহাকাল চুরমার ক'রে ঢোকে অতন্তি ভেতরে; যেমন অনন্তকাল ভালোবাসি,
ভালোবাসি, ভালোবাসি সুর তুলে আমার ভেতরে ঢোকে গীতবিতানের
পাতা। উদ্ভট, অসম্ভব, পাগল-মাতাল কবিতার সুর আমার ভেতরে,
ঢোকে, কিন্তু প্রথাগত জীর্ণ পদ্যের সুর কিছুতেই ভেতরে ঢোকে না।
জীর্ণ পদ্যের মতো একনায়কের গলা থেকে কেরোসিন, কংক্রিট, পিচ,
কাঠের মতোন বের হ'য়ে আসা সুরও আমার ভেতরে ঢোকে না। বন্দুকের
নলে যুগ যুগ কান পেতে থেকেও কখনো আমি কোনো সুর শুনতে পাই নি।
বন্দুকের সম্ভবত কোনো সুরতন্ত্রি নেই। কিছু কিছু বিখ্যাত বইয়ের
সুরও আমার ভেতরে ঢোকে না। ওই সব বই খুলে পাতায় পাতায় আমি
কান পেতে থেকেছি কয়েক জন্ম কিন্তু আমার ভেতরে সে-সবের কোনো
সুরই ঢোকে নি। সুর ওঠে, সুর ওঠে, সুর ওঠে চারদিকে–
নারীর সোনালি সুর, শস্যের রক্তিম সুর, শিল্পের আশ্চর্য সুর, প্রগতির
মানবিক সুর, মাটির মধুর সুর, প্রতিক্রিয়া-শোষণের দানবিক সুর।
সুর ওঠে, সুর ওঠে, সুর ওঠে চারপাশে– মাংসের কাতর সুর,
রক্তের পাগল সুর, শব্জির সবুজ সুর, ঠোঁটের তৃষ্ণার্ত সুর, রাত্রির গোপন
সুর, প্লাস্টিকের শুষ্ক সুর, হোটেলের হাহাকার করা সুর। আমি
অনেক দেখেছি প্রায় সব সুরই আমার ভেতরে ঢোকে, শুধু প্রথা
ও প্রতিক্রিয়ার কালো দানবিক সুরগুলো কিছুতেই আমার ভেতরে ঢোকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাফল্যব্যর্থতা

আমার ব্যর্থতাগুলোর কথা মনে হ'লে
আমার দু-চোখে কোনো জলই জমে না।
বুক থেকে ঠাণ্ডা নদীর মতো বেরিয়ে আসে না দীর্ঘশ্বাস।
আমার সাফল্যগুলোর কথা মনে হ'লেই
চোখে মেঘ জমে, বুকে দেখা দেয় কালবোশেখির হাহাকার।

কোনো অভিজ্ঞতা বাকি নেই

কে বলে আমার আণবিক বিস্ফোরণে ছাই হ'য়ে যাওয়ার
অভিজ্ঞতা নেই? অভিজ্ঞতা নেই তুষারধসের?
আকণ্ঠ গরল পানের পরম অভিজ্ঞতা কে বলে আমার নেই?
কোব্রার দংশন কে বলে জানি না আমি?
কে বলে উদ্বাস্তুর যন্ত্রণা আমি কখনো জানি নি?
এবং কে বলে আমার অভিজ্ঞতা নেই লক্ষ বছর ধ'রে স্বর্গবাসের?
তোমার সঙ্গে, মেয়ে, সহবাসের পর
বিস্ফোরণ থেকে স্বর্গবাসকে তো খুবই সামান্য, প্রাত্যহিক
অভিজ্ঞতা ব'লে মনে হয়।

AMARBOI.COM

বন্যা ১৯৮৮

কিছু কিছু ভয়ঙ্করের জন্যে আমার মোহ আছে।
এমনকি ভালোবাসাও রয়েছে। ঝড়, দাবানল, বজ্রবিদ্যুৎ
আমাকে মোহিত করে। আমি মনে মনে এসবের
স্তব ক'রে থাকি। বন্যা আমার প্রাকৃতিক দেবতাদের একজন।
বন্যার কথা ভাবতেই এক প্রচণ্ড -বিশাল- মহৎ-
সুন্দরের স্রোত আমাকে প্লাবিত আচ্ছন্ন করে; আমি তার
আদিম ঐশ্বর্যে খড়কুটোর মতো ভেসে যাই। নুহের প্লাবনের গল্প
আমি প্রথম যখন শুনেছিলাম, আমার তখন
খুব ইচ্ছে হয়েছিলো ওই প্লাবনের সাথে ভেসে যেতে। আমি যদি
তখন থাকতাম, তাহলে নুহের নৌকোয় উঠতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিচ্ছা প্রকাশ করতাম। ছেলেবেলায় একবার বন্যা দেখেছিলাম–
যেনো মাটি আর বস্তু আর মানুষের আশ্চর্য স্বাদ
পেয়েছে জলের জিভ, এমনভাবেই বাড়ছিলো জলের প্রবল সত্তা।
আমাদের বাড়িতে পানি উঠলো, আমরা ঘরে
উঠলাম। বুক জুড়ে ভয়, কিন্তু ভয়ের মধ্যেই আমি জলের রূপের
দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর মুগ্ধ হলাম। তারপর ছোট্ট নৌকো
নিয়ে কতো দিন ভেসে গেছি বন্যার জলে।
আমাদের কাজের মেয়েটিকে একদিন আমি ওই জলের দিকে
এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম, মনে হয়েছিলো ও এখনি
ঝাঁপিয়ে পড়বে ঢেউয়ের বুকের ওপর। চারদিকে মানবিক
অসহায়ত্বের মধ্যেও ছড়িয়ে ছিলো আশ্চর্য
অসহ্য সুন্দর। আটাশির এই প্রচণ্ড বন্যায় ভাসছে বাড়ি, ঘর
পশু ও মানুষ। জলের কি দোষ আছে? জলের শুধু স্বভাব
রয়েছে। জলকে যেতেই হবে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্রযাত্রায় জল কোনো
বাধাই মানে না। ওই শক্তিমান সহজেই তৈরি করতে পারে
পথ, শহরকে রূপান্তরিত করতে পারে থইথই সাগরে।
তাই তো তার পথ আজ কৃষকের কুঁড়েঘর, ধনীর দোতলা, পৌরসভা,
ঝকমকে শহর, আর তথাকথিত তিলোত্তমা রাজধানি।
বন্যা কি শত্রু? যে-বন্যা হানা দেয় গুলশান, বারিধারা আর
উত্তরপাড়ায় তাকে কি শত্রু ভাবা যায়?
একাত্তরে একবার আশ্চর্য বন্যা এসেছিলো, ওই বন্যায় ভেসে
গিয়েছিলো পাকিস্তান নামক একটা নোংরা বাঁধ।
আটাশির বন্যা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে এক গভীর বন্যার
কথা। বন্যা এলে হেলিকপ্টার ওড়ে, কিন্তু আজ
এমন একটা প্রবল বন্যা দরকার যাতে বাঙলার মাটিতে কোনো
একনায়কের হেলিকপ্টার নামতে না পারে।
পানি কোথা থেকে এসেছে, তা নিয়ে বেশ তর্ক হচ্ছে আজকাল–
নষ্ট রাজনীতিক আর পচা পানিবিশেষজ্ঞরা
এরই মাঝে ঘোলা ক'রে ফেলেছে বন্যার বিস্তৃত জল। কেউ বলে,
পানি ভারত থেকে, হিমালয় থেকে এসেছে, কেউ আবার
পানির ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়। হিমালয়, অত্যন্ত দূরে,
এ জন্যে আমার খুবই দুঃখ হয়। আমার তো মনে হয়, এখুনি
আমাদের দরকার একটা একান্ত নিজস্ব হিমালয়।
পরদেশি প্লাবনে নয়, আমরা নিজদেশি প্লাবনে ভাসতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের হিমালয় নেই ব'লে আমাদের এখনি
সৃষ্টি করা দরকার একটা নিজস্ব হিমালয়– স্রোত আর প্লাবনের
অনন্ত উৎস। কোথায় পাবো সেই হিমালয়?
আমি স্বপ্ন দেখি– দশকোটি বাঙালি কঠিন বরফের মতো জ'মে
গ'ড়ে তুলছে একটি বিশাল বঙ্গীয় হিমালয়। একদিন
বরফ গলতে শুরু করবে সেই গণহিমালয়ের চূড়োয়, প্রবল বর্ষণ
শুরু হবে পাদদেশে। গণহিমালয়ের গণবন্যায়
ভাসবে গ্রাম, উপজেলা, শখের রাজধানি, খড়ের কুটোর মতো
ভেসে যাবে শিরস্ত্রাণ, রাষ্ট্রধর্ম, জলপাইরঙ,
সাজানো তোরণ, সচিবালয়, শুয়োরের ঘৃণ্য খোয়াড়।
প্লাবনের ভেতর থেকে জেগে উঠবে বাঙলাদেশ :
পলিমাটির ওপর বাতাসে থরোথরো ধানের অঙ্কুর।

AMARBOI.COM

শিশু ও যুবতী

শিশু আর যুবতীর মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে।
শিশুদের গাল লাল, যুবতীদের গালও লাল।
শিশুদের ঠোঁট থেকে সোনা ঝরে,
যুবতীদের ঠোঁট থেকেও গলগল ক'রে সোনা ঝরতে থাকে।
শিশুরা নিজেদের মূল্য বোঝে না,
যুবতীরাও মূল্য বোঝে না নিজেদের।
শিশুরা খুব সাবধানে ভুল জায়গায় পা ফেলে,
যুবতীরাও ভুল জায়গায় পা ফেলে নির্দ্বিধায়।
শিশু আর যুবতীর মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে।
শিশু আর যুবতী দেখলেই দু-হাতে বুকের গভীরে টেনে
চুমোতে চুমোতে চুমোতে চুমোতে আদরে আদরে
আদরে আদরে ভরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যামেলিনের বাঁশিঅলার প্রতি আবেদন

ইঁদুরে ভরেছে রাজধানি, একথা বাস্তবিকই ঠিক।
আমাদের ঘর, বাড়ি, গলি, ঘুঁজি, অর্থাৎ চতুর্দিক
ইঁদুরের অধিকারে : টেবিলের ওপরে ও নিচে,
বইয়ের ভেতরে, বাক্সে, আলমারি, পেয়ালা, পিরিচে
ইঁদুরের বসবাস। কোনটি খেলনা কোনটি পুতুল
বুঝে উঠতে খেলনাপ্রিয় শিশুদেরও হ'য়ে যায় ভুল
আজকাল। একদা নারীদের শিরে ছিলো মনোলোভা
খোঁপা, সেখানে এখন শুধু ধেড়ে ইঁদুরের শোভা।
ট্রাউজার বা জ্যাকেটের অভ্যন্তর থেকে অতিকায়
ইঁদুর বেরিয়ে আসে; মেয়েদের ব্লাউজে, সায়ায়
ঢুকে থাকে ইঁদুরেরা। নিরূপায় সব– কে করবে সাহায্য–
আমাদের রাজধানি আজ এক ইঁদুরসাম্রাজ্য।
আমাদের বস্তুলোক জুড়ে ইঁদুরেরই আধিপত্য;
স্বপ্নেও আমরা ইঁদুরই দেখি, এও যথার্থই সত্য।

শুধু ইঁদুরই বা কেনো, কতো না বিচিত্র জন্তু
ঘোরে চারদিকে, আর আমাদের স্নায়ু-পেশি-তন্তু
ছিঁড়ে ফেলে খুশিমতো। কতো বাঘ, খট্টাশ, গণ্ডার
প্রবল প্রতাপে চলে রাজপথে; আমরা যার যার
প্রাণ নিয়ে টিকে আছি কোনোমতে, যদিও অনেকে
ঘর থেকে বেরিয়েই নিরুদ্দেশ হয় রাস্তা থেকে।
পথে পথে অজগর; শহরে আমরা যারা আছি
ওইসব প্রাণীদের কৃপায়ই তো কোনো মতে বাঁচি।
এমনকি আমাদের গৃহপালিত সারমেয়গণ
প্রচণ্ড প্রতাপে করে আমাদেরই প্রত্যহ শাসন।
শুধু রাজধানি কেনো, আমাদের সংখ্যাহীন গ্রামে
শস্যক্ষেত্রে, আর কৃষকের ঘরে দলে দলে নামে
ইঁদুরবাহিনী। কৃষাণী ও কৃষককন্যার চুলে
নষ্ট শসার মতো দিনরাত সারি সারি ঝুলে
থাকে ইঁদুরেরা– কুমড়ো খেতে পাকা কুমড়োর বদলে
শুয়ে থাকে ইঁদুরেরা– সব কিছু তাদেরই দখলে।
চাষীদের জীবনে এখন ইঁদুরই সর্বময়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমনকি আকাশকেও বিশাল ইঁদুর মনে হয়।
শুধু ইঁদুরই বা কেনো, আমাদের গ্রামেও এখন
ব্যতিক্রমহীন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর শাসন।

তবে ইঁদুর বা জন্তুরা প্রধান সমস্যা নয় আজ।
যাদের পায়ের তলে প'ড়ে আছে সমগ্র সমাজ,
সমস্যা তারাই। আজ আমাদের কোনো পৌরপতি
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না কোনো; সত্য নাম্নী সতী
কলুষিত তাদেরই সহবাসে। তাদের নিশ্বাসে
দূষিত হচ্ছে আত্মা মানুষের; বিষাক্ত বাতাসে
কেঁপে উঠছে রাজধানি। তারা যে দূনীতিপরায়ণ
এটা বলাই যথেষ্ট নয়, তারা অশুভপ্রবণ।
তারা লিপ্ত নানাবিধ পাপে;– সমস্ত সত্যকে তারা
করেছে বর্জন, আর কল্যাণকে করেছে দেশছাড়া
বহু দিন। পৌরপতিদের পাপে পুষ্পের মুকুল
ঝ'রে যায় ফোটার অনেক আগে, খেলার পুতুল
কেঁদে ওঠে শিশুদের কোলে; সেই জলভরা নদী
শুকোচ্ছে প্রত্যহ, একদা যা দেশে বইতো নিরবধি।
পৌরপিতাদের পাপে কমছে সূর্য ও চন্দ্রের আলো,
ধীরে ধীরে পবিত্র গ্রন্থের পাতা হ'য়ে যাচ্ছে কালো
তাদের নিশ্বাসে। আমাদের যতো বাগানের গাছে
ফলের বদলে নোংরা আবর্জনা সব ঝুলে আছে
দিকে দিকে। পৌরপিতাদের পাপে, মিথ্যাচারে ক্ষয়ে
যাচ্ছে মাটি, জ্ঞানের সমস্ত শিখা নিভছে বিদ্যালয়ে।
নষ্ট হচ্ছে তরুণেরা, সুনীতিকে করছে বর্জন,
তাদেরও প্রিয় আজ হত্যাকাণ্ড, হরণ, ধর্ষণ।
এ-সবেরই মূলে আছে আমাদের সব পৌরপতি,
পালন করে না যারা সত্য, আর কোনো প্রতিশ্রুতি।

আমরা তো নষ্ট হ'য়ে গেছি নষ্ট ইঁদুরেরই মতো।
তবুও আশ্চর্য! আমাদের ঘরে আজো জন্মে শতো
শতো নিষ্পাপ পুষ্পের মতো শিশু, যাদের অম্লান
হাসিতে ঝিলিক দেয় সত্য, ঝরে শান্তি ও কল্যাণ।
তারাও তো নষ্ট হবে নষ্ট পৌরপিতাদের পাপে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন হয়েছি নষ্ট আমরা সামাজিক অভিশাপে।
বাঁশিঅলা তুমি একবার এসেছিলে হ্যামেলিনে,
এ-সংবাদ জানে সবে পৃথিবীতে– পেরু থেকে চীনে
জানি তুমি বেদনাকাতর, তবু আর একবার
এসো, এ-শহরে, করো আমাদের উজ্জ্বল উদ্ধার।
তুমি এসে শহরকে ইঁদুরের উৎপাত থেকে
উদ্ধার করবে, তা চাই না। কেননা ইঁদুর দেখে দেখে
সহ্য হ'য়ে গেছে আমাদের। তুমি পবিত্র বাঁশিতে
সুর তোলো, আমাদের শিশুগণ পবিত্র হাসিতে
বের হোক গৃহ থেকে। তোমার বাঁশির সুরে সুরে
তোমার সঙ্গে তারা চ'লে যাক দূর থেকে দূরে
কোনো উপত্যকা বা পাহাড়ের পবিত্র গুহায়–
পৌরপিতাদের পাপ যেনো না লাগে তাদের আত্মায়।
শিশুদের শোকে কষ্ট পাবো, তবু সুখ পাবো বুকে
নষ্ট হয় নি তারা আমাদের মতন অসুখে!

AMARBOI.COM

শামসুর রাহমানকে দেখে ফিরে

চৈত্রের কর্কশ বিকেলে ষোলো নম্বর কেবিনের দরোজায়
গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখলাম শামসুর রাহমান, আপনি ঘুমিয়ে আছেন,
দারুণ খেলার শেষে শ্রান্ত শিশুর মতো। আপনার
হাঁ-খোরা মুখগহ্বর ভ'রে গুমোট আবহাওয়া। যে-অমল বাতাসের
স্তব করছেন আপনি বত্রিশটি কাব্যগ্রন্থের ষোলো শো
কবিতা জুড়ে, তার কূট ষড়যন্ত্রে ভয়াবহ পর্যুদস্ত আপনার সমগ্র
কাঠামো। আপনার বুকের ওপর জিভ বের ক'রে
ঝুঁকে ব'সে আছে সেই কুখ্যাত আঁধার, যার হিংস্র নখের থাবায়
হৃৎপিণ্ড চিৎকার ক'রে ওঠে বুনো শুয়োরের মতো।
আপনার মগজে হয়তো তখন রঙিন আঁচল উড়োচ্ছিলো
রূপসী কবিতা; তার ওষ্ঠের অসহ্য আদরে ও আলিঙ্গনে কেঁপে
উঠছিলেন আপনি অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রেমিকের মতো। হয়তো
দুঃস্বপ্নে দেখছিলেন আপনার গৃহপরিচারক কিশোরটি
রবীন্দ্রনাথের রূপ ধ'রে আপনার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কল্যাণকম্পিত হাত। হয়তো দেখছিলেন সারিসারি ট্যাংক–
বাঙলার গ্রামগঞ্জ ধানক্ষেত কৃষকের
সামান্য উঠোন সংখ্যাহীন অতিকায় কিম্ভূত ট্যাংকের নিচে
চাপা প'ড়ে যাচ্ছে দ্রুত; দেখছিলেন দিকে দিকে চৌকশ
কুচকাওয়াজ; আর বাঙলার প্রতিটি সড়ক বেয়ে গলগল ক'রে
ব'য়ে যাচ্ছে নামপরিচয়হীন শহিদের রক্তের ঢল; এবং সমস্ত
দুর্দশা, রক্তপাত, বিক্ষোভ, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মাথার ওপর
পদ্মের মতোন পা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক আশ্চর্য রূপসী।

শামসুর রাহমান, যখন আপনার রক্ত আর বুক জুড়ে
থরোথরো প্রেম আর প্রতিবাদী বিদ্রোহী রাজনীতি, তখনি
হাসপাতাল ডাকলো আপনাকে। আপনার বুক ভ'রে
জন্ম নিলো ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলব্যাপী বিষণ্ন বাঙলাদেশের
মতো ভয়াবহ ব্যাধি। ভয়ানক অসুস্থ আপনি, তবে
একা আপনিই অসুস্থ নন শুধু, আমি নিজেও তো বার বার
কেঁপে উঠি প্রচণ্ড ব্যথায়, বুকে হাত চেপে ব'সে পড়ি,
যেনো ভূমিকম্প হচ্ছে সৌরজগৎ জুড়ে। শামসুর রাহমান,
আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের বিপন্ন বিষণ্ন বাঙলায় আজ
প্রতিটি প্রকৃত মানুষই অসুস্থ, যাদের হৃদয়ে কাঁপে মানবিক
জ্যোৎস্না, যারা মুগ্ধ হয় পালতোলা নৌকো আর সবুজ পাতার
শিহরণে, যারা হাহাকার ক'রে ওঠে ব্যাপক পাশবিকতা
দেখে, তারা সবাই অসুস্থ। এখন অসুস্থ ওই দূরের নীলিমা, নদী,
ধানের গুচ্ছ, বাঁশের বাশঁরী ও কবিতার প্রতিটি স্তবক।
শুধু সুস্থ আজ পাড়ার মাস্তান, গুণ্ডা, খুনি, ছিনতাইকারী, সুস্থ
তারা যাদের মগজ ও হৃৎপিণ্ড অবস্থিত প্রচণ্ড পেশিতে।
আপনি যদি স্বপ্ন আর শব্দের শোভার জন্যে উৎসর্গ না করতেন
এতোগুলো সংরক্ত দশক, যদি যত্নে বানাতেন পেশি,
আপনি হতেন যদি উৎকোচনিমগ্ন আমলা, চোরাকারবারি,
পেশাদার রাজনীতিক দালাল; দশকে দশকে যদি অপদেবতাদের
প্রণাম করতে পারতেন নির্দ্বিধায়, যদি মানুষের সঙ্গ ছেড়ে
সংঘবদ্ধ হ'তে পারতেন দানবদের সাথে, তাহলে এমন অসুস্থ
হ'তে হতো না আপনাকে। মানুষই অসুস্থ হয়
দানবেরা কোনো কালে কখনোই অসুস্থ হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রতি আপনি খুব আশাবাদী আর প্রতিবাদী হ'য়ে উঠেছিলেন।
কিন্তু আপনি কি জানেন যে আমরা কোথাও নেই? যারা
স্বপ্ন দেখে সুন্দরের, প'চে যাওয়া সমাজ-রাষ্ট্রকে যারা গোলাপের
মতো সুন্দর দেখতে চায়, যারা মনুষ্যত্ব-মানবিকতাকে
ভোরের আলোর মতো সত্য ব'লে মানে, আপনি কি জানেন তারা
কোথাও নেই? আমরা তো উদ্বাস্তুর মতোই রয়েছি বাঙলায়।
আপনি কি খুব জোর দিয়ে বলতে পারবেন যে আপনার
পায়ের নিচের মাটি খুবই শক্ত? শক্ত মাটি তো শুধু নষ্টদের
পদতলে। আমরা, শামসুর রাহমান, চোরাবালির ওপর
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পচা অমরতা ধুয়ে ধুয়ে খেয়ে বেঁচে থাকতে
চান আপনি লোকান্তরিত হওয়ার পর? তাও মিছে স্বপ্ন আজ,
বাঙলায় এখন নষ্টরাই অমর ও প্রাতঃস্মরণীয়। আপনাকে,
আমাকে সমকাল প্রত্যাখ্যান করেছে, ভবিষ্যৎও অবলীলায়
আমাদের প্রত্যাখ্যান ক'রে কোলাহল করবে নষ্টদের নিয়ে।
তাকিয়ে দেখুন, আপনি কোথায় আর সারাদেশ যাচ্ছে কোন দিকে।
কেনো অকস্মাৎ থেমে যায় রাস্তার গণজাগরণ? কারা লিপ্ত
ষড়যন্ত্রে, কেনো ব্যর্থ হয় শহিদের উদার রক্ত?
আশা কি এখনো আপনাকে নর্তকীর মতোন নাচায়?
শামসুর রাহমান, আপনি যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবেন
তখন ঢুকবেন এক বিশাল হাসপাতালে, দেখবেন দুরোরোগ্য
বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত সমগ্র বাঙলা, তার মাটি নদী ও আকাশ।

বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন আপনারা শোষণ উৎপাদন করছেন

ঘামে গোশল করা, কালিঝুলিমাখা আমার প্রিয় শ্রমিক বন্ধুরা,
আমার আদমজির বন্ধুরা,
ডেমরার বন্ধুরা,
টঙ্গির বন্ধুরা,
খালিশপুরের বন্ধুরা,
আপনাদের সাথে আমার কিছু কথা আছে। তবে আপনাদের সাথে
আমার দেখা হওয়ার কোনো উপায়ই নেই। এই সমাজ
এই রাষ্ট্র আপনাদের ও আমার মধ্যে
তুলে দিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশের সমান উঁচু আর পাথরের থেকে শক্ত আর মৃত্যুর চেয়ে
হিংস্র নির্মম দেয়াল। ওই দেয়ার পেরিয়ে আপনারা
আমার দিকে আসতে পারেন না, আর আমি যেতে পারি না
আপনাদের দিকে। আমার চুলের ভাঁজ,
শার্টের রঙ,
আর কথা বলার ভঙ্গি থেকেই বুঝতে পারছেন আমরা পরস্পরের
থেকে কতো দূরে। আমরা দেয়ালের এ-পারে ও-পারে।
এই ধরুন রোম্যানটিসিজম শব্দটি আপনারা কেউ শোনেন নি,
বোদলেয়ারের নাম আপনারা জানেন না,
শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে আপনারা কেউ কোনো দিন ঘুমোন নি।
আর আমি জানি না হুইশালের শব্দে লাফিয়ে ছুটতে কেমন লাগে,
আমি জানি না বস্তিতে ঘুমোতে কেমন লাগে,
আমি জানি না খালিপেটে থাকার অভিজ্ঞতাটা কেমন।
বন্ধুরা, আপনাদের ও আমার মধ্যে হিংস্র দেয়াল
এই রাষ্ট্র এই সমাজ।
তবু আপনাদের সাথে আমার কিছু কথা আছে। জানি না
আমার সাথে আপনাদের কোনো কথা আছে কিনা?
বন্ধুরা একঝাঁক পিঁপড়ের মতো আদমজির বন্ধুরা
বন্ধুরা, একপাল ক্রীতদাসের মতো ডেমরার বন্ধুরা
বন্ধুরা, একদল দণ্ডিতের মতো টঙ্গির বন্ধুরা
খালিশপুরের,
রাজশাহির,
চাটগাঁর বন্ধুরা,
আপনারা কি জানেন আপনারা শোষণ উৎপাদন করছেন?
আপনাদের বলা হয় আপনারা উৎপাদন করছেন সম্পদ।
কিন্তু আপনারা কি জানেন কী ভয়াবহ, নিষ্ঠুর,
দানবিক সম্পদ আপনারা উৎপাদন ক'রে চলেছেন শরীরের রক্ত
ঘামে পরিণত করে? বন্ধুরা, প্রিয় শ্রমিক বন্ধুরা,
আপনারা দিনের পর দিন উৎপাদন ক'রে চলেছেন শোষণ।
আপনারা যখন সুইচ টিপে একটা কারখানা চালু করেন
তখন আপনারা চালু করেন একটা শোষণের কারখানা।
এই সমাজে এই রাষ্ট্রে
একটা চাকা ঘোরার মানে হচ্ছে
একটা ক্রুর শোষণের চাকা ঘোরা। এই সমাজে এই রাষ্ট্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি বেল্ট গতিশীল

হওয়ার অর্থ হচ্ছে শোষণের একটা দীর্ঘ বেল্ট গতিশীল হওয়া।
এই সমাজ এই রাষ্ট্র একটা বিশাল শোষণের কারখানা।
যখন কারখানার যন্ত্রপাতি থেকে ঝকঝক ঝিকঝিক শব্দ ওঠে তখন কি
আপনারা শুনতে পান না শোষণ, আরো শোষণ ব'লে
উল্লাসে চিৎকার করছে পুঁজিপতিদের আত্মা? এই সমাজে এই রাষ্ট্রে
যে-কোনো উৎপাদনই হচ্ছে ভয়াবহ হিংস্র শোষণ-উৎপাদন।
যখন আপনারা ব্লো-রুমে তুলো উড়োন,
কার্ডিং করেন, টাকুতে সুতো প্যাচান,
একটার পর একটা মাকু চালু করেন,
তখন আপনারা নিজেদের অজান্তে চালু করেন স্বেচ্ছাচারী স্বয়ংক্রিয় শোষণ।
যখন আপনারা একগুচ্ছ সুতো তৈরি করেন,
তখন আপনারা উৎপাদন করেন একগুচ্ছ শোষণ।
যখন আপনারা এক বেল কাপড় উৎপাদন করেন,
তখন আপনারা উৎপাদন করেন এক বেল শোষণ।
যখন আপনারা এক পাউণ্ড চা উৎপাদন করেন,
তখন উৎপাদন করেন এক পাউণ্ড কালচে শোষণ।
আপনাদের ঘামে যখন তৈরি হয় একটি সুতোর তন্তু
তখন পুঁজিপতির ঝকঝকে টেরিলে আসে এক ক্যান ঠাণ্ডা বিয়ার।
আপনাদের রক্তে যখন তৈরি হয় আধখানা শাড়ি
তখন গুলশানের পুঁজিপতির শীতল সেলারে ঢোকে এক বাক্স স্কচ।
যখন আপনারা একটি পুরো শাড়ি বানান,
তখন তার দরোজায় হাজির হয় ঝকঝকে নতুন মডেলের একটা জাপানি গাড়ি।
যখন এক ট্রাক পণ্য বেরিয়ে যায় কারখানার গেইট দিয়ে,
তখন সে নিউইয়র্কের অভিজাত এলাকায় কেনে একটা সুরম্য প্রাসাদ।
কিন্তু তখন আপনাদের পেট খালি,
আপনাদের স্ত্রীদের শরীর উদোম
আর চাষীদের ঘরে ঘরে হাহাকার। অর্থাৎ বন্ধুরা,
আপনারা যখন উৎপাদন করেন, তখন উৎপাদন করেন কুৎসিত শোষণ।
কিন্তু এই রাষ্ট্র এই সমাজ আপনাকে তা বুঝতে দেবে না, শুধু গোপনে গোপনে
দশকোটি মানুষকে শোষণের শেকলে জড়াবে।
বন্ধুরা, যখন আপনারা একটা সুইচ বন্ধ করেন তখনই
আসল উৎপাদন করেন আপনারা। তখন আপনারা উৎপাদন করেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোষণ

থেকে

মুক্তি।

একটা সুইচ বন্ধ করলে আপনারা

শোষণের একটা সুইচ বন্ধ করেন।

একটা চাকা বন্ধ করলে

আপনারা শোষণের একটা চাকা বন্ধ করেন।

একটা বেল্ট বন্ধ করলে

আপনারা শোষণের একটা বেল্ট বন্ধ করেন।

একটা কারখানা বন্ধ করলে আপনারা বন্ধ করেন একটা শোষণের কারখানা।
আর যখন আপনারা ডাকেন ধর্মঘট, হরতালে যান, শহরের পর
শহর আর রাষ্ট্র জুড়ে বন্ধ ক'রে দেন কারখানার পর
কারখানা, সমস্ত চাকা বন্ধ ক'রে দেন ডেমরায়, আদমজিতে,
খালিশপুর আর টঙ্গিতে তখন সারা রাষ্ট্রের শোষণ ব্যবস্থাকে
বন্ধ ক'রে দেন আপনারা। আর তখনি আপনারা উৎপাদন করেন
আসল সম্পদ। সেই সম্পদের নাম

শোষণ

থেকে

মুক্তি।

বন্ধুরা, যখন আপনারা শোষণ উৎপাদন বন্ধ ক'রে
শোষণ-থেকে-মুক্তি উৎপাদন করতে থাকবেন
দিনের পর দিন

সপ্তাহের পর সপ্তাহ

মাসের পর মাস

তখন বন্ধ হয়ে যাবে শোষণের সবচেয়ে বড়ো কারখানা,
যার নাম পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। আর তখন দিকে দিকে
বাঙলার মেঘে মেঘে নদীতে নদীতে খেতে খেতে মাঠে মাঠে
ঘরে ঘরে কারখানায় কারখানায় সোনার সুতোর মতো উৎপাদিত
হ'তে থাকবে

শোষণ-থেকে-মুক্তি

শোষণ-থেকে-মুক্তি

আর শোষণ-থেকে-মুক্তি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলামের গর্ভধারিণী

আপনাকে দেখি নি আমি; তবে আপনি আমার অচেনা
নন পুরোপুরি, কারণ বাঙলার মায়েদের আমি
মোটামুটি চিনি, জানি। হয়তো গরিব পিতার ঘরে
বেড়ে উঠেছেন দুঃখিনী বালিকারূপে ধীরেধীরে;
দুঃখের সংসারে কুমড়ো ফুলের মতো ফুটেছেন
ঢলঢল, এবং সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছেন মাতা
ও পিতাকে। গরিবের ঘরে ফুল ভয়েরই কারণ।
তারপর একদিন ভাঙা পালকিতে চেপে দিয়েছেন
পাড়ি, আর এসে উঠেছেন আরেক গরিব ঘরে;
স্বামীর আদর হয়তো ভাগ্যে জুটেছে কখনো, তবে
অনাদর জুটেছে অনেক। দারিদ্র্য, পীড়ন, খণ্ড
প্রেম, ঘৃণা, মধ্যযুগীয় স্বামীর জন্যে প্রথাসিদ্ধ
ভক্তিতে আপনার কেটেছে জীবন। বঙ্গীয় নারীর
আবেগে আপনিও চেয়েছেন বুক জুড়ে পুত্রকন্যা;
আপনার মরদ বছরে একটা নতুন ঢাকাই
শাড়ি দিতে না পারলেও বছরে বছরে উপহার
দিয়েছেন আপনাকে একের পর এক কৃশকায়
রুগ্ন সন্তান, এবং তাতেই আপনার শুষ্ক বুক
ভাসিয়ে জেগেছে তিতাসের তীব্র জলের উচ্ছ্বাস।
চাঁদের সৌন্দর্য নয়, আমি জানি আপনাকে মুগ্ধ
আলোড়িত বিহ্বল করেছে সন্তানের স্নিগ্ধ মুখ,
আর দেহের জ্যোৎস্না। আপনিও চেয়েছেন জানি
আপনার পুত্র হবে সৎ, প্রকৃত মানুষ। তাকে
দারিদ্র্যের কঠোর কামড় টলাবে না সততার
পথ থেকে, তার মেরুদণ্ড হবে দৃঢ়, পীড়নে বা
প্রলোভনে সে কখনো বুতদের সেজদা করবে না।
আপনার উচ্চাভিলাষ থাকার তো কথা নয়, আপনি
আনন্দিত হতেন খুবই আপনার পুত্র যদি হতো
সৎ কৃষিজীবী, মেরুদণ্ডসম্পন্ন শ্রমিক, কিংবা
তিতাসের অপরাজেয় ধীবর। আপনি উপযুক্ত
শিক্ষা দিতে পারেন নি সন্তানকে;– এই পুঁজিবাদী
ব্যবস্থায় এটাই তো স্বাভাবিক, এখানে মোহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া কিছুই মেলে না, শিক্ষাও জোটে না। তবে এতে
আপনার কোনো ক্ষতি নেই জানি; কারণ আপনি
পুত্রের জন্যে কোনো রাজপদ, বা ও রকম কিছুই
চান নি, কেবল চেয়েছেন আপনার পুত্র হোক
সৎ, মেরুদণ্ডী, প্রকৃত মানুষ। আপনার সমস্ত
পবিত্র প্রার্থনা ব্যর্থ ক'রে বিশশতকের এই
এলোমেলো অন্ধকারে আপনার পুত্র কী হয়েছে
আপনি কি জানেন তা, হে অদেখা দরিদ্র জননী?
কেনো আপনি পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন মুঘলদের
এই ক্ষয়িষ্ণু শহরে, যেখানে কৃষক এসে লিপ্ত
হয় পতিতার দালালিতে, মাঠের রাখাল তার
নদী আর মাঠ ভুলে হ'য়ে ওঠে হাবশি গোলাম?
আপনি কি জানেন, মাতা, আপনার পুত্র শহরের
অন্যতম প্রসিদ্ধ গোলাম আজ? আপনি এখন
তাকে চিনতেও ব্যর্থ হবেন, আপনার পুত্রের দিকে
তাকালে এখন কোনো মস্তক পড়ে না চোখে, শুধু
একটা বিশাল কুঁজ চোখে পড়ে। দশকে দশকে
যতো স্বঘোষিত প্রভু দেখা দিয়েছেন মুঘলদের
এ-নষ্ট শহরে, আপনার পুত্র তাদের প্রত্যেকের
পদতলে মাথা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে পৃষ্ঠদেশ জুড়ে
জন্মিয়েছে কুঁজ আর কুঁজ; আজ তার পৃষ্ঠদেশ
একগুচ্ছ কুঁজের সমষ্টি;– মরুভূমির কিম্ভূত
বহুকুব্জ উটের মতোই এখন দেখায় তাকে।
সে এখন শহরের বিখ্যাত গোলাম মজলিশের
বিখ্যাত সদস্য, গোলামিতে সে ও তার ইয়ারেরা
এতোই দক্ষ যে প্রাচীন, ঐতিহাসিক গোলামদের
গৌরব হরণ ক'রে তারা আজ মশহুর গোলাম
পৃথিবীর। এখন সে মাথা তার তুলতে পারে না,
এমনকি ভুলেও গেছে যে একদা তারও একটি
মাথা ছিলো, এখন সে বহুশীর্ষ কুঁজটিকেই মাথা
ব'লে ভাবে। খাদ্যগ্রহণের স্বাভাবিক পদ্ধতিও
বিস্মৃত হয়েছে সে, প্রভুদের পাদুকার তলে
প'ড়ে থাকা অন্ন চেটে খাওয়া ছাড়া আর কিছুতেই
পরিতৃপ্তি পায় না আপনার পুত্র, একদা আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তন থেকে মধুদুগ্ধ শুষে নিয়ে জীবন ধারণ
করতো যে বালক বয়সে। এখন সে শত্রু পাখি
ও নদীর, শত্রু মানুষের, এমন কি সে আপনার
স্তন্যেরও শত্রু। তার জন্যে দুঃখ করি না, কতোই
তো গোলাম দেখলাম এ-বদ্বীপে শতকে শতকে।
কিন্তু আপনার জন্যে, হে গরিব কৃষক-কন্যা, দুঃখী
মাতা, গরিব-গৃহিনী, আপনার জন্যে বড় বেশি
দুঃখ পাই;– আপনার পুত্রের গোলামির বার্তা আজ
রাষ্ট্র দিকে দিকে, নিশ্চয়ই তা পৌঁছে গেছে তিতাসের
জলের গভীরে আর কুমড়োর খেতে, লাউয়ের
মাঁচায়, পাখির বাসা আর চাষীদের উঠোনের কোণে।
তিতাসের জল আপনাকে দেখলে ছলছল ক'রে
ওঠে, 'ওই দ্যাখো গোলামের গর্ভধারিণীকে'; মাঠে
পাখি ডেকে ওঠে, 'দ্যাখো গোলামের গর্ভধারিণীকে';
আপনার পালিত বেড়াল দুধের বাটির থেকে
দু-চোখ ফিরিয়ে বলে, 'গোলামের গর্ভধারিণীর
হাতের দুগ্ধ রোচে না আমার জিভে', প্রতিবেশী
পুরুষ-নারীরা অঙ্গুলি সংকেত ক'রে কলকণ্ঠে
বলে, 'দ্যাখো গোলামের গর্ভধারিণীকে।' এমন কি
প্রার্থনার সময়ও আপনি হয়তো বা শুনতে পান
'গোলামের গর্ভধারিণী, ধারিণী' স্বর ঘিরে ফেলছে
চারদিক থেকে। আপনি যখন অন্তিম বিশ্রাম
নেবেন মাটির তলে তখনো হয়তো মাটি ফুঁড়ে
মাথা তুলবে ঘাসফুল, বাতাসের কানে কানে ব'লে
যাবে, 'এখানে ঘুমিয়ে আছেন এক গর্ভধারিণী
গোলামের।' ভিজে উঠবে মাটি ঠাণ্ডা কোমল অশ্রুতে।
কী দোষ আপনার, মা কি কখনোও জানে দশমাস
ধ'রে যাকে সে ধারণ করছে সে মানুষ না গোলাম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় ঢুকতে যা যা তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে

বাঁশবাগানের চাঁদের নিচের কিশোর, তোমার স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গেছে এ-নরক
চরপড়া নদীর বুকের যুবক, তোমার বুকের ভেতর জেগে উঠেছে এ-নরক
বাঁশি-হারানো সবুজ রাখাল, তোমার কাতর সুরের ভেতরে বেজে উঠেছে এ-নরক
তুমি বাঁশবন ভুলে পা বাড়িয়েছো নরকের দিকে
তুমি ঢেউয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে পা বাড়িয়েছো নরকের দিকে
তুমি মাঠের মায়া উপেক্ষা ক'রে পা বাড়িয়েছো নরকের দিকে
নরকের হাতছানিতে ঝনঝন ক'রে উঠেছে তোমার রক্ত
নরকের গালের আভায় ঝলমল ক'রে উঠেছে তোমার স্বপ্ন
নরকের ডাকে লেলিহান হ'য়ে উঠেছে তোমার সুর
তুমি পা বাড়িয়েছো ঢাকার দিকে
তুমি তোমার স্বপ্নকে মেলে দিয়েছো ভয়াবহ নরকের দিকে
তুমি পা বাড়িয়েছো ঢাকার দিকে
তুমি তোমার ভবিষ্যৎকে সমর্পণ করেছো আত্মাহীন নরকের হাতে
তুমি পা বাড়িয়েছো ঢাকার দিকে
তুমি তোমার জীবনকে বন্ধক রেখেছো ক্ষমাহীন নরকের কাছে
নরককে চিরকাল স্বর্গের থেকেও সুখকর মনে হয়
নরকের মুখে থাকে সবচেয়ে সুন্দর মুখোশ
নরককে চিরকাল সবচেয়ে আলোকিত অঞ্চল ব'লে মনে হয়
তুমি ভাবছো ঢাকার পথে পথে নাচছে তোমার ভবিষ্যৎ
তুমি ভাবছো ঢাকার আকাশে উড়ছে তোমার স্বপ্ন
তুমি ভাবছো ঢাকার মিনারে মিনারে বাজছে তোমার জীবন
তুমি নরককে মনে করেছো স্বর্গ
তুমি আগুনকে মনে করেছো আলোক
তুমি ধাঁধাকে মনে করেছো রহস্য
তুমি জানো না ঢাকা এখন নরকের থেকেও ভয়াবহ
তুমি জানো না ঢাকা এখন নেকড়ের থেকেও হিংস্র
তুমি জানো না ঢাকা এখন কর্কট রোগের থেকেও অচিকিৎস্য
ঢাকা এখন চার লাখ আঠারো হাজার পাঁচ শো বদমাশের নগর
ঢাকা এখন তিন লাখ আশি হাজার লম্পটের নগর
ঢাকা এখন পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার তিন শো প্রতারকের নগর
ঢাকা এখন দুই লাখ বিশ হাজার পতিতার নগর
ঢাকা এখন দুশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো ভণ্ডের নগর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা এখন তোমাকে আর কিছুই দিতে পারে না
ঢাকার হাত থেকে তুমি আর কিছুই নিতে পারো না
তুমি পা বাড়িয়েছো ঢাকা অভিমুখে
তোমার জন্যে খোলা পুব দিকে, তুমি ঢুকতে পারো পুব দিক দিয়ে
তোমার জন্যে খোলা দক্ষিণের সাঁকো, তুমি ঢুকতে পারো দক্ষিণ দিয়ে
তোমার জন্যে খোলা উত্তর দিক, তুমি ঢুকতে পারো উত্তর দিয়ে
তোমার জন্যে খোলা পশ্চিম, তুমি ঢুকতে পারো পশ্চিম থেকে
তুমি ঢুকতে পারো যে-কোনো দিক দিয়ে
নরকে প্রবেশে কখনোই পথের কোনো অভাব হয় না
যে-দিক দিয়েই তুমি ঢোকো
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে এক লাখ বিশ হাজার লুব্ধ পণ্যনারী
যে-দিক দিয়েই তুমি ঢোকো
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে চার লাখ আঠারো হাজার পাঁচ শো বদমাশ
যে-দিক দিয়েই তুমি ঢোকো
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে তিন লাখ আশি হাজার তিন শো প্রতারক
যে-দিক দিয়েই তুমি ঢোকো
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার তিন শো প্রতারক
যে-দিক দিয়েই তুমি ঢোকো
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে পথে পথে স্মিতহাস্য শয়তানের মুখ
যে-দিক দিয়েই তুমি ঢোকো
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে রাশিরাশি বিকৃত পোস্টার
যে-দিক দিয়েই তুমি ঢোকো
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে দেয়ালের অর্থহীন অশ্লীল লেখন
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে না অমল বাতাস
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে না বৃষ্টির কোমল বর্ষণ
তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে না ঘাসের নিশ্বাস
তোমার হৃৎপিণ্ড নিয়ে খেলবে পণ্যনারীরা
তোমার মুণ্ডু নিয়ে খেলবে আততায়ীরা
তোমার স্বপ্ন নিয়ে খেলবে বদমাশেরা
তোমার স্বপ্ন নিয়ে খেলবে শয়তানেরা
তুমি জ্বলতে থাকবে নরকের দাউদাউ ক্ষমাহীন অশ্লীল আগুনে
বাঁশ বাগানের চাঁদের নিচের কিশোর, তুমি পা বাড়িয়েছো নরকের দিকে
চরপড়া নদীর বুকের যুবক, তুমি ঢেউয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে পা বাড়িয়েছো
নরকের দিকে
বাঁশি-হারানো সবুজ রাখাল, তুমি মাঠের মায়া উপেক্ষা ক'রে পা বাড়িয়েছো
নরকের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনযাপনের শব্দ

এক সময় আমরা শহরের এমন এক এলাকায় থাকতাম, যেখানে
আমিই ছিলাম সবচে গরিব। গাড়ির কোমল হর্ণ
ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যেতো না সেখানে।
সোনালি নৈঃশব্দে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মোড়া ছিলো
আবাসিক এলাকাটি। আমিই ছিলাম সবচে গরিব,
তাই আহারের পর মাঝে মাঝে আমি আয়েশের সাথে খক খক ক'রে কাশতাম।
আমার কোনো অসুখ ছিলো না। কিন্তু একটু কাশলে আমার বেশ
ভালোই লাগতো। আমি যখন তখন চিৎকার ক'রে কাজের
মেয়েটিকে ডাকতাম। আমার স্ত্রী সম্ভবত আমার চেয়ে ধনী ছিলো, চিৎকার
ক'রে সে কখনো কাউকে ডাকতো না। অবাক হয়ে আমি শুনতাম
আমার স্ত্রীর কাশি কখনোই চুম্বনের শব্দের থেকে একটুও উঁচু নয়।
তার হাঁচি গোলাপের পাপড়ি ঝরার মতোই নিঃশব্দ নীরব।
আমার মেয়ে দুটি জন্মে ছিলো সম্ভবত আরো ধনী হয়ে। ওদের কখনো
আমি কাঁদতে বা হাসতে শুনি নি।
একবার সাতদিন আমি ওদের কোনো কথা না শুনে ছুটে গিয়েছিলাম
এক নাককানগলা বিশেষজ্ঞের কাছে। তিনি জানিয়েছিলেন
আমার কন্যাদের স্বরতন্ত্রি জোহান্সবার্গের সোনার চেয়েও উৎকৃষ্ট
ধাতুতে গঠিত। তাই সেখান থেকে
নীরবতার সোনা ছাড়া আর কোনো বস্তুই ঝরে না।
একবার বাধ্য হয়ে আমাকে থাকতে হয়েছিলো শহরের এমন এক এলাকায়,
যেখানে গরিব কাকে বলে তা কেউ জানে না।
সেখানে গাড়ির হর্ণ থেকেও কোনো শব্দ ওঠে না, শুধু ঝলকেঝলকে
তাল তাল সোনা ঝ'রে পড়ে।
ওই এলাকার গোলাপগুলো গান গাওয়া দূরে থাক, অন্যমনস্ক হয়েও
উঁচু গলায় কারো নাম ধ'রেও ডাকে না। একটা গোলাপকে আমি–'এই যে গোলাপ'
বলতেই সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়লো। বুঝলাম ওই রঙিন নিঃশব্দ সৌন্দর্য
এমন বর্বরের মুখোমুখি ইহজন্মে কখনো পড়ে নি।
একটু শব্দের জন্যে আমি প্রচণ্ড জোরে বন্ধ করলাম দরোজা,
ঐন্দ্রজালিক দরোজা কেমন নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো।
স্নানাগারে পিছলে পড়লাম, আমার পতনে একটুও শব্দ হলো না।
একটা বেড়ালের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম,
কিন্তু ওই রূপসীর গলা থেকে শুধু গলগল ক'রে সোনা ঝরতে লাগলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আমরা শহরের এমন এক এলাকায় থাকি, যেখানে
আমরাই সবচেয়ে ধনী। আমাদের পাঁচতলা ঘিরে আছে গরিবেরা।
গরিবদের প্রাণ কি বাস করে স্বরতন্ত্রিতে? তাদের জীবন কি গলা দিয়ে
গলগল ক'রে বেরিয়ে আসে প্রচণ্ড প্রচণ্ড শব্দ হ'য়ে?
ঘরে ঢোকার সময় গরিবেরা ভয়ংকরভাবে ডাকাডাকি করে,
আবার ঘর থেকে বেরোনোর সময় ডাকাডাকিতে কাঁপিয়ে তোলে পাড়া।
এমন জোরে তারা ঝাপ বন্ধ করে যে
ওই ঝাপ আরো অনেক বেশি ক'রে খুলে যায়।
এক সন্ধ্যায় মাইক বাজিয়ে বিকট শব্দে তারা ফিল্মিগান শোনে,
পরের সন্ধ্যায় একই মাইকে শোনে ধর্মের কাহিনী।
তাদের অধিকাংশেরই ঘরে বিদ্যুৎ নেই, কিন্তু পাড়ায় বিদ্যুৎ চ'লে গেলে
তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একজোটে চিৎকার ক'রে ওঠে
আবার যখন বিদ্যুৎ ফিরে আসে, তখনো তারা চিৎকার ক'রে ওঠে একজোটে।
ওদের হাসির শব্দ শোনা যায় পাঁচতলা থেকে।
ওদের কান্নার শব্দ সম্ভবত শোনা যায় দশতলা থেকে।
সকালে বস্তির কোনো পুরুষের গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়
রাত্রে শারীরিক মিলনে সে অসম্ভব তৃপ্তি পেয়েছে।
আর নারীর হাসির ঝংকার থেকে বোঝা যায় শরীর
সারারাত দলিতমথিত হয়ে ভোরবেলা তার কণ্ঠে
জন্ম নিয়েছে এই বিস্ময়কর কলহাস্য।
পাঁচতলায় যখন নিচ থেকে একটা শিশুর তীক্ষ্ণ চিৎকার ছুটে আসে
তখন বোঝা যায় মায়ের স্তনের বোঁটা থেকে খ'সে গেছে তার ওষ্ঠ।
ক্ষুধা এখানে চিৎকার হ'য়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে।
আনন্দ এখানে কোলাহল হ'য়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে।
গরিবদের অশ্রু বেরোয় গলা দিয়ে বিশাল বিশাল শব্দের ফোঁটা হয়ে।
গরিবদের কাম গলা দিয়ে বিস্ফোরিত হয়।
তাদের জীবন গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে বজ্রের মতো।
শুনেছি বার বার যে নৈঃশব্দ সোনালি।
কিন্তু এখন কে জানে না নৈঃশব্দ হচ্ছে কূটচক্রান্তের মাতৃভাষা?
তাহলে ধনীদের জীবন কি এক ধারাবাহিক
নিঃশব্দ সোনালি চক্রান্ত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কুঁড়েঘরে

আমার কুঁড়েঘরে নেমেছে শীতকাল
তুষার জ'মে আছে ঘরের মেঝে জুড়ে বরফ প'ড়ে আছে
গভীর ঘন হয়ে পাশের নদী ভ'রে
বরফ ঠেলে আর তুষার ভেঙে আজ দু-ঠোঁটে রোদ নিয়ে
আমার কুঁড়েঘরে এ-ঘন শীতে কেউ আসুক

আমার গ্রহ জুড়ে বিশাল মরুভূমি
সবুজ পাতা নেই সোনালি লতা নেই শিশির কণা নেই
ঘাসের শিখা নেই জলের রেখা নেই
আমার মরুভূর গোপন কোনো কোণে একটু নীল হয়ে
বাতাসে কেঁপে কেঁপে একটি শীষ আজ উঠুক

আমার গাছে আজ একটি কুঁড়ি নেই
একটি পাতা নেই শুকনো ডালে জ্বলে বায়ুর ঘষা লেগে
আগুন জ্ব'লে ওঠে তীব্র লেলিহান
বাকল ছিঁড়েফেড়ে দুপুর ভেঙেচুরে আকাশ লাল ক'রে
আমার গাছে আজ একটি ছোটো ফুল ফুটুক

আমার এ-আকাশ ছড়িয়ে আছে ওই
পাতটিনের মতো ধাতুর চোখ জ্বলে প্রখর জ্বালাময়
সে-তাপে গ'লে পড়ে আমার দশদিক
জল ও বায়ুহীন আমার আকাশের অদেখা দূর কোণে
বৃষ্টিসকাতর একটু মেঘ আজ জমুক

আমার কুঁড়েঘরে নেমেছে শীতকাল
তুষার জ'মে আছে ঘরের মেঝে জুড়ে বরফ প'ড়ে আছে
গভীর ঘন হয়ে পাশের নদী ভ'রে
বরফ ঠেলে আর তুষার ভেঙে আজ দু-ঠোঁটে রোদ নিয়ে
আমার কুঁড়েঘরে এ-ঘন শীতে কেউ আসুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই কবে থেকে

সেই কবে থেকে জ্বলছি
জ্ব'লে জ্ব'লে নিভে গেছি ব'লে
তুমি দেখতে পাও নি।

সেই কবে থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাতিস্তম্ভের মতো ভেঙে পড়েছি ব'লে
তুমি লক্ষ্য করো নি।

সেই কবে থেকে ডাকছি
ডাকতে ডাকতে স্বরতন্ত্রি ছিঁড়ে বোবা হয়ে গেছি ব'লে
তুমি শুনতে পাও নি।

সেই কবে থেকে ফুটে আছি
ফুটে ফুটে শাখা থেকে ঝ'রে গেছি ব'লে
তুমি কখনো তোলো নি।

সেই কবে থেকে তাকিয়ে রয়েছি
তাকিয়ে তাকিয়ে অন্ধ হয়ে গেছি ব'লে
একবারো তোমাকে দেখি নি

AMARBOI.COM

হাঁটা

একসাথে অনেক হেঁটেছো।
আজ তুমি মনে করতেও পারবে না
শেষ কবে একলা হেঁটেছো। যেদিন প্রথম টলোমলো
দাঁড়াতে শিখেছিলে
সেদিন থেকেই তোমার একলা হাঁটার ঝোঁক।
একলা হেঁটেই তুমি ছুঁয়েছিলে মেরু।
একা হেঁটে শুধু নতুন পায়ের জন্যে প্রস্তুত এক পথ
দিয়ে পৌঁচেছিলে তুমি বাঁশবাগানে, পুকুরপারে,
সবাই তোমাকে যেখানে খুঁজছিলো
তুমি সেখানে ছিলে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একা হেঁটে লেবুগাছ কুমড়োর জাংলা পেরিয়ে
চ'লে গিয়েছিলে হিজলের বনে।
তারপর ওই পথে সবাই হেঁটেছে।
একলা হেঁটে তুমি ঢুকেছো দিগন্তে,
একা হেঁটে গেছো তুমি পদ্মার সবচেয়ে বিপজ্জনক
ভাঙনের ধারে,
একা হেঁটে গেছো মাঘের কুয়াশায়,
বোশেখের তীব্র পানীয়র মতো রৌদ্রে।
তুমি একলা হেঁটেছো
সামনে কেউ নেই
পেছনেও কেউ নেই
ডানে কেউ নেই বাঁয়ে কেউ নেই
তোমার সাথে হেঁটেছো একা তুমি।
তারপর পথে নামলেই
অসংখ্য পায়ের শব্দ,
পথে নামলেই অসংখ্য পায়ের দাগ।
তখন তোমার কোনো নিজস্ব পথ ছিলো না
তোমার কোনো নিজের পায়ের দাগ ছিলো না
নিজের পায়ের শব্দ ছিলো না।
তখন দিগন্তে যাওয়ার ছিলো একটিই পথ
দিগন্ত থেকে ফেরারও একটিই পথ
তখন নদীতে যাওয়ার পথ ছিলো একটিই
ফেরারও একটিই বিধিবদ্ধ পথ
সব পায়ের একই শব্দ
সব পায়ের একই দাগ
ঘর থেকে বেরোনোর একটিই পথ
ঘরে ফেরারও একটিই পথ
তখন গন্তব্য একটিই
ফেরাও ছিলো একই অভিমুখে।
একসাথে স্বপ্ন দেখেছো; প্রতিঘুমে একই স্বপ্ন
তোমার নিজের কোনো স্বপ্ন ছিলো না
একসাথে গান গেয়েছো : প্রতিদিন একই গান
তোমার নিজের কোনো গান ছিলো না
তখন একসাথে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার নিজের কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিলো না।
এখন আবার একা পথে নামো,
প্রথম যেমন টলোমলো দাঁড়াতে শিখেছিলে
তেমনি দাঁড়াও,
একা হাঁটো,
সম্পূর্ণ নতুন পথে, একা, হেঁটে যাও।

ভালো নেই

তুমি চ'লে গেছো, ভালো নেই।
তাই ব'লে গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি নেই
তাই ব'লে গায়ে ছেঁড়াফাড়া জামা নেই
তাই ব'লে জেগে জেগে কাটাই না রাত
তাই ব'লে একলা ঘুরি না বনে বনে।

তুমি চ'লে গেছো, ভালো নেই।
তাই ব'লে ঠাঁই নিই নি মাজারে
তাই ব'লে বিড়বিড় করি না দিনরাত
তাই ব'লে ভর্তি হই নি হৃদরোগ হাসপাতালে
তাই ব'লে পালিয়ে বেড়াই না ফেরারির মতো।

তুমি চ'লে গেছো, ভালো নেই।
তাই ব'লে খাই না মুঠোমুঠো ঘুমের অষুধ
তাই ব'লে লাফিয়ে পড়ি নি ছাদ থেকে
তাই ব'লে ছুঁই নি তাজা বৈদ্যুতিক তার
তাই ব'লে ঘোরাফেরা করি না রেললাইনের আশেপাশে।

তুমি চ'লে গেছো, ভালো নেই।
তাই ব'লে নির্বাসিত হই নি দেশ থেকে
তাই ব'লে কারাদণ্ড হয় নি যাবজ্জীবন
তাই ব'লে ঝুলি নি ফাঁসিকাঠে
তাই ব'লে দাঁড়াই নি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে এর চেয়ে অনেক থাকতাম ভালো
যদি লাফিয়ে পড়তাম ছাদ থেকে
যদি ছুঁয়ে ফেলতাম তাজা বৈদ্যুতিক তার
যদি লাফিয়ে পড়তাম দ্রুততম রেলগাড়ির নিচে
যদি ঝুলতাম ফাঁসিকাঠে
যদি দাঁড়াতাম ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে।

এমন হতো না আগে

এমন হতো না আগে; ফড়িং, মানুষ, ঘাস, বেড়াল, বা পাখি
দেখে মনে হতো এরা তো আমারই। চোখ ভ'রে, ইচ্ছে হতো, দেখি
মুখ, চিবুকের রঙ; কিছুক্ষণ থাকি সাথে, দু-হাতে জড়িয়ে রাখি
রক্তের ভেতরে, কাঁপাকাঁপা ঠোঁটে আর গালে নাম লেখি।
দেখা হবে বারবার মনে হতো; মাঠে, ধানখেতে,
পুকুরের পাড়ে, দেখা হবে মাঝরাতে যখন সে ফেলবে জাল জলে,
নিশ্চিত ছিলাম যখন ছিলাম জীবন ও ভবিষ্যতে মেতে
সারাবেলা, যখন অবধারিত ছিলো সুখী রাত শেষ হ'লে।
এখন কিছুই মনে হয় না নিজের, সব কিছু অত্যন্ত অচেনা;
আজ যার ছুঁই হাত মনে হয় না কালও ফের দেখতে পাবো তাকে,
আমার জন্যে আর ঝরে না শিশির, পাপড়িতে জমে না
সুগন্ধ;–মনে হয় সেও হয়তো দেখতে আর পাবে না আমাকে।
কিছুই আমার নয় আজ আমিও কিছুর নই আর,
আমাকে চেনে না ওই মেথিশাক কুমড়ো ফুল সামাজিক কাক,
কুয়াশায় মিশে যাচ্ছে দিকে দিকে শিশুর চিৎকার,
আমাকে শোনে না কেউ আমিও শুনি না মানুষ বা উদ্ভিদের ডাক।

এক দশক পর রাড়িখালে

এক দশক পর রাড়িখাল গিয়ে পৌঁছোতেই
আমার গাড়ির ওপর অবিরল
পড়তে লাগলো চাপ চাপ কবরের মাটি।
যেনো দশ লাখ মানুষ দু-হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটি খুঁড়ছে ছুঁড়ে দিচ্ছে গাড়ির ওপরে,
যেনো পাঁচ হাজার বিষণ্ন কোদাল
স্তূপ স্তূপ মাটি জড়ো করছে গাড়ির ওপর,
আমি দরোজা ঠেলে খুলতে পারছি না।
আমার পাঁচ বছরের পুত্র, যে এই
প্রথম এসেছে রাড়িখালে, নিজের বাড়িতে,
লাফিয়ে নামলো, তার পায়ের ঘষায়
পাঁচ হাত ছুলে গেলো রাড়িখাল। মনে হলো
রাড়িখাল ওরই মতো
কারো পায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিলো।
আমার মেয়েরা কলকল ঝলমল
ক'রে তাদের অচেনা রাড়িখালকে
একঝাঁক শালিকের মতো মাতিয়ে তুললো।
দুটি পাখি ফিরে পেয়ে রাড়িখাল
ডাল মেলতে লাগলো দিকে দিকে, একটা অরণ্যের
সূচনা ঘটলো। আমি শুধু একলা গাড়িতে
চাপা পড়তে লাগলাম
চাপ চাপ মাটির গভীরে।

AMARBOI.COM

রাড়িখাল এলে

আর কোনোখানে নয় শুধু রাড়িখাল এলে
মুহূর্তে আমাকে ঢেকে ফেলে
প্রাচীন কুয়াশা। যে আমাকে জন্ম দিলো হাঁটতে শেখালো
সে-ই আমাকে দেখায় আজ কবরের কালো।
আমার অপরিচিত আজ রাড়িখালে যা কিছু জীবিত,
শুধু চেনা তারা যারা অস্তমিত
একদিন যা ছিলো এখন যা নেই।
যাদের সৌন্দর্য দেখে বেড়ে উঠলাম তারা অনেকেই
অন্ধকার, যারা আছে তারাও অসম্ভব ভীত
না থাকার ভয়ে, তারা অত্যন্ত পীড়িত।
যে-যুবকেরা একদিন বেড়ার আড়ালে
হঠাৎ জড়িয়ে ধ'রে চুমো খেতো অনিচ্ছুক যুবতীর গালে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখতো হাত বুকে, তারা আজ নিস্পৃহ কঙ্কাল।
যা ছিলো এখন নেই তাই আজ আমার ভেতরে রাড়িখাল।
আমাকে ঘিরেছে আজ কাল আর কুয়াশার রীতি,
না থাকাই সত্য আজ, সত্য শুধু একে একে অনুপস্থিতি।

এই তো ছিলাম শিশু

এই তো ছিলাম শিশু এই তো ছিলাম বালক
এই তো ইস্কুল থেকে ফিরলাম এই তো পাখির পালক
কুড়িয়ে আনলাম এই তো মাঘের দুপুরে
বাসা ভাঙলাম শালিকের সাঁতরিয়ে এলাম পুকুরে
এই তো পাড়লাম কুল এই তো ফিরলাম মেলা থেকে
এই তো পেলাম ভয় তেঁতুলতলায় এক শাদা বউ দেখে
এই তো নবম থেকে উঠলাম দশম শ্রেণীতে
এই তো রাখলাম হাত কিশোরীর দীঘল বেণীতে
এই তো নিলাম তার ঠোঁট থেকে রজনীগন্ধা।
এরই মাঝে এতো বেলা? নামলো সন্ধ্যা?

পিতার সমাধিলিপি

এখানে বিলুপ্ত যিনি ব্যর্থ ছিলেন আমার মতোই
কিছুই যায় আসে না তাঁর যদি ঝরে কবরে শিশির
নিরর্থক এইখানে সব ফুল-বকুল বা গন্ধরাজ জুঁই
এখানে তাৎপর্যহীন সব ধ্বনি শব্দ বাক্য পৃথিবীর
এখানে শূন্যতা শুধু সত্য-শূন্যতাই জ্বলে অহরহ
পশুর পায়ের দাগ আর ফুল এইখানে এক অর্থবহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি কাজ বাকি নেই

বেশি কাজ বাকি নেই; যতোটুকু বাকি বেলা পড়ার আগেই
শেষ ক'রে উঠতে হবে। তবে খুব তাড়া নেই, যদি শেষ ক'রে
উঠতে না পারি, থেকে যাবে, ওরা আমার বা নিজেদের হয়ে
সম্পন্ন করবে, ওদের যতোই বকি তবু ভার দিয়ে যেতে
হবে ওদের ওপরই। নিজের সমস্ত কাজ কখনোই কেউ শেষ ক'রে
উঠতে পারে না। যদি শেষ ক'রে উঠতে না পারি ভারি হয়ে উঠবে না বুক;
দুপুর পর্যন্তই যতো অসন্তোষ, তারপর শুধু নিরুদ্বেগে কাজ ক'রে যাওয়া।
মাঠে যেতে হবে একবার, দেখতে হবে আগাছা উঠেছে কিনা,
পানি পৌঁচেছে কিনা ধানের শেকড়ে; দেখতে হবে গাভীদের দড়ি
কতোটা বাড়াতে হবে। কয়েক বালতি জল ঢালতে হবে
বেগুনচারায়, পথটাও ক্ষয়ে আসছে, কয়েক চাঙাড়ি মাটি ফেলতে
হবে এপাশে ওপাশে। উত্তরের জমিটায় যেতে হবে একবার;
বহুদিন হয় নি যাওয়া দিঘির ওপারে। বেশি কাজ
বাকি নেই, বেলা পড়ার আগেই শেষ ক'রে উঠতে হবে;
তবে কাজই বড়ো কথা নয়, ধানের শেকড়ে পানি
দেয়ার সময় সবুজের ঢেউয়েই মুগ্ধ হয়েছি বেশি, কাজ করছি ব'লে
কখনো হয় নি মনে, মনে হয়েছে আনন্দ করছি। গরুর দড়িটা
বাড়াতে গিয়ে ঘাসের মতোই মাংসে ঢুকেছে সুখ, উত্তরের জমিটায়
গেলে ঢেকে গেছি লাউয়ের পাতার মতো দিগ্বলয়ে। বেশি কাজ
বাকি নেই, বেলা পড়ার আগেই গোধূলি দেখতে দেখতে
ফিরবো ঘরে, যদি শেষ নাও হয় সব কাজ দুঃখ থাকবে না,
আমাকে থাকবে ঘিরে গোধূলির খুরের শব্দ পাখিদের স্বর উত্তরের জমির
গন্ধ রাতের আকাশ অসমাপ্ত অশেষ সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মা

আমাদের মাকে আমরা বলতাম তুমি বাবাকে আপনি।
আমাদের মা গরিব প্রজার মতো দাঁড়াতো বাবার সামনে
কথা বলতে গিয়ে কখনোই কথা শেষ ক'রে উঠতে পারতো না
আমাদের মাকে বাবার সামনে এমন তুচ্ছ দেখাতো যে
মাকে আপনি বলার কথা আমাদের কোনোদিন মনেই হয় নি।
আমাদের মা আমাদের থেকে বড়ো ছিলো, কিন্তু ছিলো আমাদের সমান,
আমাদের মা ছিলো আমাদের শ্রেণীর, আমাদের বর্ণের, আমাদের গোত্রের।
বাবা ছিলেন অনেকটা আল্লার মতো, তার জ্যোতি দেখলে আমরা সেজদা দিতাম
বাবা ছিলেন অনেকটা সিংহের মতো, তার গর্জনে আমরা কাঁপতে থাকতাম
বাবা ছিলেন অনেকটা আড়িয়ল বিলের প্রচণ্ড চিলের মতো, তার ছায়া দেখলেই
মুরগির বাচ্চার মতো আমরা মায়ের ডানার নিচে লুকিয়ে পড়তাম।
ছায়া স'রে গেলে আবার বের হয়ে আকাশ দেখতাম।
আমাদের মা ছিলো অশ্রুবিন্দু–দিনরাত টলমল করতো
আমাদের মা ছিলো বনফুলের পাপড়ি–সারাদিন ঝ'রে ঝ'রে পড়তো
আমাদের মা ছিলো ধানখেত–সোনা হয়ে দিকে দিকে বিছিয়ে থাকতো
আমাদের মা ছিলো দুধভাত–তিন বেলা আমাদের পাতে ঘন হয়ে থাকতো
আমাদের মা ছিলো ছোট্ট পুকুর–আমরা তাতে দিনরাত সাঁতার কাটতাম।
আমাদের মার কোনো ব্যক্তিগত জীবন ছিলো কি না আমরা জানি না
আমাদের মাকে আমি কখনো বাবার বাহুতে দেখি নি
আমি জানি না মাকে জড়িয়ে ধ'রে বাবা কখনো চুমো খেয়েছেন কি না
চুমো খেলে মার ঠোঁট ওরকম শুকনো থাকতো না।
আমরা ছোটো ছিলাম, কিন্তু বছর বছর আমরা বড়ো হ'তে থাকি
আমাদের মা বড়ো ছিলো, কিন্তু বছর বছর মা ছোটো হ'তে থাকে।
ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময়ও আমি ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতাম
সপ্তম শ্রেণীতে ওঠার পর ভয় পেয়ে মা একদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে।
আমাদের মা দিন দিন ছোটো হ'তে থাকে
আমাদের মা দিন দিন ভয় পেতে থাকে।
আমাদের মা আর বনফুলের পাপড়ি নয়, সারাদিন ঝ'রে ঝ'রে পড়ে না
আমাদের মা আর ধানখেত নয়, সোনা হয়ে বিছিয়ে থাকে না
আমাদের মা আর দুধভাত নয়, আমরা আর দুধভাত পছন্দ করি না
আমাদের মা আর ছোট্ট পুকুর নয়, পুকুরে সাঁতার কাটতে আমরা কবে ভুলে গেছি
কিন্তু আমাদের মা আজো অশ্রুবিন্দু, গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত
আমাদের মা আজো টলমল করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতিবিদগণ

যখন তাদের দেখি অন্ধ হয়ে আসে দুই চোখ।
ভয় পাই কোনো দিন দেখতে পাবো না হায়
মেঘ পাতা সবুজ শিশির। আমার সামনে থেকে মুছে যায়
গাছপালা রোদ শিশু, জোনাকির সামান্য আলোক।
চর পড়ে নদী জুড়ে, ছাইয়ে ঢাকে ধানখেত মধুমতি মেঘনার তীর।

যখন তাদের দেখি মনে হয় কোনো দিন
জড়িয়ে ধরি নি কাউকে, চিরকাল দিকে দিকে খুঁড়েছি কবর,
শুধু খুলি উঠে আসে দুই হাতে অঢেল মাটির তলদেশ থেকে,
পাই নি ফুলের গন্ধ অন্ধকারে; পরিচিত শুধু ঘৃণা, মহামারী, জ্বর।
লেলিহান লাল রক্তে চাপা পড়ে চাঁদ আর সূর্যের আকাশ।

যখন তাদের দেখি অবিরাম বজ্রপাত হয় নীল থেকে।
পোকা জন্মে আম্রফলে, শবরিতে; ইক্ষুর শরীর ভরে কালান্তক বিষে,
প'চে ওঠে পাকা ধান, পঙ্গপাল মেতে ওঠে আদিগন্ত ছড়ানো সবুজে,
ভেসে ওঠে মরা মাছ, বিছানায় বিষাক্ত সাপ ওঠে এঁকেবেঁকে।
স্বপ্নাতুর দুই ঠোঁট ভ'রে ওঠে মরারক্তে–ঘনীভূত পুঁজে।

যখন তাদের দেখি হঠাৎ আগুন লাগে চাষীদের মেয়েদের
বিব্রত আঁচলে; সমস্ত শহর জুড়ে শুরু হয় খুন, লুঠ, সম্মিলিত অবাধ ধর্ষণ,
ভেঙে পড়ে শিল্পকলা, গদ্যপদ্য; দাউদাউ পোড়ে পৃষ্ঠা সমস্ত গ্রন্থের;
ডাল থেকে গোঙিয়ে লুটিয়ে পড়ে ডানা ভাঙা নিঃসঙ্গ দোয়েল,
আর্তনাদ করে বাঁশি যখন ওঠেন মঞ্চে রাজনীতিবিদগণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে

আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাবো
ছোট্ট ঘাসফুলের জন্যে
একটি টলোমলো শিশিরবিন্দুর জন্যে
আমি হয়তো মারা যাবো চৈত্রের বাতাসে
উড়ে যাওয়া একটি পাপড়ির জন্যে
একফোঁটা বৃষ্টির জন্যে

আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাবো
দোয়েলের শিসের জন্যে
শিশুর গালের একটি টোলের জন্যে
আমি হয়তো মারা যাবো কারো চোখের মণিতে
গেঁথে থাকা একবিন্দু অশ্রুর জন্যে
একফোঁটা রৌদ্রের জন্যে

AMARBOI.COM

আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাবো
এককণা জ্যোৎস্নার জন্যে
এক টুকরো মেঘের জন্যে
আমি হয়তো মারা যাবো টাওয়ারের একুশ তলায়
হারিয়ে যাওয়া একটি প্রজাপতির জন্যে
একফোঁটা সবুজের জন্যে

আমি সম্ভবত খুব ছোট্ট কিছুর জন্যে মারা যাবো
খুব ছোটো একটি স্বপ্নের জন্যে
খুব ছোটো দুঃখের জন্যে
আমি হয়তো মারা যাবো কারো ঘুমের ভেতরে
একটি ছোটো দীর্ঘশ্বাসের জন্যে
একফোঁটা সৌন্দর্যের জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পাঁচ বছরের মেয়ের ব্যর্থতায়

তোমাকে সুন্দর লাগে, রাজহাঁস; তোমাকে সুন্দর লাগে,
নীলপদ্ম! তুমি আছো এটা এক অসম্ভব সুখ–আমি ঋণী তোমার মুখের কাছে,
ওই ওষ্ঠ, কালো চোখ, তোমার বাহুর কাছে, যার আলিঙ্গনে
আমি স্বপ্ন দেখি বুক জুড়ে। তুমি আছো, তাই ঋণী হয়ে আছে মেঘ, নদী,
বনের সমস্ত পাখি, একটি সম্পূর্ণ পৃথিবী। তুমি আছো ব'লে
পরিপূর্ণ হয়ে আছে ভয়ানক শূন্য এই গরিব গ্রহটি।
তুমি আছো–নীলপদ্ম, রাজহাঁস–এটা সভ্যতার বিরাট সাফল্য।
তুমি জানো সব কিছু রূপময় তোমার হাসির মতো, তোমার হাসিতে
মেঘ ঘিরে বোনা হয় চিকন রুপোলি পাড়, তোমার চোখের
জলে লাশের মুখেও লাগে অলৌকিক সুন্দরের ছাপ। তুমি জানো না সাফল্য
কাকে বলে, কিন্তু তোমাকে ঘিরে সব কিছু সফলতা পায়
পূর্ণিমার চাঁদের মতোই। পাঁচ বছর বয়সেই তোমাকে পৃথিবী মন্ত্রণা দিচ্ছে
নিজ হাতে নিতে নিজ ভার;–নিজ হাতে তুমি তুলে নিয়েছিলে
তোমার পৃথিবী, কিন্তু তুমি ব্যর্থ হয়েছো;–ওরা তোমাকে ব্যর্থ ব'লে
ঘোষণা করেছে;–আর তুমি স্তব্ধ উঠেছো হয়ে পৃথিবীর
সমান বয়সী, পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা জমেছে তোমার এক টুকরো বুকে।
তোমার যে-মুখে চাঁদ ছাড়া কিছুই ছিলো না, সেখানে জমেছে
যন্ত্রণার অন্ধকার; গতকালও তোমার অশ্রু ছিলো মুক্তোবিন্দু, কিন্তু ব্যর্থতা
তোমার অশ্রুকে করেছে অগ্নিগিরির মতো ভয়াবহ। অশ্রুর আগুনে
তুমি পুড়ে যাচ্ছো পাঁচ বছরের নীলপদ্ম, পাঁচ বছরের শুভ্র রাজহাঁস!
এ-প্রথম তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেছো, পৃথিবী ও মানুষকে ঘৃণা
করতে শিখেছো–ব্যর্থতা মানুষকে একদিনে ভয়ঙ্কর জ্ঞানী ক'রে তোলে।
তুমি আজ প্লাতোর সমান জ্ঞানী, রবীন্দ্রনাথের সমান অভিজ্ঞ।
এই সৌরলোক আর তোমার নিকট আগের মতোন
কখনো থাকবে না–মেঘে তুমি দেখতে পাবে বজ্র, গোলাপে কণ্টক!
পাঁচ বছরের নীলপদ্ম, রাজহাঁস, মিটিমিটি তারা, পাঁচ বছর বয়সে তোমার
জন্ম হলো–ব্যর্থতায়–তুমি ভুলবে না ব্যর্থতাই সুন্দরের অন্য নাম।
জেনে রেখো নীলপদ্ম, রাজহাঁস, এ-মাটিতে তোমার মতোই ব্যর্থ
ওই মেঘ, শাদা চাঁদ, এখানে ভীষণ ব্যর্থ অনন্ত সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কোনো শব্দ যেনো আর

আমার কোনো শব্দ
যেনো আর সরব না হয়। আমি আর
কথা বলবো না শব্দে,
হাহাকার করবো না
এমন বস্তুতে যা হয় ধ্বনিত,
ভালোবাসবো না
বাক্যে
যা শ্রুতিকে আলোড়িত করে।
আমি কথা বলবো
অশব্দে।
আমার ভাষা
দিগন্ত-ছোঁয়া ঘাসের মতো সবুজ,
সুখ–অশব্দ শিশির,
হাহাকার
অশব্দ নীলিমার পর অশব্দ নীলিমার
পর অশব্দ নীলিমা।
আমার গান
সবুজ পাতার ওপর
ভুল-ক'রে-ঘুমিয়ে-পড়া প্রজাপতি,
ভালোবাসা
জলে ডোবা চাঁদ–নীরব নির্জন।

AMARBOI.COM

প্রার্থনালয়

ছেলেবেলায় আমি যেখানে খেলতাম
তিরিশ বছর পর গিয়ে দেখি সেখানে একটি মসজিদ উঠেছে।
আমি জানতে চাই ছেলেরা এখন খেলে কোথায়?
তারা বলে ছেলেরা এখন খেলে না, মসজিদে পাঁচবেলা নামাজ পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বুড়িগঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে
যেখানে একঘণ্টা পরস্পরের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলাম আমি আর মরিয়ম,
গিয়ে দেখি সৌদি সাহায্যে সেখানে একটা লাল ইটের মসজিদ উঠেছে।
কোথাও নিষ্পলক দৃষ্টি নেই চারদিকে জোব্বা আর আলখাল্লা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁচিশ বছর আগে বোম্বাই সমুদ্রপারে এক সেমিনারে গিয়ে
যেখানে আমরা সারারাত নেচেছিলাম আর পান করেছিলাম আর নেচেছিলাম,
১৯৯৫-এ গিয়ে দেখি সেখানে এক মস্ত মন্দির উঠেছে।
দিকে দিকে নগ্ন সন্ন্যাসী, রাম আর সীতা, সংখ্যাহীন হনুমান;
নাচ আর পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ফার্থ অফ ফোর্থের তীরের বনভূমিতে যেখানে সুজ্যান আমাকে
জড়িয়ে ধ'রে বাড়িয়ে দিয়েছিলো লাল ঠোঁট,
সেখানে গিয়ে দেখি মাথা তুলেছে এক গগনভেদি গির্জা।
বনভূমি ঢেকে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত ঝুলছে এক ক্রুদ্ধ ক্রুশকাঠ।

আমি জিজ্ঞেস করি কেনো দিকে দিকে এতো প্রার্থনালয়?
কেনো খেলার মাঠ নেই গ্রামে?
কেনো নদীর ধারে নিষ্পলক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার স্থান নেই?
কেনো জায়গা নেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে চুম্বনের?
কেনো জায়গা নেই নাচ আর পানের?
তারা বলে পৃথিবী ভ'রে গেছে পাপে, আসমান থেকে জমিন ছেয়ে গেছে গুনাহ্য়
তাই আমাদের একমাত্র কাজ এখন শুধুই প্রার্থনা।

AMARBOI.COM

চারদিকে তাকিয়ে আমি অজস্র শক্তিশালী মুখমণ্ডল দেখতে পাই,
তখন আর একথা অস্বীকার করতে পারি না।

বৃদ্ধরা

বৃদ্ধদের দিয়ো না দায়িত্ব, শিশুদের থেকেও দায়িত্বহীন তারা।
বৃদ্ধদের বাহু নেই, বৃদ্ধরা জড়িয়ে ধরতে জানে না
কাউকে, জানে শুধু নিজেকেই জড়িয়ে ধরতে; নিজেদের ছাড়া
সব কিছু অর্থহীন বৃদ্ধদের কাছে; নিজে ছাড়া আর সব তাদের অচেনা।

বৃদ্ধদের ওষ্ঠ নেই, দাঁত নেই, বৃদ্ধরা চুম্বন করতে জানে না;
চুম্বনের ছলে তারা খায়, চোষে, গেলে জরাজীর্ণ হিংস্র পশুদের মতো;
লোভে জ্বলে বৃদ্ধদের ঠাণ্ডা রক্ত, কশ বেয়ে ঝরে লালসার ফেনা
বৃদ্ধদের, মেঘ শিশু জ্যোৎস্না নারী তারা চাটে অবিরত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধরা অশ্লীল, কপট; বৃদ্ধরা অত্যন্ত পাকা অভিনেতা;
যেখানে যথেষ্ট চুপ থাকা সেখানে বৃদ্ধরা কেঁদে হয় বেদনায় নীল;
কষ্ট পেলে সুখী হয়, বৃদ্ধদের সুখী করে অন্যদের ব্যথা।
বৃদ্ধরা চরিত্রহীন, এবং বৃদ্ধরা বড়ো বেশি প্রতিক্রিয়াশীল।

ঈর্ষা বৃদ্ধের ধর্ম, ঘৃণা করে তারা সব যা কিছুর রয়েছে সময়,
রক্তে ভাসমান তারা দেখতে চায় মাটি, দেখতে চায় যুবকের লাশ
প'ড়ে আছে খানাখন্দে, তারা শিশুদের মতো পায় ভয়
এবং চিৎকার করে দেখে দিকে দিকে ক'মে আসছে আলো ও বাতাস।

বিভিন্ন রকম গন্ধ

বহু দিন পর আমি এসে এইখানে দাঁড়ালাম, একশো বর্গকিলোমিটার
জুড়ে আমার সামনে এখন অখণ্ড উদ্দাম সবুজ; আমি একে চিনি,
এবং চিনতে পারি না। ক-বছর হলো এখানে দাঁড়াই নি আমি? দশ?
বারো? বিশ? না পচিশ? হিশেব করতে আমার ইচ্ছে হয় না।
উগ্র চৈত্রে আমি দাঁড়াই একটি অচেনা গাছের সবুজ ছায়ায়,
গাছটি চিনি না আমি, যখন ছিলাম আমি এ-পল্লীর
এ-গাছ ছিলো না; তবে তার ছায়া তার মতোই সবুজ, আমি ভালোবেসে
ফেলি তাকে; আমার সামনে একশো বর্গকিলোমিটার জুড়ে সবুজ ধানখেত।
আমার হৃদয়–নাকি মাংস–নাকি রক্ত ভ'রে ওঠে কোমল সবুজে।
আমি ঠিক বুঝতে পারি না আমার কেমন লাগছে,
যদি হতাম কৃষক এই প্রান্তরের হয়তো বুঝে উঠতে পারতাম
আদিগন্ত সবুজের অনুভূতি। যখন ছিলাম আমি এ-মাটির,
যখন ছিলাম আমি এ-জলের তখন নিবিড় সম্পর্ক ছিলো এসব জমির
সাথে এক বালকের। কতোবার সে-বালক দাঁড়িয়েছে
এইখানে, চোখ ভ'রে দেখেছে সুন্দর, বুক ভ'রে নিয়েছে সুগন্ধ।
আমার বাল্যকালে এ-প্রান্তর এরকম একটানা সবুজ ছিলো না।
কোথাও কালচে ছিলো, ফিকে সবুজ কোথাও,
কোথাওবা ছিলো ঝলমলে সবুজ যেনো মাটির ভেতর থেকে
গলগল ক'রে উঠে আসছে সবুজের প্রচণ্ড প্রপাত, কোথাও বিবর্ণ,
আর কোথাও বিছিয়ে থাকতো রাশিরাশি অবর্ণনীয় সোনা।
আজ আমার চোখের সামনে আদিগন্ত ধানের সবুজ। আমি চিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ধান, এর নামও আমি জানি, আর যাকেই জিজ্ঞেস করি
সে-ই একটি অসুন্দর নাম বলে, তবে তাদের সবার চোখেমুখে
সুখ দেখে আমি সুখী হই। শুধু দুঃখ লাগে ওর কি কোনো
নাম হ'তে পারতো না রূপশালি আমন বা আউশের মতো হৃদয় ব্যাকুল
করা? তবে আমি সুখী, অজস্র রূপসী ধান আমার বাল্যকালকে
বাঁচাতে পারে নি ক্রুদ্ধ আকালের গ্রাস থেকে, দিকে দিকে আমি
দেখেছি ক্ষুধার আগুন, আমি সুখী এ-সবুজ নিভিয়েছে সেই
ভয়াবহ অগ্নির তাণ্ডব। আমি নেমে যাই ধানখেতে, হাঁটি আলপথে,
গন্ধ শুঁকি দুটি-একটি পাতা ছিঁড়ে। দিকে দিকে একই অভিন্ন গন্ধ আর রঙ
আমাকে বিবশ করে। তবু আমি হাঁটতে থাকি, হঠাৎ আমার
চোখের সামনে ঝলমল ক'রে ওঠে তিরিশ বছর আগের
এই সব জমি, রঙে আর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার শরীর। এটা সরষের
খেত ছিলো, সরষের তীক্ষ্ণ গন্ধ ঢুকতে থাকে
আমার গেঞ্জি আর জিন্স ভেদ ক'রে, আমি দু-হাতে জড়িয়ে
ধরতে থাকি সরষের সরু সরু গাছ, কেঁপে উঠি
স্পর্শে; এই খেতে তিল হতো, দেখতে পাই, ঘন কালচে
সবুজ পাতায় মেঘলা হয়ে আছে জমিগুলো। দেখতে পাই
হঠাৎ বর্ষা এসে গেছে, থইথই করছে চারদিক, তিল কাটা
হয় নি এখনো কেননা পাকতে তার আরো দু-একদিন
বাকি। এই খেতে পাট হতো, বিশাল বনের মতো এই খেতের ভেতরে
লুকিয়ে থেকেছি কতো দিন; পাটের পাতার গন্ধে
ভ'রে উঠেছে শরীর। এখানে তরমুজ হতো, এটা ছিলো ঘাসখেত,
ওইগুলো বোরোজমি, সোনার মতোই ধান বিছিয়ে থাকতো,
ওখানে বেগুন হতো, লাউ আর কুমড়ো প'ড়ে থাকতো
মাটির চাকার মতো; এই চৈত্রে মাঠে কেনো গরু নেই?
দেখতে পাই লাল কালো শাদা গরু, ষাঁড়, অগুহীন অসংখ্য বলদে
ভ'রে উঠেছে দূরের ঘাসখেত। এই একটানা সবুজের মধ্যে আমি ব'সে পড়ি,
আমার ভেতরে ঢুকতে থাকে ধান, পাট, তিল, সরষে, মটর,
তরমুজ, বাঁঙি, আমন, আউশ আর বোরোর সুগন্ধ।
কে যেনো আমাকে ডাকে দূর থেকে আমার হারানো নাম ধ'রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশপ্রেম

আপনার কথা আজ খুব মনে পড়ে, ডক্টর জনসন।
না, আপনি অমর যে-অভিধানের জন্যে, তার জন্যে নয়, যদিও আপনি
তার জন্যে অবশ্যই স্মরণীয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিত তার জন্যে
আপনাকে পড়ে না মনে। আপনাকে মনে পড়ে, তবে আপনার
কবিদের জীবনীর জন্যেও নয়, যদিও তার জন্যেও আপনি অবশ্যই
স্মরণীয়। আমি আবার দুঃখিত, ডক্টর জনসন। আপনার কথা মনে পড়ে
সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে; আপনার একটি উক্তি আমার ভেতরে বাজে
সারাক্ষণ। আড়াই শো বছর আগে একবার আপনার মুখ থেকে
বের হয়ে এসেছিলো একটি সত্য যে দেশপ্রেম বদমাশদের
শেষ আশ্রয়। আপনার কাছে একটি কথা জানতে খুবই
ইচ্ছে করে স্যামুয়েল জনসন;–কী ক'রে জেনেছিলেন আপনি
এই দুর্দশাগ্রস্ত গ্রহে একটি দেশ জন্ম নেবে একদিন,
যেখানে অজস্র বদমাশ লিপ্ত হবে দেশপ্রেমে? তাদের মনে ক'রেই কি
আপনার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিলো এই সত্য?
ডক্টর জনসন, আপনি আনন্দিত হবেন জেনে যে বদমাশরা
এখানে দেশের সঙ্গে শুধু প্রেমই করছে না, দেশটিকে
পাটখেতে অলিতেগলিতে লাল ইটের প্রাসাদে নিয়মিত করছে ধর্ষণ।

মানুষ ও প্রকৃতি একইভাবে বাঁচে মরে

কতো ভুল বোধ নিয়ে আমরা যে বেঁচে থাকি। আমার ধারণা
ছিলো মানুষেরই বাড়ে বয়স, মৃত্যু হয়, প্রকৃতি চিরকাল
সজীব সবুজ। কী ক'রে এমন বোধ জন্মেছিলো
আমার ভেতরে জানি না তা; তবে বুঝি এ-বোধ আমার
একান্ত নিজস্ব নয়, আমাদের জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরাই
দিয়েছিলেন এ-জ্ঞান। তিরিশ বছর পর রাড়িখালে পা রেখেই
কেঁপে উঠি, চেয়ে দেখি আমার বেড়েছে বয়স,
চারপাশে গাছপালা সবুজ উজ্জ্বল। তাহলে আমারই শুধু চামড়ায়
ভাঁজ, আমার মুখমণ্ডলেই শুধু সময়ের কামড়ের দাগ?
দিন দিন প্রকৃতি হয়েছে সবুজ? আমি সামনে হাঁটি,
একটু পরেই চোখে পড়ে যেই হিজলের নিচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেটেছে আমার ভীষণ বৈশাখ, যার ছায়া ছিলো দিঘির মতোই
ঠাণ্ডা, ফুল ছিলো স্বপ্নের থেকেও লাল, সেটি ভেঙে
প'ড়ে আছে; আরো এগোতেই চোখে পড়ে জরাজীর্ণ
হয়ে আছে আমার বাল্যকালের বিশাল তেঁতুলগাছ,
আর বহুপ্রসারিত বট। তাদের চারপাশে এখন তরুণ
মেহগনি সেগুনের শিহরণ। বিকেলে বেরোই আমি, বাড়ি বাড়ি
যেতে থাকি, পরিচিত মুখগুলো দেখতে পাই না; অনেকেই
ম'রে গেছে, অনেকেই অন্ধ আর অত্যন্ত জীর্ণ।
কিন্তু ঘরের পর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে তরুণতরুণী
শিশু, যাদের চিনি না আমি, যারা শুধু শুনেছে আমার
নাম, আমাকে চেনে না। এই গ্রাম আজ
নতুন মানুষ আর প্রকৃতির, যা ছিলো আমার আর ওই হিজলের;
আমি বুঝতে পারি একই সুতোয় গাঁথা মানুষ ও প্রকৃতি একইভাবে
বাঁচে মরে, পুরোনো গাছের পর দেখা দেয় নতুন গাছেরা।

AMARBOI.COM

দ্যাখো আমি

দ্যাখো আমি কী রকম হয়েছি সরল;
পঞ্চাশ বছর ছিলাম দুরূহ, মিশরি ধাঁধার থেকেও দুর্জ্ঞেয়,
আজ রাখালের বাঁশি, ঘাস, মেঘ, পুকুরের জল।

একান্নো বছর কাটলো পাগলামোতে দীর্ঘ জাগরণে;
দুঃস্বপ্নে কেটেছে কমপক্ষে সাতটি দশক;
আজ দুই চোখে ঘুম–কচিপাতা–আমলকি বনে।

চল্লিশ বছর বাইরে থেকেছি–ছিন্নমূল আর বহিরস্থিত;
এবার বাঁধবো ঘর নদী কিংবা পুকুরের পাড়ে;
একটি নারীও হয়তো থাকবে সঙ্গে নিবিড় সুস্মিত।

আবার গুছিয়ে তুলবো দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাসগুলো ভাঙাচোরা বুকে;
একটি দুপুর ভ'রে অন্তত তুলবো বাঁশি কিংবা বেহালায় সুর,
ভুলে যাবো একটি সম্পূর্ণ শতক কেটেছে অসুখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্যাখো আমি কী রকম হয়েছি সরল;
একটি জীবন ছিলাম দুরূহ, শিল্পের থেকেও দুর্জ্ঞেয়,
আজ ভোরের বাতাস, মাটি, হাঁস, পুকুরের জল।

সেই সব কবিরা কোথায়

সেই সব কবিরা কোথায়, যাঁরা একদিন
কবিতা পেতেন পথেঘাটে, আকাশে জমলে মেঘ
যাঁদের খাতার আদিগন্ত ঢেকে বৃষ্টি নামতো
থইথই মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্তে, থরেথরে ফুটতো কদম
পাতায় পাতায়, ভাসতো পথ হিজলের রঙিন বন্যায়?
কোথায় এখন তাঁরা, সেই সব সহৃদয় কবি,
শিশুর মৃত্যুতে যাঁরা হাহাকার করতেন ছন্দে ছন্দে,
অশ্রুভারাতুর ক'রে তুলতেন বাঁশবাগানের মাথার ওপর
একাকী চাঁদকে, জলে ভ'রে তুলতেন বুলবুলিটার
চোখ? কোথায় এখন তাঁরা, সেই সব গৃহধর্মী
কবি, ধবলী ফিরেছে কিনা তার জন্যে যাঁরা
উদ্বিগ্ন থাকতেন, আর শুনতে পেতেন কারা যেনো
খেয়াঘাটে ডাকছে মাঝিরে? সেই সব
কবিরা কোথায়, পল্লীজননীর সাথে যাঁরা সারারাত
জেগে থাকতেন মুমূর্ষু শিশুর পাশে,
কোথায় কবিরা যাঁরা পায়ের তলায় ঝরা বকুলের
স্পর্শে উঠতেন কেঁপে আর একাকী বিষণ্ন
তরুচ্ছায়ে সারাদিন বাজাতেন বাঁশি?
আজকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে সেই
সব কবিদের মানবিক মুখ, এবং তাঁদের পদ্যে
শূন্য বুক ভ'রে নিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যখন বুঝে উঠলাম

আমরা যখন বুঝে উঠলাম সেই দুপুরে
ভালোবেসে আমরা খুবই ক্লান্ত, অন্য কিছু
চাই আমাদের, তখন আমরা একটুকু দূরে
স'রে বসলাম; আমাদের খুব হাল্কা লাগলো,
সারা বন ভ'রে শুকনো পাতারা ঝরতে থাকলো;
মনে হলো যেনো মাংসের থেকে নেমে গেছে ভার
আমরা যখন বুঝে উঠলাম খুবই দরকার
অন্য কিছু, ভালোবেসে নষ্ট করেছি চোদ্দো বছর,
তখন আমাদের রক্তনালিতে থেমে গেলো জ্বর।
আমাদের খুব শান্তি লাগলো লঘু মনে হলো
কাঁঠাল পাতায় তখন রৌদ্র অতি ঝলোমলো,
পাখিদের দেখে মনে হলো আমরা মুক্ত হলাম;
আমরা আরো একটুকু দূরে সরে বসলাম;
মনে হলো আমরা একে অন্যকে চিনি না আর
পালকের মতো হাল্কা লাগলো চমৎকার;
তুমি উঠে ধীরে হাঁটতে লাগলে দিঘির দিকে
আমি হাঁটলাম যেদিক আকাশ হলদে ফিকে;
আমরা দুজন খুব দূরে গিয়ে মুহুর্মুহু
বুকের ভেতর শুনতে পেলাম জলের হুহু;
আমরা তখন অনেক দূরে আমাদের থেকে
দেখতে পেলাম আঁধার নামছে দুপুর ঢেকে;
তখন আমরা দুজনের থেকে অনেক দূরে
মুঠোয় অশ্রু নিয়ে চেয়ে থাকি সেই দুপুরে।

এতোখানি ম'রে আছি

তোমার কথাও মনে পড়ে না
আর, এতোখানি ম'রে আছি; এবং যখন
মনে পড়ে তোমাকে ভেবেও আর
কষ্ট পাই না, এতোখানি
ম'রে আছি। দুপুরে ঘুমোই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝরাতেও একবারও
ভাঙে না ঘুম, বুকের ভেতরে কোনো
দাঁত বেঁধে না আর, এতোখানি
ম'রে আছি। কেঁপে উঠি না আর
বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা রিকশায়
তোমার মুখের ছায়া দেখে, এতোখানি
ম'রে আছি। মাঝেমাঝে মনে
পড়ে যখন ছিলাম বেঁচে–ঘুমহীন, রক্তে
নদী আর কারখানার উত্তেজনা, মহাজগতের
শূন্যতা বুক জুড়ে, মাংসে শুধু ক্ষুধা–ক্ষুধা–
ক্ষুধা–ক্ষুধা–ক্ষুধা। ক্ষুধা
নেই, না মাংসে না বুকে না স্বপ্নে,
এতোখানি ম'রে আছি। বুকের ভেতরে
খুঁজে খুঁজে একবারও তোমাকে
পাই না, হাতে ঠেকে না তোমার
মুখ, এতোখানি ম'রে আছি। কতো দিন
দেখি না আকাশ ঘাস, এতোখানি ম'রে আছি।
তুমি আজ অন্য শয্যায় পুলকে
বিহ্বল ভেবেও আর কষ্ট পাই না,
এতোখানি ম'রে আছি।

AMARBOI.COM

আমার ভুলগুলো

ভুলগুলো– আমার সুন্দর করুণ ভুলে-যাওয়া ভুলগুলো
যেখানে ফেললে পা ফুটতে পারতো রক্তপদ্ম
ভুলে সেখানে পা ফেলতে পারি নি
আমার রক্তপদ্ম তাই কোনোদিন ফুটলো না

ভুলগুলো– আমার বিষণ্ন কোমল ভুলে-যাওয়া ভুলগুলো
যেখানে রাখলে হাত বইতে পারতো ঝরনাধারা
ভুলে সেখানে হাত রাখতে পারি নি
আমার ঝরনাধারা তাই কোনোদিন বইলো না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলগুলো– আমার অমল সুদূর ভুলে-যাওয়া ভুলগুলো
যে-ঠোঁটে রাখলে ঠোঁট জ্বলতে পারতো পূর্ণিমার চাঁদ
ভুলে সে-ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে পারি নি
আমার পূর্ণিমার চাঁদ তাই কোনোদিন উঠলো না

ভুলগুলো– আমার অমল কোমল ভুলে-যাওয়া ভুলগুলো
যেদিকে তাকালে দেখতে পেতাম বিশুদ্ধ সুন্দর
ভুলে সেদিকে তাকাতে পারি নি
বিশুদ্ধ সুন্দরকে তাই কোনোদিন দেখতে পেলাম না

ভুলগুলো– আমার সুন্দর করুণ ভুলে-যাওয়া ভুলগুলো
যে-জলে সাঁতার দিলে পেতে পারতাম অমরতা
ভুলে সে-জলে সাঁতার কাটতে পারি নি
মুমূর্ষু আজকে তাই অমরতা আমার হলো না

AMARBOI.COM

স্ত্রীরা

বড়ো বেশি ক্লান্ত, সিঁড়ি ভেঙে ওঠে থেমে থেমে;
কয়েক ধাপের পর জিরোয় রেলিং ধ'রে, কাঁপে পদতল;
আঠারো তলার মতো বিবশতা দেহে আসে নেমে,
পশ্চাৎ বক্ষ বাহু তলপেট মাংসের আক্রমণে বিপন্ন বিহ্বল;
বুঝতে পারে না তারা কোথা থেকে এলো এই স্তব্ধ ঘোলা ঢল।

কী যেনো হারিয়ে গেছে, কী যেনো অজ্ঞাতসারে হয়ে গেছে চুরি;
খোঁচা দেয় ভারি ত্বকে, কোথাও জাগে না তবু স্বল্পতম সাড়া,
হাহাকার ক'রে ওঠে–'আমরাও একদিন ছিলাম কিশোরী';
দিকে দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেদেরই জরায়ুর কোমল কন্যারা,
পায়রার মতো উড়ে সারা বন মুখরিত ক'রে আছে যারা।

কী দিয়েছে সহস্র সঙ্গম? কী দিয়েছে ফ্রিজ, গাড়ি, সুসজ্জিত গৃহ?
স্বামীরা সম্ভ্রান্ত; আর প্রত্যহ বাড়ছে তাদের যৌন-আবেদন;
তারাই পচলো শুধু? আবর্জনা হয়ে উঠলো তাদেরই দেহ?
স্বামীদের জন্যে আছে একাধিক উপপত্নী, সভা, উল্লসিত বিদেশভ্রমণ;
বাতিল শুধুই তারা? ময়লায় পরিণত শুধু তাদেরই জঘন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লান্তিকর ভারি সব কিছু, তবু ক্লান্ত হ'লে চলবে না তাদের;
কী ক'রে বইবে ভার? কী ক'রে দমন করবে রক্তের প্রদাহ?
প্রেম আর কাম কবে ম'রে গেছে–(তারা আজো পায় নাই টের);
তবুও সযত্নে টিকিয়ে রাখতে হবে নিরন্তর একটি উৎসাহ–
আঁকড়ে থাকতে হবে–সবই পণ্ড যদি পণ্ড হয় পবিত্র বিবাহ।

শূন্যতা

শূন্যতাই সঙ্গ দেবে যতো দিন বেঁচে
আছো, শূন্যতাই পূর্ণ ক'রে রাখবে তোমাকে;
অরণ্যে সবুজ হয়ে বেড়ে উঠবে শূন্যতা, শূন্যতার
অরণ্যে তুমি ঘুরবে একাকী; ফাল্গুনে হেমন্তে
শূন্যতার ডালে ডালে ফুটবে শূন্যতা হলদে বেগুনি
লাল হয়ে, যতো দিন বেঁচে আছো; গন্ধ হয়ে
ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে শূন্যতা, কেঁপে উঠবে
শূন্যতার সুগন্ধে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়বে
অন্যমনস্ক। যখন দাঁড়াবে গাছের ছায়ায়, ছায়া নয়
শূন্যতাই ঢেকে রাখবে তোমাকে; প্রত্যেক নিশ্বাস
ফুসফুস ভ'রে দেবে শূন্যতায়, বেঁচে থাকবে
তুমি শূন্যতার শ্বাসপ্রশ্বাসে। পানের সময়
তোমার গেলাশ ভ'রে রাখবে শূন্যতা, শূন্যতাই
মেটাবে তোমার তৃষ্ণা, মাতাল ক'রে রাখবে
তোমাকে। ঘুমোবে শূন্যতার ওপর মাথা রেখে বুকে
জড়িয়ে রাখবে শূন্যতা, ঘুমের ভেতরে দেখবে
স্বপ্ন নয় সীমাহীন এলোমেলো শূন্যতা। শূন্যতাই পড়বে
তুমি গ্রন্থে গ্রন্থে, আর যা কিছু লিখবে
তার প্রতিটি অক্ষরে লেখা হবে শূন্যতা, শূন্যতাই
পূর্ণ ক'রে রাখবে তোমাকে, যতো দিন বেঁচে আছো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য মানুষ

সামান্য মানুষ; অসামান্য কিছু দেখার সৌভাগ্য
হয় নি, দেখতেও চাই নি কখনো; যে-ক-বছর বেঁচে আছি,
সুখী ও অসুখী হয়ে আছি নিজের মতোই সামান্য ঘটনা
বস্তু আর দৃশ্য নিয়ে। কী ক'রে অসামান্য হবো? চারপাশে
যদি সব ক্ষুদ্র হয়, তুচ্ছ হয় খুব, তাহলে কী ক'রে
অসামান্য হ'তে পারি আমি? বেশি সংবাদ রাখি না,
গুজবেও কান দিতে ইচ্ছে করে না; তাই দূরে ঘ'টে যাচ্ছে
যে-সব ঘটনা, অসামান্য ও ঐতিহাসিক, তার থেকে
দূরে আছি; সামান্য মানুষ, বেঁচে আছি নিজের মতোই
সামান্য বস্তুদের নিয়ে। শুনতে পাই দূরে মাঝেমাঝে
ঘটছে অসামান্য কতো কিছু; কিন্তু আমি ধানের গুচ্ছের
থেকে মহৎ কিছুই দেখি নি। কে কোথায় খুন হলো,
কোথায় মিশলো কে নামহীন গোরে, সকাল বেলায়
কে দেখা দিলো অধীশ্বররূপে, সে-সব আমার কাছে
একতাল গোবরের থেকে মূল্যবান মনে হয় নি কখনো; বুঝি
ওই সব মানুষেরা, এবং তাদের সমস্ত ঘটনা অতিশয়
অসামান্য; কিন্তু আমি সামান্য মানুষ কোনোদিন ঢুকি নি প্রাসাদে,
তাই আমি অসামান্য কিছুই দেখি নি। দেখেছি সামান্য
সব কিছু– জোনাকি উড়ন্ত তারার মতো একঝোপ
অন্ধকারে, বেলের হলদে শক্ত ডিম, চিতোই পিঠার মতো
চাঁদ শ্রাবণের প্লাবিত আকাশে; এসব, এবং এসবের মতো
সামান্য বস্তুতে ভ'রে আছি আমি। আমার কি লোভ ছিলো দেখতে
অসামান্য কিছু? আমি কি কখনো নিজে অসামান্য হয়ে
উঠতে চেয়েছি? কী ক'রে অসামান্য হবো? অত্যন্ত সামান্য
মানুষের অধীনে করেছি বাস, অতো তুচ্ছ সামান্যদের অধীনে
থেকে কেউ কি কখনো হয়ে উঠতে পারে অসামান্য? বদ্ধ ঘরে
বাড়তে পারে শালতাল? আমি বেড়ে উঠতে পারি নি;
সামান্য মানুষ–মাছরাঙা, ঘোলাজল, আউশ, আমন, খড়কুটো,
আমের বউল আর হঠাৎ বৃষ্টির থেকে অসামান্য কিছুই দেখি নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় জন্ম

তখন দুপুর বিকেল হয়েছে, গাছের পাতা
সোনালি এবং সবুজ এবং নরম ঘোলা;
আমরা তখন পৃথিবীর থেকে অনেক দূরে
আমাদের ঘিরে কুয়াশাবিবশ নদীর দোলা।
যেনোবা সবাই আমাদের ছেড়ে অনেক দূরে
চ'লে গেছে আর ফিরবে না আজ নদীর কূলে;
পৃথিবী নীরব বাতাস স্তব্ধ আমরা শুধু
তাকিয়ে রয়েছি আমাদের দিকে দু-চোখ খুলে।
তোমার আঙুল আমার আঙুলে মাছের মতো
ঘুরে ঘুরে ঢুকে বেরোতে না পেরে জড়িয়ে পড়ে,
আমি খ'সে পড়ি তোমার গ্রীবায় ফলের মতো
দাঁড়াতে পারি না কেঁপে কেঁপে উঠি সোনালি ঝড়ে।
ঝড় বয়ে যায় আমাদের ঘিরে প্লাবন জাগে
নদীতীর জুড়ে খেজুর বাগানে কাশের বনে,
আমরা তখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে
বেঁচে থাকবার সাধনা চালাই শরীরে-মনে।
তোমার দু-চোখে জ্ব'লে ওঠে চাঁদ স্নিগ্ধ শাদা
দিগন্ত জুড়ে ব্যাকুল বিশাল কামিনী ফোটে,
আমরা তখন গন্ধে পাগল অন্ধের মতো
দুই ঠোঁট রাখি আমাদের দুই বধির ঠোঁটে।
কুয়াশায় ভরা সেই আশ্বিনে নদীর পারে
বদলে গেলাম, আমাদের পুনর্জন্ম হলো;
মাটির তখন অনেক বয়স–তিরিশ কোটি–
আমরা তখন কুয়াশাকাতর পনেরো-ষোলো।

সাপের গুহায়

বাস ক'রে গেছি সাপের গুহায়; সাবধান হ'তে
শিখি নি কখনো; কতো বিষধর বসিয়েছে দাঁত, ক্ষতে
ছেয়ে গেছে দেহ, বিষে ভ'রে গেছে নালি,
বিষকে করেছি রক্ত, ক্ষতকে সোনালি রুপালি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলীয় কবিদের প্রশংসায় কয়েক পংক্তি

তাদের প্রশংসা করি, করবো চিরকাল;
কবিদের বহু বদনাম ঘুচিয়েছে তারা; কবিরা নির্বোধ,
অবাস্তব, জানে না কোন দিকে নোয়ালে মাথা
জুটবে স্বর্ণ, লক্ষ্মী খুলবে কাপড়, এই সব অখ্যাতি
ঘুচিয়েছে তারা। তাদের প্রশংসা করি। তাদের মুখের
দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন বাল্মীকি, চণ্ডীদাস,
রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, জীবনানন্দ। তারা অবশ্য
বাল্মীকিরই উত্তরাধিকারী, কেননা ওই প্রচণ্ড দস্যু
পরে নিজের সুবিধা বুঝে একটি সম্পূর্ণ কাব্য
লিখে গেছে একটি রাজার স্তুতিগান ক'রে, বিনিময়ে
নিশ্চয়ই পেয়েছে তমসার তীরে দুশো বিঘে জমি, একপাল
গাভী, একটি ভবন, আর একখানি গতিশীল রথ।
দলীয় কবিরা আজ রাজাদের পদতলে রাখছে
পদ্য, থেকে থেকে ধ্বনিত করছে স্তব; এবং কবিতা
পাচ্ছে মূল্য রাজাদের পায়ের ছোঁয়ায়; তাদের প্রশংসা করি,
এই সব দলীয় কবিরা মুখ ভ'রে কলঙ্কের বিনিময়ে কবিতাকে
না বাঁচালে কে এই দুঃসময়ে বাঁচাতো কবিতাকে।

আষাঢ়ের মেঘের ভেতর দিয়ে

আকাশে জমাট মেঘ, গর্জনে শিউরে উঠছে
গাছপালা, গাছের প্রতিটি পাতা
বৃষ্টির ছোঁয়ার জন্যে তরল সবুজ।
আমাকে অনেক দূর যেতে হবে, অন্তত পাঁচ মাইল
যেতে হবে বৃষ্টির আগেই। এ-বয়সে
বৃষ্টিতে ভেজা ভালো নয়; আমার সামনেই
তিনটি স্কুটার দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা কথা দিচ্ছে
নিরাপদে পৌঁছে দেবে বৃষ্টির আগেই।
কিন্তু এ কী, আমার ভেতরে
আমি টের পাই জেগে উঠছে মেঘ বজ্র
বৃষ্টি আর বিজলির ক্ষুধা—আমি হাঁটতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু করি; আর অমনি আকাশ চৌচির
হয়ে ভেঙে গ'লে ঝ'রে পড়তে
থাকে বৃষ্টি, অন্ধকার হয়ে আসে সমস্ত সবুজ,
বজ্রে কেঁপে ওঠে মাটি আর জল, এঁটেল কাদার
মতো হয়ে ওঠে সন্ধ্যা। আমি দৌড়োই
পিছলে পড়ি আবার দৌড়োই—আশ্চর্য সুখে
আমার ভেতরে জেগে ওঠে একটি বালক,
যাকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম
১৩৭০-এর এমনই আষাঢ়ে।

কী নিয়ে বাঁচবে ওরা

কী নিয়ে বাঁচবে ওরা শেষ হ'লে ফ্লোর শো। যখন
থামবে ড্রাম, অর্গ্যান; ঝিলিক আসবে নিভে প্রেক্ষাগারে,
ক্লান্তি নামবে দেহ জুড়ে; শেষ হবে তীব্র আলিঙ্গন,
চুম্বন, সঙ্গম, আর হাহাকার উঠবে শেয়ার বাজারে;
ওদের ভেতরে কোনো নদী নেই, মেঘ জ'মে আসে না আকাশে,
কাঁপে না শিশির, ভোরের অনেক আগে বাজে না দোয়েল;
বজ্র নেই, বৃষ্টি নেই, হঠাৎ আকাশ ফাড়া বিদ্যুতের ত্রাসে
ওদের ভেতরে জন্ম নেয় না স্বপ্ন; রক্ত থেকে ঝরে শুধু তেল,
গাড়ি, ফ্রিজ, টেন্ডার, লেনদেন; কাল এবং পরশু
কী নিয়ে বাঁচবে ওরা শেষ হ'লে এই উৎসব, এই ফ্লোর শো।

সাধারণ মানুষের কাজের সৌন্দর্য

যাকে ঠিক কাজ বলা যায়, আজ মনে হয়, কখনো করি নি।
যা করেছি তা নিয়ে আজকাল আমি খুবই বিব্রত; আমার
লোমকূপ দিয়ে কোনোদিন দরদর ক'রে ঝরে নি রক্ত নোনা ঘাম
হয়ে, কখনো ক্ষুধায় ভেতরে বিস্ফোরিত হয় নি অগ্নিগিরি;
ঘাম আর আগুনে বাসের অভিজ্ঞতা আমার হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার শ্রেণীরা যা করে তা দেখেও কখনো আমি মুগ্ধ হই
নি, তাদের কাজে আমি কোনোদিন কোনো সৌন্দর্য দেখি নি।
তাদের উদ্বেগ নেই রক্তে, তাদের ভেতরে কোনো ঘাম
নেই, তাদের পেশিতে কোনো টান নেই, শীততাপনিয়ন্ত্রিত
কক্ষে আমি কোনোদিন কোনো কাজই দেখি নি।

একটি বালক ইঁট ভাঙছে ; তার কাজের সৌন্দর্যে ভয় পেয়ে
আমি হঠাৎ থমকে দাঁড়াই, দেখি হাতুড়ির নিচে ভাঙছে সে তার
সামান্য জীবন; একটি বালিকা মেশিনে শেলাই করছে
তার অন্ধ বর্তমান, আমি ওই সৌন্দর্যে কেঁপে উঠি; দিকে দিকে
দেখতে পাই সাধারণ মানুষের কাজের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য।

ক্ষুধার্তরা কাজ করে; ক্ষুধার্তদের কাজেরই শুধু সৌন্দর্য রয়েছে,
যা জীবনের মতোই ভয়ঙ্কর; আলিঙ্গন-চুম্বন সেতারের ঝালার
থেকে অনেক সুন্দর ট্রাক থেকে ইট কাঠ বালু নামানোর
দৃশ্য; প্রচণ্ড সুন্দর ঠেলাগাড়ির পেছনে একজোড়া পায়ের দৃঢ়তা–
ঘাম আর ক্ষুধা আর রক্ত থেকে জন্ম নেয়া আশ্চর্য সুন্দর।

AMARBOI.COM

ভালোবাসবো, হৃদয়

ভালোবাসবো, হৃদয়, তুমি সাড়া দিলে না।
শুধু দাউদাউ জ্ব'লে উঠলো রক্ত
দাবানলে পুড়লো স্বর্ণলতা, ছাই হলো
শাল তাল শিমুল সেগুন, দিগন্ত জুড়ে
দগদগ করতে লাগলো একটা গনগনে ঘা।

ভালোবাসবো, হৃদয়, তুমি সাড়া দিলে না।
শুধু মাংস গললো এঁটেল মাটির মতো
বিষাক্ত কাবাবের গন্ধ উঠতে লাগলো
প্রত্যেক কোষ থেকে, তার ভেতর থেকে
ঝরতে লাগলো অবিরাম লকলকে লালা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসবো, হৃদয়, তুমি সাড়া দিলে না।
একপাল কুকুরের মতো এগিয়ে এলো ওষ্ঠ
মাতালের মতো টলতে টলতে এলো একজোড়া
হাত, আর একটা মত্ত অন্ধ অজগর
ঢুকতে লাগলো অন্ধকার আদিম বিবরে।

ভালোবাসবো, হৃদয়, তুমি সাড়া দিলে না।

অশ্রুবিন্দু

বেরিয়ে এলাম একা শূন্য লঘু বিবর্ণ মলিন।
আমার পেছন জুড়ে শূন্যতা; ফিরে তাকানোর সামান্য সাহস
হলো না, সত্যিই যদি শূন্যতা দেখতে পাই দাঁড়িয়ে রয়েছে
তোমার মতোই দরোজায়, তাহলে কীভাবে ফিরবো ঘরে?
কীভাবে হাঁটবো আরো তিন যুগ ধ'রে?

জানালায় দাঁড়িয়ে হয়তো তুমি দেখছো জটিলাবিহ্বল পথে
বাতাসের তাড়া খেয়ে এদিক সেদিক অসহায় বিব্রত উড়ছে
একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো, কেউ ছিঁড়েফেড়ে
উড়িয়ে দিয়েছে– ছেঁড়া কাগজের মতো আমি উড়ছি রাস্তায়।

হয়তো দেখছো একটা শুকনো পাতা খ'সে পড়লো চৌরাস্তার
তুচ্ছ গাছটির ডাল থেকে। এর আগে চৌরাস্তার গাছটিই
পড়ে নি তোমার চোখে; আজ দেখছো চোখ ভ'রে একটা মুমূর্ষু পাতা
ভাঙা ময়লা প্রজাপতির মতো আটকে যাচ্ছে রিকশার চাকায়।

যতো দূর দেখতে পাচ্ছো তুমি দেখছো শুধু ধুলোবালি, আবর্জনা,
ধ্বংসস্তূপ; আকস্মিক ভূমিকম্পে ধ'সে গেছে সমগ্র শহর;
হয়তো দেখছো তুমি ধ'সে পড়া টাওয়ারে তলে পিশে গেছে
একটা তুচ্ছ কাক; তুমি ওই কাকটিকে চিনতে পারছো না।

হয়তো এখনো তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো অন্যমনস্ক জানালায়;
এবং দেখছো তোমার চোখের সামনে কোনো রাজধানি,
আকাশ ও মেঘ নেই; শুধু দূরে, বহু দূরে, টলমল করছে একবিন্দু অশ্রু–
তোমারই চোখ থেকে গ'লে পড়ছে তোমার মুঠোতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা কাঁপার সময় নয়

এটা কাঁপার সময় নয়, যদি সারা রাজধানি থরথর ক'রে ওঠে
ভূমিকম্পে, ভেঙে পড়তে থাকে টাওয়ার গম্বুজ, তাহলেও স্থির দাঁড়িয়ে
থাকতে হবে একলা তোমাকে, পঞ্চাশ তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়েছে।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে, অবিচল, মুহূর্তের জন্যেও একটুও টলবে না।

তুমি তো জানোই তোমার সামনে আর কিছু নেই, সামনের কিছুই আর
মূল্যবান নয়, সবই তুচ্ছ নিরর্থক তোমার নিজের জন্যে,
তবুও তোমাকে বুনে যেতে হবে বীজ নামাতে হবেই বৃষ্টি সারা ক্ষেত জুড়ে।

স্থির জ্ঞানী চাষীর মতোই বীজ বুনে যাবে, মুহূর্তও অন্যমনস্ক হবে না।

তোমার সামনে আছে মরুভূমি, তোমার দায়িত্ব ওই মুমূর্ষু মাটিকে
সবুজের সমারোহে আদিগন্ত ভ'রে তোলা; তোমার সামনে শুধু বিকট পাথর,
তোমার দায়িত্ব ওই পাথরের দেহ থেকে রূপ ছেনে আনা।

AMARBOI.COM

প্রাজ্ঞ শ্রমিকের মতো কাজ ক'রে যাবে, মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম নেবে না।

কিছুই নিজের জন্যে নয় মনে রেখো, ভুলে যাও কামুক ওষ্ঠ আর আলিঙ্গন,
আর স্বর্ণচাঁপা; তার জন্যে কামময় পুরুষ রয়েছে; তোমার দায়িত্ব
শুধু নিজেকেই জ্বেলে জ্বেলে রূপময় শরতের জ্যোৎস্না ঢেলে যাওয়া।

চোখ অন্ধ ক'রে জ্যোৎস্না জ্বালো, তুমি দেখবে না, অন্যরা দেখুক।

কাঁপবে না, একবারও ট'লে উঠবে না; হও অদ্বিতীয় নৃশংস নিষ্ঠুর
নিজেরই প্রতি, কোনো দীর্ঘশ্বাস যেনো বুক থেকে
বেরিয়ে না আসে, শুধু বেরোক ঝরনা পাখি চাঁদ অথবা কবিতা।

এটা কাঁপার সময় নয়, স্থির হও, মুহূর্তের জন্যেও আর কেঁপে উঠবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেজারুস

গরিব ছিলাম না কখনো, ভিখিরি তো নয়ই, বরং ছিলাম অদ্বিতীয়
ধনসম্পদ স্বর্ণমুদ্রায়, এটা গর্ব নয়; ক্ষমতায়ও সম্ভবত কেউ সমান ছিলো না;
দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উত্তর সমুদ্র মেঘেল পর্বত থেকে হীরক পর্বত
আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ছিলো আমার শস্যশ্যামল রাজ্য, আজ সবই
জীর্ণ উপকথা, অন্নহীন বস্ত্রহীন জড়াগ্রস্ত মুমূর্ষু প'ড়ে আছি চৌরাস্তায়।
কণ্ঠ ছেঁড়া ব'লে কেউ শুনতেও পায় না আমার তীব্র হাহাকার।

ছিলাম অজস্র সোনার খনির অধিপতি, মাটির গভীর নিচে অন্ধকার
কয়লা পেরিয়ে ঝলমল করতো আমার হীরকরাশি; আমার সমুদ্রে
ঝিনুকেরা ঋতুতে ঋতুতে গর্ভবতী হতো উজ্জ্বল মুক্তোয়; আমার জমিতে
বৈশাখে আশ্বিনে পেকে উঠতো সোনারুপো, উদ্যান আর অরণ্য
জুড়ে ছিলো দিনরাত পাখি আর পুষ্পের মধুর উল্লাস।
আজ কিছুই আমার নেই, আমি আছি কি না তাও বুঝতে পারি না।

আমার আকাশে ছিলো সংখ্যাহীন চাঁদ, আমি চাইলেই উঠতো
পশ্চিমে, মধ্য-আকাশে, আমি চাইলেই বসন্তের বাতাস বইতো পৌষ
মাসে, মাঘের নিশীথে আম হিজলের ডালে ব'সে ডাকতো পাখিরা;
আমার স্বাস্থ্য ছিলো, এবং যৌবন, সৌন্দর্যও সামান্য ছিলো না,
একদিন পারতাম জাগাতে সুর পাথরে আমার আঙুল বুলিয়ে।
আজ কিছু নেই, আমার আঙুল আজ প'চে প'চে অদৃশ্য বিলীন।

লেজারুসের থেকেও নিঃস্ব আমি আজ, মূঢ়তায় ধ্বংস
করেছি রাজ্য, অপচয়ে সমস্ত সম্পদ, মুদ্রা; আমার সোনার খনি
ভ'রে আজ আবর্জনা, দুর্লভ সোনাকে আমি আবর্জনায় পরিণত করেছি;
আমার আকাশে কোনো চাঁদ নেই, একরত্তি জমিও আমার নেই,
চৌরাস্তায় প'ড়ে আছি নিঃস্ব, স্বাস্থ্যহীন, কুষ্ঠআক্রান্ত ভিখিরি।
লেজারুসের থেকেও নিঃস্ব, যার ভিক্ষাভাণ্ডে একটি কণাও পড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কি পৌঁছে গেছি

আমি কি পৌঁছে গেছি, আমার মাংসের কোষে কোষে কিলবিল
করছে অজেয় পোকারা? ঘোলাটে হয়েছে রক্ত? আমার ভেতরে
বেড়ে চলছে গোরস্থান? মগজের পথে পথে চলছে মিছিল
প্রেতদের? যেই সব সোনা ছিলো প'চে গেছে? পদ্মারা কি চরে
আটকে ম'রে গেছে? ডাল থেকে ঝ'রে যাচ্ছে পাতা আর পাখি?
বহু দূর যাবো ইচ্ছে ছিলো, এরই মধ্যেই ধূসর বাদামি
পাল দেখতে পাচ্ছি? হাহাকার ওঠে রক্ত জুড়ে, সাধ ছিলো ধ'রে রাখি
হাত। কিন্তু আমি কি পৌঁছে গেছি, এতো দ্রুত পৌঁছে গেছি আমি?

প্রিয় মৃতরা

খুব প্রিয় মনে হচ্ছে মৃতদের আজ। সেই সব মৃত যাদের দেখেছি
এবং দেখি নি। তাদের হাঁটতে দেখি দূরে কাছে, একা একা, কণ্ঠস্বর
শুনি খুব কাছে থেকে বুকের ভেতরে। যারা এসেছে এবং আমি গেছি
যেই সব মৃতদের কাছে, যখন পলাশ পাতার মতো উজ্জ্বল অক্ষর
ছিলো তারা। কেউ লাল জামা গায়ে মাঠে যাচ্ছে, কালো মুখে কেউ
ফিরে আসছে ঘরে, কবিতা পড়ছে কেঁপে কেঁপে, রূপে বহু রূপে
দেখি প্রিয় মৃতদের, আমাকে দোলায় ঠাণ্ডা কালো সমুদ্রের ঢেউ।
আমার ভেতরে ঢুকে কী যেনো খুঁজছে তারা ম্লান মুখে খুব চুপে চুপে।

ভাঙন

অনেক অভিজ্ঞ আজ আমি, গতকালও ছিলাম বালক–
মূর্খ জ্ঞানশূন্য অনভিজ্ঞ; আজ আমি মৃতদের সমান অভিজ্ঞ।
মহাজাগতিক সমস্ত ভাঙন চুরমার ধ'রে আছি আমি
রক্তে মাংসকোষে, আমি আজ জানি কীভাবে বিলুপ্ত হয়
নক্ষত্রমণ্ডল, কীভাবে তলিয়ে যায় মহাদেশ
অতল জলের তলে। রক্তে আমি দেখেছি প্রলয়, চূড়ান্ত ভাঙন।
ধ'সে পড়ছে অজেয় পর্বত, সূর্য ছুটে এসে ভেঙে পড়ছে
আমার তরল মাংসে, আগুন জ্বলছে, অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে,
যেখানে পাখির ডাক নেই, নেই এক ফোঁটা তুচ্ছ শিশির।
অনেক অভিজ্ঞ আমি আজ, মৃতদের সমান অভিজ্ঞ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেম

প্রেম, দ্বিতীয় নিশ্বাস, এই অসময়ে তুমি হয়তো অমল
থাকবে না। ঘিনঘিনে নোংরা মাছি ঢুকতে পারে
তোমার ভেতরে, পচন ধরাতে পারে, পচনের কাল আসে
একদিন সব পুষ্পেরই, প'চে যেতো পারো তুমি, প্রেম,
অজস্র ওষ্ঠ দিয়ে আমি চেটে নেবো সমস্ত পচন, শুষে নেবো পুঁজ,
শুদ্ধ ক'রে তুলবো তোমাকে। প'ড়ে যেতে পারো তুমি
অতল পাতালে, ডুবে যেতে পারো উদ্ধারহীন আবর্জনায়,
পাঁক থেকে তুলে আনবো অসংখ্য ওষ্ঠের আদরে আমার দূষিত
পতিত সুন্দর, পরিশুদ্ধ ক'রে তুলবো শুভ্র পদ্ম, সরোবরে
ভাসবে তুমি শুদ্ধ রাজহাঁস। ক্ষয়ে যাবো আমি,
খ'সে পড়বে ওষ্ঠ, গ'লে যাবে চোখ, বধিরতা হবে অঙ্গী, হৃৎপিণ্ড ছেয়ে
যাবে ঘায়ে, পচবে মগজ, তুমি থাকবে অনশ্বর বিশুদ্ধ অমল।

AMARBOI.COM

নিরাময়

রাতভর দুঃস্বপ্নের পর ভোরে উঠে যার মুখ দেখলাম
তাতেই উঠলো ভ'রে রক্ত, শাদা লাল কণিকারা
কেঁপে উঠলো সুখে– একটি চড়ুইয়ের ঠোঁট থেকে ঝরছে
রোদ, ডানা থেকে সোনার গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ছে
অমল জীবন। বারান্দায় খুঁটে খুঁটে আমি জীবন কুড়োতে থাকি,
আমার বিষাক্ত ঠোঁটে জড়ো হয় মধু, আমার ভেতর
থেকে কেটে যেতে থাকে মধ্যরাত, লাশের গন্ধ, শেয়ালের ডাক,
ভোর হ'তে থাকে আমার ভেতরে নরম কুয়াশা আর শিশিরের
রূপ গ'লে গ'লে; তার কণ্ঠ থেকে ঝরতে থাকে
সুর না অমৃত আমি বুঝতে পারি না, আমি শুধু ঝরনাধারায়
নিজেকে ডুবিয়ে পান ক'রে চলি অমল জীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘশ্বাস

আমাদের চুম্বন আজ দীর্ঘশ্বাস।
নগ্ন আলিঙ্গন রক্তের হাহাকার।
অশ্রু হয়ে গ'লে পড়ে ওষ্ঠ ও আঙুল
খ'সে পড়া মাংসে বাজে বেহালার
ব্যর্থ সুর। জানালায় কেঁদে যায় রাতের বাতাস।
নগ্ন আলিঙ্গনে আছি– তবু কতো দূর,
হাজার বছরে আর নিজেদের কাছে হয়তোবা
পৌঁছোতে পারবো না, শুধু শুনি সুর
ভারাক্রান্ত বাঁশরির, প্রত্যেক লোমকূপ চেনা
ছিলো আমাদের, একই শয্যায় আমরা, তবু আজ
নিজেদের চোখ আজ নিজেদের চিনতে পারে না।
নগ্ন আলিঙ্গন আজ ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাস।
হাহাকার ক রে পাখি আর মাঠের বাতাস।
আমাদের চুম্বন আজ হাহাকার।
সবাই নিশ্বাসে বাঁচে, আমরা বেঁচে আছি
দীর্ঘশ্বাসে, আমাদের ঘিরে কাঁদে রাত্রি
কুয়াশার জোব্বায় চাঁদের তারার।
আমাদের চুম্বন আজ দীর্ঘশ্বাস।
চায়ের পেয়ালা ভ'রে অশ্রু বিষণ্ন আকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর কবিতা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভেচ্ছা

ভালো থেকো ফুল, মিষ্টি বকুল, ভালো থেকো।
ভালো থেকো ধান, ভাটিয়ালি গান, ভালো থেকো।
ভালো থেকো মেঘ, মিটিমিটি তারা
ভালো থেকো পাখি, সবুজ পাতারা
ভালো থেকো চর, ছোটো কুঁড়েঘর, ভালো থেকো।
ভালো থেকো চিল, আকাশের নীল, ভালো থেকো।
ভালো থেকো পাতা, নিশির শিশির
ভালো থেকো জল, নদীটির তীর
ভালো থেকো গাছ, পুকুরের মাছ, ভালো থেকো।
ভালো থেকো কাক, ডাহুকের ডাক, ভালো থেকো।
ভালো থেকো মাঠ, রাখালের বাঁশি
ভালো থেকো লাউ, কুমড়োর হাসি
ভালো থেকো আম, ছায়াঢাকা গ্রাম, ভালো থেকো।
ভালো থেকো ঘাস, ভোরের বাতাস, ভালো থেকো।
ভালো থেকো রোদ, মাঘের কোকিল
ভালো থেকো বক, আড়িয়ল বিল
ভালো থেকো নাও, মধুমাখা গাঁও, ভালো থেকো।
ভালো থেকো মেলা, লাল ছেলেবেলা, ভালো থেকো।
ভালো থেকো, ভালো থেকো, ভালো থেকো।

কখনো আমি

কখনো আমি স্বপ্ন দেখি যদি
স্বপ্ন দেখবো একটি বিশাল নদী।
নদীর ওপর আকাশ ঘন নীল
নীলের ভেতর উড়ছে গাঙচিল।
আকাশ ছুঁয়ে উঠছে শুধুই ঢেউ
আমি ছাড়া চারদিকে নেই কেউ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো আমি কাউকে যদি ডাকি
ডাকবো একটি কোমল সুদূর পাখি।
পাখির ডানায় আঁকা বনের ছবি
চোখের তারায় জ্বলে ভোরের কবি।
আকাশ কাঁপে পাখির গলার সুরে
বৃষ্টি নামে সব পৃথিবী জুড়ে।

স্বপ্ন

যখন আমি দাঁড়িয়ে থাকি অথবা পাখির ছবি আঁকি
কিম্বা বই পড়ি,
যখন বনে বেড়াতে যাই গোশলখানায় কবিতা গাই
অথবা কাজ করি,
যখন আকাশ মেঘে ভরে আমার মন কেমন করে
একলা ব'সে লেখি,
চারদিকে সোনার মতো ছড়িয়ে থাকা ইতস্তত
কেবল স্বপ্ন দেখি।
ওই যে মানুষ নৌকোগুলো পথের ওপর রঙিন ধুলো
ফুলের শোভা গাছে,
বিশাল একটা চাঁদের তলে ধানের পাতায় শিশির জ্বলে
নর্তকীরা নাচে!
যেনো তাদের ডাকছে কেউ তাই তো আসে শ্যামল ঢেউ
দুলে পুকুর পাড়ে,
আমার স্বপ্ন গোলাপ ডালে সকাল দুপুর সন্ধ্যাকালে
দীর্ঘ গ্রীবা নাড়ে!
আমার স্বপ্ন বাসে ওঠে ট্রাকের চাকার সঙ্গে ছোটে
বিমান হ'য়ে ওড়ে,
আমার স্বপ্ন ফেরিঅলা উচ্চস্বরে ফুলিয়ে গলা
শহর ভ'রে ঘোরে।
আমার স্বপ্নে হাজার গন্ধ একশো একুশ রকম ছন্দ
পাঁচশো পঁচিশ রং,
আমার স্বপ্ন গ্রামের মাঝে রাত দুপুরে হঠাৎ বাজে
ডিং ডং ডিং ডং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য সবাই ঘুমিয়ে প'ড়ে   স্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে
মাথা রেখে মেঘে,
শুধুই আমি একলা আমি   সকাল সন্ধ্যা দিবসযামি
স্বপ্ন দেখি জেগে।
আমি শুধুই ভয়ে মরি   যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি
স্বপ্নদের কী হবে,
যদি কোনো দস্যু এসে   ভাঙে আমার স্বপ্নকে সে
বাঁচবো কেমনে তবে?
এই পৃথিবী এতো মধুর   তার গলাতে এতো যে সুর
শুনি এ-বুক ভরি,
তাই তো আমি রাত্রি ও দিন   জেগে থেকে নিদ্রাবিহীন
স্বপ্ন রক্ষা করি।

ধুয়ে দিলো মৌলির জামাটা

AMARBOI.COM

আষাঢ় মাসের সেদিন ছিল রোববার ও মাস পয়লা
তাকিয়ে দেখি দূরের আকাশ ভীষণ রকম ময়লা।
পুব দিকটা মেঘলা রঙের বুকের পাশটা কালচে
পায়ের দিকটা কুঁচকে গেছে একটুকু নয় লালচে।
ধুলোর তলে হারিয়ে গেছে চোখের মতোন নীলটা
দেখাই যায় না টিপের মতো টুকটুকে লাল তিলটা।

আকাশ নয় রে মৌলির জামা তৈরি নরম সিল্কে
দিনভর মৌলি পরেছে ব'লেই দেখাই যায় না নীলকে!
নীল জামাটা ময়লা এখন এ তো মৌলির দোষ না
হঠাৎ আকাশে একটা সাবান উঠলো ছড়িয়ে জোস্না।
আকাশে সাবান ধবধবে গোল দুধের মতোন মিষ্টি
নামলো ঝরঝর নরম নরম রুপোর রঙের বিষ্টি।
চাঁদের সাবান মেখে মেখে ফরশা রুপোর পানিতে
মৌলির জামা ধুয়ে দিলো সাতটি পরীর রানিতে!

ভোর হ'তেই দেখলো সবাই ঝিলমিলঝিল বাতাসে
নীল জামাটা আকাশ ভ'রে উড়ছে বিরাট আকাশে।
সিল্কে তৈরি নীলকে জামা কেমন মিষ্টি নীলটা
পুবের দিকে উঠছে হেসে টুকটুকে লাল তিলটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাগুন মাস

ফাগুনটা খুব ভীষণ দস্যি মাস
পাথর ঠেলে মাথা উঁচোয় ঘাস।
হাড়ের মতো শক্ত ডাল ফেড়ে
সবুজ পাতা আবার ওঠে বেড়ে।
সকল দিকে বনের বিশাল গাল
ঝিলিক দিয়ে প্রত্যহ হয় লাল।
বাঙলাদেশের মাঠে বনের তলে
ফাগুন মাসে সবুজ আগুন জ্বলে।

ফাগুনটা খুব ভীষণ দুঃখী মাস
হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস।
ফাগুন মাসে গোলাপ কাঁদে বনে
কান্নারা সব ডুকরে ওঠে মনে।
ফাগুন মাসে মায়ের চোখে জল
ঘাসের ওপর কাঁপে যে টলমল।
ফাগুন মাসে বোনেরা ওঠে কেঁদে
হারানো ভাই দুই বাহুতে বেঁধে।
ফাগুন মাসে ভাইয়েরা নামে পথে
ফাগুন মাসে দস্যু আসে রথে।
ফাগুন মাসে বুকের ক্রোধ ঢেলে
ফাগুন তার আগুন দেয় জ্বেলে।
বাঙলাদেশের শহর গ্রামে চরে
ফাগুন মাসে রক্ত ঝ'রে পড়ে।
ফাগুন মাসে দুঃখী গোলাপ ফোটে
বুকের ভেতর শহিদ মিনার ওঠে।

সেই যে কবে কয়েকজন খোকা
ফুল ফোটালো– রক্ত থোকা থোকা–
গাছের ডালে পথের বুকে ঘরে
ফাগুন মাসে তাদের মনে পড়ে।
সেই যে কবে– তিরিশ বছর হলো–
ফাগুন মাসের দু-চোখ ছলোছলো।
বুকের ভেতর ফাগুন পোষে ভয়–
তার খোকাদের আবার কী যে হয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকানি

দু-দিন ধ'রে বিক্রি করছি
চকচকে খুব চাঁদের আলো
টুকটুকে লাল পাখির গান,
জাল ছড়িয়ে আস্তে ধরছি
তারার ডানার মিষ্টি কালো
ঝকঝকে সব রোদের ঘ্রাণ।

বিক্রি করছি চাঁপার গন্ধ
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ
গোলাপ ফুলের মুখের রূপ,
একশো টাকায় এক রত্তি
বিক্রি করছি সত্যি সত্যি
সবুজ রঙের নরম ধূপ।

চাঁদে চ'ড়ে ভর নিশিতে
জ্যোৎস্না ভ'রে ছোটো শিশিতে
বানাই ঠাণ্ডা আইসকিরিম,
টোস্টে একটু রৌদ্র মেখে
বিক্রি করছি টাটকা দেখে
মেঘ-রৌদ্রের সিদ্ধ ডিম।

বিক্রি করছি সন্ধ্যা রাত্রে
চকচকে এক রুপোর পাত্রে
জ্যোৎস্না-ডাবের মিষ্টি জল,
সবার যাতে সময় কাটে
ছুঁড়ে দিয়েছি আকাশ-মাঠে
একটি শাদা রবার বল।

বিক্রি করছি রাশি রাশি
লাল গালের মিষ্টি হাসি
পরীর গায়ের সিল্কশাড়ি,
জোনাকিদের দেহের মতো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছি বিক্রি শতো শতো
ইস্টিমার ও ঘরবাড়ি।

ইকড়িমিকড়ি চামচিকড়ি
হচ্ছে এখন ভীষণ বিক্রি
নীল ময়ূরের লাল ছবি,
শিশির-ভেজা মিনার থেকে
এসব ছবি দিচ্ছে এঁকে
ডানাঅলা এক কবি।

ইঁদুরের লেজ

বিলেত থেকে একটি ইঁদুর ঠোঁটে মাখা মিষ্টি সিঁদুর, বললো এসে
মুচকি হেসে চুলের ফাঁকে আস্তে কেশে,
আমাকে কি চিনতে পারো?
চিনতে আমি পারি তারে দেখে–
ছিলাম লেকের পাকে মুখখানা তার
শুক্রবারে, পা দুখানা রোববারে।
ইঁদুর সে খুব রূপবতী গায়ের চামড়া
দুধেল অতি, হাসলে ঠিক সোনার
মতো জ্যোৎস্না বেরোয় শতোশতো
জানি আমি জানি নিজে, পাশ
করেছে ক্যামব্রিজে একটা ভীষণ
পরীক্ষাতে শনিবার সন্ধ্যা-
রাতে। বলি আমি তারে ডেকে,
এসেছো তুমি বিলেত থেকে কী
কারণে? ঝিলিক দিয়ে রঙিন
অতি হাসলো একটু রূপবতী,
বললো, আমি আ–শি–আ–ছি
বাংলাড্যাশে অ–পা–রে–শ–নে!
লেজটি যদি ছাঁটতে পারি
তা হলে তো সারিসারি
জুটবে রাজা। এসেছি
তাই বাংলাদেশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমক শেষে চক্ষু
মেলে দেখি
আমি, রূপ–
বতী গেছে
আমার
সামনে
তার
লেজটি
ফে
লে।

স্বপ্নের ভুবনে

ফিরে এসো সোনার খোকন সারাক্ষণ চুপি চুপি ডাকে
স্বপ্নের ভেতর থেকে গাঢ় স্বরে কে যেনো আমাকে।
তার ডাকে আমার ভেতরে বাজে টুংটাং তারের গিটার
সারা মন ঢেকে দেয় মায়াবী রঙের পাখি ডানা দিয়ে তার।

কে তুমি আমাকে ডাকো রাশিরাশি কাজের ভেতরে
কোথা থেকে দাও ডাক সোনাঝরা লাল নীল স্বরে?
তোমার পালক ঢাকে আমার শরীর মুখ আঁকাবাঁকা চুল
রামধনু উড়ে এসে ছুঁড়ে দেয় রাশিরাশি রঙিন পুতুল।
আমি তারে বলি– কে তুমি ডাকছো হ'য়ে এতো স্নিগ্ধ লাল?
আস্তে বললো সে– আমি, আমি তো তোমার বাল্যকাল।

তার স্বরে আমার ঘরের জানালারা হ'য়ে গেলো গাছ
ঘরটাকে নদী ভেবে বইগুলো হ'য়ে গেলো মাছ,
দেয়ালের ঘড়িটিতে ডেকে ওঠে দশটি মধুর কোকিল,
আয়নায় দুলে ওঠে শাদা পদ্ম, শাদা আড়িয়ল বিল।
পাখি সব করে রব, খড়কুটো মেঠো ঘাস গেয়ে ওঠে গান,
খেলাঘরে খেলা করে ছেলেবেলা একরাশ স্বপ্নের সমান।
আমি বলি, ভোলো নি আমাকে তুমি সোনারঙ পাখি?
কবুতর গেয়ে ওঠে : তা তো সহজ নয় তুমি জানো না কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বলি তোমরা কেমন আছো তোমরা সবাই?
নেচে ওঠে ইলশে : ভালো আছি, আজ আমরা তোমাকেই চাই।

রূপোলি শিশির হ'য়ে গ'লে যেতে চায় চারতলা বাড়ি
আমাদের, কানামাছি ভোঁ ভোঁ চলে নিচ ঘরে, ছাদে আড়ি
পাতে কোমল কুয়াশা, বুক ভ'রে জোনাকিরা জ্বলে আর নেভে
তারা আজ রাতে সারাদেশে লাল নীল আলো জ্বেলে দেবে।

তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি আমরা– গান গায় চিল,
আমার সোনালি ডানা দেখো তুমি সোনালি রুপোলি, খয়েরি ও নীল
তোমার জন্যে। বেহালা শোনাবো আজ, স্বপ্নের মতো রূপকথা
শোনাবো তোমাকে যাদের এসেছো ফেলে সেই পাতালতা।
আবার হিজল ফুল লাল হবে যদি তুমি আজ আসো ফিরে
গান হবে নদীতীরে কাশবনে টুপটাপ নিশির শিশিরে।

আমাকে ডাকলো এসে আমারই বাল্যকাল আজ রাতে
যখন কোমল হ'য়ে গলা বাড়িয়েছে চাঁদ এই আঁধার ঢাকাতে
একটি শিশুর জন্যে। আমাকে দেখেই দিলো মিষ্টি হাতছানি
সবচে রূপসী যিনি সেই আলোঢালা মায়াবতী আকাশের রানী।
তখন শহর ভ'রে অন্ধ লোকেরা সব পথে হাটে বাটে
ভীষণ খুশিতে ফুল ছিঁড়ে দুই হাতে ভাঙে ডাল আর গাছ কাটে।
নিঃশব্দ ব্যথায় কাঁদে গাছ হাহাকার ক'রে ওঠে রাত
গাছের শরীর ফাড়ে মানুষেরা দুই হাতে ধারালো করাত।

চলো আমি যাবো তোমাদের সাথে বলি কেঁদে আমি।
একটি সোনালি চিল বকুলের মালার মতোই এলো নামি
আমার গলায়। বললো সে মনে তুমি রেখো না কো ভয়,
তোমাকে উড়িয়ে নেবো আমার ডানায়। আকাশকে জয়
করে বেঁচে আছি আমি। চিলের ডানায় আমি ও আকাশ
আমাদের সাথী হয় নীল মেঘ রোদ আর নরম বাতাস।

আবার ফিরেছি আমি বাল্যকালে, প্রিয় বন্ধুরা সবাই
আসে নাচে গান গায় ছড়া কাটে নাচে তাই-তাই।

আমি ইলিশ পদ্মার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মাছরাঙা।
বাকুম বাকুম আমি কবুতর।
তোমার খেলার মাঠ আমি।
আমি তোর আনন্দের স্বর।
আমি ঘুড়ি লাল রঙ।
আমি মারবেল।
আমি তোর বাঁশের লাটাই।
তুই নেই প'ড়ে আছি কী যে কষ্টে সময় কাটাই।

আমার বন্ধুরা ছুটে আসে তুলে নেয় সকলের কাঁধে,
আমার শৈশব নদীর জলের মতো বয়ে চলে উল্লাসে অবাধে।
দলে দলে আসে, চার দিকে জ'মে ওঠে ছবি আর ছবি,
গুনগুন গান গেয়ে আসেন আমার আদিমহাকবি
জীবনের। গান গান বাজিয়ে একতারা :
শোনো ভাই আছো যারা আমি আজ নিজস্বর
নদীর মতোন,
অনেক রজনী জেগে পাখিদের ঘর মেগে
করেছি সৃজন
একটি মায়াবী গাথা মায়ের নকশী কাঁথা
অতি অপরূপ,
বাঁশির সুরের সাথে জ্বেলে দাও এই রাতে
সোনারঙ ধুপ।
ফুটুক গানের ফুল সকল গাছের মূল
জ্বেলে দিক সুর,
জোনাকিরা গাছে গাছে ফুল হয়ে ফুটে আছে
অত্যন্ত মধুর।
তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই চোখহীন
হ'য়ে আছি তাই,
তুমি এলে বাঁশি বাজে মনের বনের মাঝে
বেজে ওঠে একতারা বেহালা সানাই।

আমার শৈশব বাজে বাঁশবনে ধানক্ষেতে নদীর কিনারে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাশবনে শাদা চাঁদ মেঘের মিনারে
পুকুরের আয়নায় শাপলা কলমি পদ্মের ডাঁটায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশের নদী আর তারাদের জোয়ার ভাটায়
হিজলের ফুলে চিল বক মাছরাঙা ডাহুকের ডাকে
মাছেদের লাফে লাফে ছেলেবেলা ডাকছে আমাকে।

রুপোলি ইলিশ এসে ধরে হাত, আমরা দুজন
দাঁড় বেয়ে চ'লে যাই যেইখানে থেমে আছে স্বপ্নের ভুবন।
পদ্মার ঢেউয়ের তলে রুপোর দাগের মতো সারিসারি
থাম দিয়ে ছবি এঁকে কারা যেনো বানিয়েছে বাড়ি।
একটি বাড়িতে দুটি হাঁস ছড়া কাটে আগডুম বাগডুম
ছাদের ওপরে শাদাশাদা নীল নীল বাকুম বাকুম।
বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি রিংয়ে দোলে এক জোড়া মাছ
হাততালি দিয়ে হরিণের পিঠে উঠে দেখায় সার্কাস।
ভেসে উঠি জল থেকে, খেজুরের ডালে ব'সে একটি বাবুই
চোখের মতোন বাসা বুনে চলে ঠোঁটে নিয়ে সুতো সুই।

হঠাৎ দেখি
উড়ছে তারা
রোদের মধ্যে
ধুলোর মতো
চাঁদের থেকে
নামছে পরী
নূপুর বাজে
শত শত।

মেঘের মতো আসছে ছুটে কাশের শাদা ফুলের মালা
মাঝ নদীতে লাফিয়ে ওঠে একটি বিরাট রঙের থালা।
আকাশ ফুঁড়ে বাড়তে থাকে বলের মতো তালের মাথা
জ্যোৎস্নাবুড়ি বিছিয়ে দিলো তারায় গাঁথা নকশী কাঁথা।

খোকন তোমার কেমন লাগছে– আমাকে শুধায় পাখি।
দেখছি আমি ছায়াছবি, আমিও উঠি তারই মতোন ডাকি।
ধীরে এসে কাছে সে কেমন চোখ মেলে নীরবে তাকায়।
জানতে চায় ফিরে যেতে চাও আর হিংসুটে ঢাকায়?
যেইখানে মানুষেরা গাছ কাটে দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলে ফুল,
মল্লিকা হাস্না নেই, গন্ধরাজ চম্পা আর নেই কো শিমুল?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে শিশুরা পাখির মধুর ডাক রেডিয়োতে শোনে
কল্পনায় স্বপ্নে হাজার রকম জাল সারাদিন বোনে?

সোনালি ধানের ছড়া কথা বলে স্বপ্নের কূজন,
এতো দূরে এতো কাল রয়েছি দুজন।
আমার জবাব নেই বলি শুধু চুপে মনে মনে
তোমাকে দেখেছি বন্ধু রঙিন টেলিভিশনে।
তোমাকে দেখার জন্যে কতো দিন ভেঙে গেছে বুক
তোমাকে দেখার জন্যে বুক জুড়ে গভীর অসুখ।

ফিরে আসি আবার ঢাকায়। দেখি ঘরের জালনায়
দুলছে দোয়েল, বাবুই বুনছে বাসা কাঠের আলনায়।
আয়নাটি জুড়ে নদী, কাশবন; দেয়াল ঘড়িতে
কোকিল মুখর করছে বাড়ি কুহু কুহু গীতে।
মেঝেটা আকাশ হ'য়ে গেছে, ছাদখানা হ'য়ে আছে চাঁদ,
বাড়ির দেয়াল মেঝে মিষ্টি গন্ধ কমলার স্বাদ।
ছড়ার বইয়ের চোখে নেমে আসে রূপকথা, স্বপ্নচরা ঘুম,
দেখি আমি হাতঘড়ি পাপড়ি মেলে হ'য়ে আছে বনের কুসুম।

আজকাল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে না-জানিয়ে আমি মনে মনে
গোপনে হারিয়ে যাই বাল্যকালে, কুয়াশায়, স্বপ্নের ভুবনে।

নদী

ঘুমিয়ে ছিলাম নীল পাহাড়ের বনে
হঠাৎ ঝিলিক লাগলো এসে মনে
ঝরনা হ'য়ে কাঁপল বুকের তল
ছলকে উঠল রুপোর মতো জল
রোদের চুমোয় সবুজ কুঁড়ি টুঁটে
নাম না-জানা উঠল কুসুম ফুটে
আকাশ জুড়ে জাগলো পাখির গান
শুনতে পেলাম ঢেউয়ের কলতান
দেখতে পেলাম ভুবনজোড়া নীল
তারার মতো উড়ছে সোনার চিল
সাগরে যাবো সাগর অনেক দূর
রক্তে আমার বাজলো তারই সুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাগরে যাবোই ব'লে বইছি নিরবধি
তাই তো আমার নাম হয়েছে নদী।

পাহাড়ে ছিলাম আহারে কতো কাল
দেখি নি তখন পুবের দিকে লাল
দেখি নি তখন আকাশজোড়া মেঘ
তখন আমার শরীরভরা বেগ
এলাম যখন পাহাড় থেকে নেমে
চলছি ধীরে আস্তে থেমে থেমে
আমার তীরে খোঁপার মতো গ্রাম
মধুর মতো কতো যে তাদের নাম
আমার জলে এলেই জাগে গান
আমার তীরে সোনারা হয় ধান
আমার বুকে রুপোর বালুচর
শিমের মতন চাষীর কুঁড়েঘর
বইছি আমি চলছি নিরবধি
তাই তো আমার নাম হয়েছে নদী।

আমার বুকে তারার মতো বালি
আমার জলে ঢেউয়ের করতালি
আমার তীরে মোমের মতো গাছ
আমার জলে মাখনভরা মাছ
আমার তীরে কাশবনের বধু
আমার জল গোলাপ ফুলের মধু
যাবো আমি অনেক দূরে যাবো
তখন আমি তার তো দেখা পাবো
বের হয়েছি যার হৃদয়ের ডাকে
সাগর আমার সাগরে সে থাকে
তবুও আমি মানুষই ভালোবাসি
ঘুরে ফিরেই গ্রামের পাশে আসি
বইছি আমি বইছি নিরবধি
তাই তো আমার নাম হয়েছে নদী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদ কবিতা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাইটিংগেলের প্রতি

জন কীট্‌স্

১

আমার হৃদয় ব্যথা করছে, আর নিদ্রাতুর এক বিবশতা পীড়ন করছে
আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে, যেনো আমি পান করেছি হেমলক,
কিংবা সেবন করেছি কোনো অসহ্য আফিম
এক মুহূর্ত আগে, আর ভুলে গেছি সব :
এমন নয় যে আমি ঈর্ষা করছি তোমার সুখকে,
বরং তোমার সুখে আমি অতিশয় সুখী :
আর তুমি, লঘু-ডানা অরণ্যের পরী,
সবুজ বিচের মধ্যে
কোনো সুরমুখরিত স্থলে, অসংখ্য ছায়ার তলে,
সহজিয়া পূর্ণ কণ্ঠে গেয়ে যাচ্ছো গ্রীষ্মের সঙ্গীত।

২

আহা, এক ঢোক মদের জন্যে! গভীর মাটির তলে
বহুকাল ঢাকা থেকে যেই মদ হয়েছে শীতল,
দেহে যার পুষ্প আর গেঁয়ো সবুজের স্বাদ,
নাচ, আর প্রোভেন্সীয় গান, আর রোদে পোড়ার উল্লাস!
আহা, উষ্ণ দক্ষিণভরা একটি পেয়ালার জন্যে,
পরিপূর্ণ খাঁটি, রক্তাভ হিপ্পোক্রেনে,
কানায় কানায় উপচে পড়ছে বুদ্বুদ,
এবং রক্তবর্ণরাঙা মুখ;
যদি পান করতে পারতাম, আর অগোচরে ছেড়ে যেতে পারতাম পৃথিবী,
এবং তোমার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে বনের আঁধারে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

মিলিয়ে যেতাম দূরে, গলতাম, এবং যেতাম ভুলে
যা তুমি পত্রপল্লবের মধ্যে কখনো জানো নি,
ক্লান্তি, জ্বর, এবং যন্ত্রণা
এখানে, যেখানে মানুষেরা ব'সে শোনে একে অন্যের আর্তনাদ;
যেখানে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মাথায় কাঁপে গুটিকয়, বিষণ্ন, অবশিষ্ট শাদা চুল,
যেখানে বিবর্ণ হয় যুবকেরা, আর প্রেতের মতোন কৃশ হ'য়ে মারা যায়;
যেখানে ভাবতে গেলেই ভ'রে উঠতে হয় দুঃখে
এবং সীসাভারী চোখের হতাশায়,
যেখানে সৌন্দর্য রক্ষা করতে পারে না তার দ্যুতিময় চোখ,
অথবা আজকের প্রেম ক্ষয় হয় আগামীকাল আসার আগেই।

৪

দূরে! আরো দূরে! কেননা তোমার কাছে উড়ে যাবো আমি,
তবে বাক্কাস ও তার চিতাদের রথে চ'ড়ে নয়,
যাবো আমি কবিতার অদৃশ্য ডানায়,
যদিও অবোধ মগজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিবশ :
এর মাঝেই তোমার সঙ্গে আমি সুকোমল এই রাত,
এবং দৈবাৎ চন্দ্ররানী উপবিষ্ট তার সিংহাসনে,
তাকে ঘিরে আছে তার সব তারার পরীরা;
কিন্তু এখানে কোনো আলো নেই,
শুধু সেইটুকু ছাড়া যেটুকু আকাশ থেকে বাতাসে উড়াল দিয়ে
শ্যামল আঁধার আর শ্যাওলার আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে এখানে এসেছে।

৫

দেখতে পাচ্ছি না আমি আমার পায়ের কাছে ফুটেছে কী ফুল,
বা কোন কোমল গন্ধ ঝুলে আছে শাখায় শাখায়,
তবে, সুবাসিত অন্ধকারে, অনুমান করি প্রত্যেক মধুকে
যা দিয়ে এই কুসুমের মাস ভ'রে দেয়
ঘাস, ঝোপ, আর বুনো ফলের গাছকে;
শুভ্র হথর্ন, আর বন্যগোলাপ;
পাতার আড়ালে দ্রুত বিবর্ণ ভাইওলেটরাশি;
আর মধ্য-মের জ্যেষ্ঠ সন্তান,
শিশিরের মদে পূর্ণ আসন্ন কস্তুরিগোলাপ,
গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় মৌমাছির গুঞ্জরণমুখর আবাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

অন্ধকারতলে আমি শুনি; কেননা অজস্রবার
জড়িয়ে পড়েছি আমি সহজ মৃত্যুর আধোপ্রেমে,
প্রিয় নাম ধ'রে তাকে কতোবার ডেকেছি কবিতার পংক্তিতে,
আমার নিঃশব্দ নিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে দেয়ার জন্যে;
যে-কোনো সময়ের থেকে এখন মৃত্যুকে মনে হচ্ছে বেশি বরণীয়,
ব্যথাহীন থেমে যাওয়া এই মধ্যরাতে,
যখন তোমার আত্মা ঢেলে দিচ্ছো তুমি
এরকম তুরীয় আবেগে!
তারপরও গেয়ে যাবে তুমি, এবং আমার কানে সাড়া জাগবে না–
তুমি গাইবে প্রার্থনাসঙ্গীত আমি মিশে যাবো তখন মাটিতে।

৭

মৃত্যুর জন্যে তোমার জন্ম হয় নি, মৃত্যুহীন পাখি!
কোনো ক্ষুধার্ত প্রজন্ম ধ্বংস করতে পারবে না তোমাকে;
যে-সুর শুনছি আমি ক্ষয়িষ্ণু এ-রাতে সে-সুরই
সুপ্রাচীন কালে শুনেছিলো সম্রাট ও ভাঁড়েরা :
হয়তো এ-একই গান ঢুকেছিলো
রুথের বিষণ্ন হৃদয়ে, যখন, স্বদেশকাতর,
অশ্রুভারাতুর সে দাঁড়িয়েছিলো বিদেশি জমিতে;
একই গানে বারবার
মুগ্ধ হয়েছে ভয়ঙ্কর সমুদ্রের ফেনপুঞ্জের দিকে খোলা
যাদুবাতায়ন, পরিত্যক্ত পরীদের দেশে।

৮

পরিত্যক্ত! এ-শব্দ ঘণ্টাধ্বনির মতো আমাকে জাগিয়ে
তোমার নিকট থেকে পৌঁছে দেয় নিজেরই কাছে।
বিদায়! কল্পনাও তার খ্যাতি অনুসারে
প্রতারণা করতে পারে না, প্রতারক পরী।
বিদায়! বিদায়! তোমার করুণ গান মিশে যাচ্ছে
নিকট বনভূমিতে, স্তব্ধ নদীর ওপরে,
পাহাড়ের ঢালে; এবং এখন মিশে গেছে
পার্শ্ববর্তী উপত্যকার উন্মুক্ত ভূমিতে :
এটা কি কল্পনা ছিলো, না কি ছিলো জাগ্রত স্বপ্ন?
পালিয়েছে সে-সঙ্গীত:– আমি কি জেগে আছি না কি নিদ্রিত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডোভার সৈকত

ম্যাথিউ আরনল্ড

সমুদ্র প্রশান্ত আজ রাতে।
ভরা জোয়ার এখন, ভাসে রূপবতী চাঁদ
প্রণালির জলের ওপরে;– ফরাশিদেশের উপকূলে
আলো মৃদু হ'য়ে নেভে গেলো এইমাত্র; বিলেতের উপকূলশৈলগুলো,
মৃদু আলোকিত ও বিস্তৃত, দাঁড়িয়ে রয়েছে শান্ত উপসাগরের থেকে মাথা তুলে।
জানালার ধারে এসো, কী মধুর রাতের বাতাস!
শুধু, পত্রালির দীর্ঘ সারি থেকে
যেখানে সমুদ্র মেশে চাঁদের আলোয় শাদা তটদেশে,
শোনো! তুমি শোনো ঢেউয়ের টানে স'রে-যাওয়া নুড়িদের
ঘর্ষণের শব্দ, এবং অবশেষে,
যখন ফিরে আসে উচ্চ বালুময় তটে,
শুরু হয়, আর থামে, তারপর শুরু হয় পুনরায়,
কোলাহলপূর্ণ ধীর লয়ে, এবং বয়ে আনে
মনে বিষাদের চিরন্তন সুর।

AMARBOI.COM

সোফোক্লিজ বহুকাল আগে
শুনেছিলেন এ-সুর অ্যাজিআনে, আর এটা তার মনে
বয়ে এনেছিলো মানুষের দুর্দশার
ঘোলাটে জোয়ার-ভাটা; আমরাও
এই শব্দে পাই একটি ভাবনা,
সেই সুর শুনে এই দূর উত্তর সাগরের তীরে।

বিশ্বাসের সমুদ্রও
একদিন ছিলো ভরপুর, এবং পৃথিবীর তটদেশ ঘিরে
ছিলো উজ্বল মেখলার মতো ভাঁজেভাঁজে।
কিন্তু এখন আমি শুধু শুনি
তার বিষণ্ন, সুদীর্ঘ, স'রে-যাওয়ার শব্দ,
স'রে যাচ্ছে, রাত্রির বাতাসের শ্বাস, বিশাল বিষণ্ন সমুদ্রতীর,
আর বিশ্বের নগ্ন পাথরখণ্ডরাশি থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহা, প্রিয়তমা, এসো আমরা
সৎ হই একে অপরের প্রতি! কেননা এই বিশ্ব, যা আমাদের সামনে
স্বপ্নের দেশের মতো ছড়িয়ে রয়েছে ব'লে মনে হয়,
যা এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ, এতোই সুন্দর, এমন নতুন,
তার সত্যিই নেই কোনো আনন্দ, কোনো প্রেম, কোনো আলো,
নেই কোনো নিশ্চয়তা, নেই শান্তি, নেই বেদনার শুশ্রূষা;
আর আমরা এখানে আছি যেনো এক অন্ধকার এলাকায়,
ভেসে যাচ্ছি যুদ্ধ ও পালানোর বিভ্রান্ত ভীতিকর সংকেতে,
যেখানে মূর্খ সৈন্যবাহিনী রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধে ওঠে মেতে।

দ্বিতীয় আগমন

ডব্লিউ বি ইএট্স্

বড়ো থেকে বড়ো বৃত্তে পাক খেতে খেতে
বাজ শুনতে পায় না বাজের প্রভুকে;
সব কিছু ধ'সে পড়ে; কেন্দ্র ধ'রে রাখতে পারে না;
নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্ব জুড়ে,
ছাড়া পায় রক্তময়লা প্রবাহ, আর চারদিকে
আপ্লাবিত হয় নিষ্পাপ উৎসব;
শ্রেষ্ঠরা সমস্ত বিশ্বাসরিক্ত, যখন নষ্টরা
পরিপূর্ণ সংরক্ত উৎসাহে।

নিশ্চয়ই কোনো প্রত্যাদেশ এখন আসন্ন;
নিশ্চয়ই দ্বিতীয় আগমন এখন আসন্ন;
দ্বিতীয় আগমন! যেই উচ্চারিত হয় ওই শব্দ
অমনি মহাস্মৃতি থেকে এক প্রকাণ্ড মূর্তি
পীড়া দেয় আমার দৃষ্টিকে : কোথাও মরুভূর বালুর ওপরে
সিংহের শরীর আর মানুষের মুণ্ডধারী এক অবয়ব,
সূর্যের মতোন শূন্য আর অকরুণ এক স্থিরদৃষ্টি,
চালায় মন্থর উরু, আর তাকে ঘিরে
সব কিছু ঘূর্ণিপাকে ছায়া ফেলে মরুভূর বিক্ষুব্ধ পক্ষীর।
অন্ধকার নামে পুনরায়; তবে আমি জানি
বিশ শতাব্দীর পাথুরে নিদ্রাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি আন্দোলিত দোলনা পরিণত করেছে বিক্ষুব্ধ দুঃস্বপ্নে,
কোন্ রুক্ষ পশু, তার সময় এসেছে অবশেষে,
জন্ম নেয়ার জন্যে জবুথবু কুশ্রী ভঙ্গিতে এগোয় বেথেলহেমের অভিমুখে?

বাইজেন্টিয়ামের উদ্দেশে নৌযাত্রা

ডব্লিউ বি ইএট্স্

১

সেটা নয় বুড়োদের দেশ। যুবকযুবতী
বাহুপাশে একে অপরের, পাখিরা শাখায়,
–ওই মুমূর্ষু প্রজন্মরা– সঙ্গীতমুখর,
শ্যামনপ্রপাত, ম্যাকেরেল-বোঝাই সাগর,
মাছ, মাংস, পাখির গোশ্ত, সারা গ্রীষ্ম
স্তব করে তার, যা কিছু উৎপন্ন, জন্মপ্রাপ্ত, এবং নশ্বর।
ইন্দ্রিয়বিলাসী গানে মেতে সারা বেলা
জরাহীন মননের কীর্তিকে করে অবহেলা।

২

বৃদ্ধ মানুষ এক তুচ্ছ বস্তুমাত্র,
লাঠির মাথায় ঝোলা ছেঁড়া বস্ত্র, যদি না আত্মা
করতালি দিয়ে গান গায়, এবং আরো উঁচু স্বরে
গান গায় তার মরপোশাকের প্রতিটি ছেঁড়ার জন্যে,
নেই সেখানে কোনো সঙ্গীতনিকেতন শুধু আছে
আপন মহত্ত্ব বন্দনার সমূহ কীর্তি;
তাই আমি পাল তুলে অসংখ্য সাগরে
এসেছি বাইজেন্টিয়ামের পবিত্র নগরে।

৩

ঈশ্বরের পূত আগুনে দাঁড়ানো হে ঋষিগণ
যেনো খচিত দেয়ালের স্বর্ণ মোজায়িকে,
এসো ওই পূত অগ্নি থেকে, কাটিমের পাক খেয়ে,
হও আমার আত্মার সঙ্গীতের প্রভু।
গ্রাস করো আমার হৃদয়; বাসনায় রোগা হ'য়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁধা প'ড়ে একটা মুমূর্ষু পশুর সাথে
জানে না সে কী; আমাকে তুলে করতলে
সংগ্রথিত করো শাশ্বতের নির্মাণকৌশলে।

৪

একবার প্রকৃতিনিষ্ক্রান্ত হ'লে আবার কখনো আমি
ধরবো না দেহ প্রাকৃতিক বস্তু থেকে কোনো,
নেবো সেই রূপ নিদ্রাতুর সম্রাটকে
জাগিয়ে রাখার জন্যে যা বানায় গ্রীসীয় স্বর্ণকারেরা
হাতুড়িপেটানো স্বর্ণ আর স্বর্ণ এনামেলে;
অথবা বাইজেন্টিয়ামের সম্ভ্রান্ত নরনারীদের উদ্দেশে
যা কিছু অতীত, বা অতীতমান, অথবা আসন্ন
তার গাথা গাওয়ার জন্যে উপবিষ্ট করে কোনো সুবর্ণ শাখায়।

AMARBOI.COM

একটুখানি ছুঁই বললো সে

ই ই কামিংস

একটুখানি ছুঁই বললো সে
(কেঁপে উঠবোই বললো সে
শুধু একবার বললো সে)
তবে তো মজার বললো সে

(একটু কাছে টানি বললো সে
ঠিক কতোখানি বললো সে
খুব বেশি হবে বললো সে)
কেনো নয় তবে বললো সে

(চলো আসি ঘুরে বললো সে
নয় বেশি দূরে বললো সে
কতোটা বেশি দূর বললো সে
যতোটা তুমি মোর বললো সে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু ঘষি মুখ বললো সে
(কীভাবে পাবে সুখ বললো সে
এভাবে যদি চাও বললো সে
যদি চুমো খাও বললো সে

একটু দিই ঠেলা বললো সে
এ যে প্রেমখেলা বললো সে)
যদি ইচ্ছে হয় বললো সে
(আমার লাগছে ভয় বললো সে

এই তো জীবন-মউ বললো সে
তোমার আমি বউ বললো সে
এখনি হু বললো সে)
উহ্ বললো সে

(লাগছে সুখ বেশ বললো সে
এখনি কোরো না শেষ বললো সে
না না রাত ভ'রে বললো সে)
আস্তে ধীরে ধীরে বললো সে

(হইয়েছে? বললে সে
আআআআ বললো সে)
তুমি স্বর্গীয় বললো সে
তুমি আমার, প্রিয়, বললো সে)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদের
গ্রন্থপঞ্জি

কবিতা

১৯৭৩ *অলৌকিক ইস্টিমার*। খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা।

১৯৮০ *জুলো চিতাবাঘ*। নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৮৫ *সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে*। অনিন্দ্য প্রকাশন, ২৪৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা; ও নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ৪৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৮৭ *যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল*। অনিন্দ্য প্রকাশন, ২৪৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা।

১৯৯০ *আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে*। নন্দন প্রকাশন, ৪৭ দিলকুশা বাএ, ঢাকা।

১৯৯৩ *হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৪ *আধুনিক বাঙলা কবিতা*। সম্পাদক। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৮ *কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৮ *কাব্যসংগ্রহ*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

কথাসাহিত্য

১৯৯৪ *ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল*। ১ম, ২য়, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯৪; ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৯৫। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৫ *সব কিছু ভেঙে পড়ে*। ১ম, ২য়, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯৫; ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৯৬। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৬ *মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ*। ২য় মুদ্রণ জুলাই ১৯৯৬। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৬ *যাদুকরের মৃত্যু*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৭ *শুভ্রব্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৮ *রাজনীতিবিদগণ*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

সমালোচনা/প্রবন্ধ

১৯৭৩ *রবীন্দ্রপ্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৮৩ *শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৬; আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৮৮ *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১৪ মতিঝিল।

১৯৯০ *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১৪ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

১৯৯২ *নারী*। ১ম, ২য় মুদ্রণ। নদী, ঢাকা। ২য় পরিবর্ধিত সংশোধিত সংস্করণ ১৯৯২; ২য়, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯৩; ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৯৪; ৫ম মুদ্রণ ১৯৯৫; পরিশুদ্ধ পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা। নিষিদ্ধ : ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫। নিষিদ্ধকরণের প্রতিবাদে উচ্চবিচারালয়ে মামলা চলছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯২ *প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯২ *নিবিড় নীলিমা*। বিউটি বুক হাউস, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯২ *মাতাল তরণী*। কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯২ *নরকে অনন্ত ঋতু*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯২ *জলপাইরঙের অন্ধকার*। সময় প্রকাশন, ২০ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা।
১৯৯৩ *সীমাবদ্ধতার সূত্র*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯৩ *আধার ও আধেয়*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৯৭ *আমার অবিশ্বাস*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯৭ *পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯৮ *দ্বিতীয় লিঙ্গ*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

ভাষাবিজ্ঞান

১৯৮৩ *Pronominalization in Bengali*. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৯৮৩ *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র*। বাংলাদেশ ভাষাবিজ্ঞান পরিষদ, ঢাকা।
১৯৮৪ *বাক্যতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৮৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৯৮৪ *বাঙলা ভাষা*। প্রথম খণ্ড। সম্পাদক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৮৫ *বাঙলা ভাষা*। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৮৮ *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৫ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

কিশোরসাহিত্য

১৯৭৬ *লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯২, ২য় মুদ্রণ ১৯৯৬ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৮৫ *ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না*। শিশু একাডেমী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৫ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৮৭ *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী*। অনিন্দ্য প্রকাশন, ২৪৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯২ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৮৯ *আব্বুকে মনে পড়ে*। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৬। শিশু একাডেমী, ঢাকা।
১৯৯৩ *বুকপকেটে জোনাকিপোকা*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯৬ *আমাদের শহরে একদল দেবদূত*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

অন্যান্য

১৯৯২ *হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ*। ২য় সংস্করণ ১৯৯৩। অরুন্ধতী প্রকাশনী, ই৪ মহসিন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩য় শোভন সংস্করণ ১৯৯৩; ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৯৫। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯৪ *সাক্ষাৎকার*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯৪ *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*। ৩ খণ্ড। সম্পাদক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৯৫ *আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯৭ *বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়* : পঞ্চাশপূর্তিগ্রন্থ। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৯৯৭ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~